

182. Gen. 943. 249

কাদাল-ফিকরচাদ ফক। ১৩৪২

বাউল সংগীত।

ও

হরিনাম সংকীৰ্তন, কৃষ্ণলীলা, রামলীলা, গৌরানন্দলীলা,
ভাসাংগীত, ষটচক্রতত্ত্ব সংগীত, ব্রহ্মসংগীত,
কাদাল ও আগমনী সংগীত।

----- . -----

শ্রীমতীশচন্দ্র মজুমদার প্রকাশক।



কুমারখালী মথুরানাথ প্রেসে

শ্রীকুরুলাল দাস দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১৩১০ সাল, মাঘ।

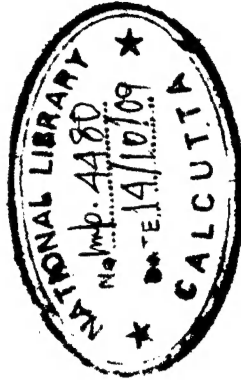


মূল্য ৯/০ আশা।



সূচীপত্র ।

| গান | পৃষ্ঠা |
|------------------------------|--------|
| অনন্ত সাপের পরে | ১৯৫ |
| অনন্ত রূপের সিদ্ধ | ২০০ |
| অসার সংসার ভাবনায় | ১৮৫ |
| অরূপের রূপের ফাঁদে | ১৭৭ |
| আছে কি কোন ঠিক তার | ৫ |
| আজব জনিয়ার একি দেখি | ৬০ |
| আমারে ছুঁয়োনারে | ৬২ |
| আশা কুটিলভঙ্গী | ৬৬ |
| আগে ভাই আপন থলে | ৬৮ |
| আমার মন হোল না সার | ৬৯ |
| আয় রে মন আমার সাথে | ১০ |
| আরে ও অরূপীর যে স্বরূপ | ১১৮ |
| আয় রে আয় কে দেখবি | ১২২ |
| আয় রে ফকীরের দলে | ১২০ |
| আছে কাপালের আর কে | ১৩২ |
| আমার প্রাণারাম আত্মারাম | ১৩২ |
| আমার আজ এই নিবেদন | ১৩৩ |
| আমার সে ধন কোথা | ১৩৫ |
| আমারে পাগল কোরে | ১৩৬ |
| আর কত দিন রবে মাগো | ১৪০ |
| আরে ও এবার চোল ফিকির | ১৫৭ |
| আরে গাঙরে ও ভাই | ১৬২ |
| আরে ওরে ও সেই অক্ষয় তৃতীয়া | ২০৪ |
| আমি কে আমার কেবা | ৩০ |
| আমি কোরব এ রাখালি | ৩২ |
| আমি বুঝতে নারি ভেবে | ৫০ |
| আমি সোণা হোয়ে মনের | ৫২ |



| | |
|------------------------------|-----|
| জ্বালা সাধে কি তো তার | ২০০ |
| এ রসের রত্নাকরে | ৩৪ |
| এ মায়া পাশ কিসে | ৩৭ |
| এ যে বিষম নদী | ৪০ |
| এখন থাকি অরা ঘরে | ৪১ |
| এ ঘরেতে রসভ করা | ৪৪ |
| এ দেহের গরব কিসে | ৪৬ |
| এ সংসার ছেড়ে | ৫১ |
| এ সংসারে সুখ আর | ৭৩ |
| এ কেহের দশা এই ত | ৮০ |
| এ সংসারের এই ত দশা | ৮১ |
| এই ত শব্দের কথা | ৮৫ |
| এ সব খেলা বা কার | ৮৯ |
| এ মাগী কি ভাতার | ৯০ |
| এবার এ করে আমার | ১২১ |
| এখন আমিই ননের মাতৃ | ১৩৪ |
| এত ভালবাস থেকে আড়ালে | ১৪১ |
| এ দীনের দিন ফুরাল | ১৪৫ |
| এ ঘোর আঁধারপথে | ১৪৬ |
| এই কি সেই আরাধ্যান | ১৫০ |
| এই খানে সখা তোমার | ১৬৯ |
| এস এস হে গৌর হরি | ১৭৬ |
| এ মা ভ্রান্তিহর হর মন মোহিনী | ১৭৯ |
| এই শুভ তিথিযোগে | ২০২ |
| এই যে গোচারণে গহন বনে | ২৬৯ |
| এই সময়ে বিহরে স্ত্রীমা | ২৮০ |
| ভরে মন সদাই পরে | ৩ |
| ভরে মন কি বলিয়ে | ৩০ |

| | |
|------------------------|-----|
| ওরে মোর মন ভ্রমরা | ১৫ |
| ওরে সরোবরে রসভরে | ৩২ |
| ওরে মন মনেরি মন | ৩৭ |
| ওরে ফিকির বেঞ্জে | ৭১ |
| ওরে ভাই সকল ফাকি | ৮৫ |
| ও মন দেখরে চেয়ে | ৯০ |
| ওরে ভাই হিমগিরি | ১১৪ |
| ওরে ময়ূর বলরে মোরে | ১১৭ |
| ওরে মৃগ আমার বল | ১১১ |
| ওরে ও চিড়ে মহোৎসবে | ১১৪ |
| ওরে ভাই তাঁর নাম | ১২৫ |
| ওরে ভয় কি আছে আমার | ১২৭ |
| ওগো মা সদা ভাই ডাকি | ১২৮ |
| ওগো মা মাগো ব্রহ্মময়ী | ১২৯ |
| ওমা নয় আমি সে ছেল | ১২৯ |
| ওগো মা গেলাম গেলাম | ১৩১ |
| ওহে দিন্ত গেল সন্ধ্যা | ১৪৮ |
| ও ভাই বনরে বল সবাই | ১৬০ |
| ওরে ভাই নাইরে শকা | ১৭২ |
| ও ভাই বল বল রাম | ১৭৫ |
| কার হিসাব লিখছিস | ৭ |
| কতকাল আর ঘুমাবে বল | ৮ |
| কার চোখে দিচ্ছ ধূলি | ১৪ |
| কার চোখে ধূলা দিবি | ১৫ |
| কারে তুই দেখে রে সং | ১৭ |
| কারিহ পরের কারণ সদাই | ২৪ |
| কারে বল মন আপন আপন | ২৬ |
| কত আর আয়না ধরে | ২৮ |

| | |
|------------------------------|-----|
| কি আজব দেখ এক বাত্নাতেই | ৪২ |
| কেমন করণ করে ডাকছে | ৫৪ |
| কত আর বুঝাব আমি | ৬১ |
| করিস তুই এত যতন | ৭৫ |
| কেন মন মর ভুগে | ৯৪ |
| কে ঘাবি মাছ ধরিতে | ৯৯ |
| কোন্ কারিকর বুড়ি | ১০৭ |
| কোর শোভাতে শোভা | ১১২ |
| কোথাতে এ সব আসে | ১১৩ |
| কেমনে ভুলব তোমায় | ১১৫ |
| কে জানে সে কোথায় | ১১৮ |
| কেন রে করে নেত্র ত্রঙ্গপুঞ্জ | ১৫২ |
| কে ঐ নিরুপমা শ্রামা | ১৮০ |
| কালীকুণ্ডলিনী | ১৮২ |
| কে বলে অা মরি | ১৯২ |
| খাটিয়ে সংসারে হৃদ | ৩৬ |
| গুণেকো গোরু মন যে | ৬০ |
| ঘুমাও কত আর | ১৬০ |
| চির দিন এ ভাবে | ২৭ |
| চির দিন জলে ফেলে | ৩০ |
| চলছে আজব ঘাড় | ৫৫ |
| জাগো একবার জাগো | ১৮১ |
| জীব রে চিস্ত একবার | ১৮৩ |
| জাগ জাগ ভাই পোহাল | ১৯৭ |
| জননীর কোলেতে সন্তান | ১৯৯ |
| ডাকে করণ করে | ৫৩ |
| ডাকিয়ে আমল বে ধন | ৯ |
| কোন্ যত্নে মনোহর | ১১ |

| | |
|--------------------------|-----|
| তোম মত মন এমন হাবা | ১৯ |
| তুমি যেন মন ধোপার গাথা | ৫৭ |
| তবে কি বড়শী থে'ত | ৬৩ |
| তোয়া আর রে মাগের কাছে | ১২৪ |
| তুমি কি থেলা থেলিছ | ১৩৯ |
| তোমায় ঘন হতে হ'ল | ১৪২ |
| তা এখন বুঝলাম আমি | ১৪৫ |
| তাই থাকতে সময় | ১৪৭ |
| তুমি আমার ভুল না হে | ১৪৯ |
| তুমি কি সেই ভারতবর্ষ | ১৫৮ |
| জিভক শ্রাম মনোরঞ্জে | ১৬৮ |
| তবে মন রে আমার কর আয়োজন | ১৭৮ |
| তুমি হে অনন্ত তোমারই | ১৯৭ |
| থাকিতে সবল হইরে সরল | ১৯৮ |
| দেখ দেখি ভেবে ভবে | ৩ |
| দিন্ত ফুরিয়ে গেল | ১৮ |
| দিনে দিন যাচ্ছে চলে | ২১ |
| দোকানি ভাই দোকান | ২৩ |
| দেল দরিয়া উঠছে তুফান | ৩৯ |
| দেখ ভাই কি কারখানা | ৪৮ |
| হুনিয়ার আজব গাছে | ৫০ |
| দেখ ভাই জলের বুদ্বুদ | ৭৫ |
| হুনিয়ার সব কেবল ফাঁকি | ৭৬ |
| ছলিয়ে বাশের দোলায় | ৮১ |
| দেশ টা মাতালেগে ছুই | ১০০ |
| হুনিয়ার ভোজের বাজী | ১২০ |
| দীন দরামদী মা বল সে দিন | ১৪৩ |
| দেশে চলিগে মহামতি রিপণ | ১৫৩ |

| | |
|------------------------------|-----|
| দেশের দশা হায় রে কি হ'ল | ১৫৬ |
| দেশ হরিহর রূপ আঁহা | ১৫৮ |
| দেশ আসমান জুড়ে আছে | ১৫৯ |
| ধন্ত হে ফসেট তুমি | ১৬৫ |
| ধরে তোল হে আমার | ১৬৮ |
| নদী বল রে বল আমার | ১৬৮ |
| নিজাগত কতকাল রবে | ১৬৭ |
| পাথর আর সীসে লোহা | ৭২ |
| প্রেম ভরে সবাই কর নাম গান | ১৭ |
| পাখী মোর সেই কথাটা বল | ১০৯ |
| প্রাণের ভাই রে ! রজনী প্রভাত | ১৬৭ |
| প্রাণবল্লভ, রাধাবল্লভ | ১৭১ |
| ফকীরের সজ্জা ধরে | ৭৩ |
| বসিয়ে মন বিচারাসনে | ২ |
| বল কে চিনিবে আর | ১৩ |
| ব্যবসা করে ফেল হলি | ২০ |
| বাসাবাড়ী পাকা করা | ৪৭ |
| বচ্ছে ভবনদীর নিরবধি | ৪২ |
| বর্তমান মাসের শেষে | ৭৮ |
| বাংলায় শেষ হয়েছে | ৮৪ |
| বড় গোল নিরাকার নয় | ১০৩ |
| বলি দাও বলে সব | ১০৪ |
| বসে চাতক পাখী | ১০৫ |
| বসারে সখের মেলা | ১১২ |
| বলব কি স্বরূপ কি রূপ | ১৩৭ |
| বৃষ্টির নিশান তুলি | ১৬১ |
| বল ভাই, রাম রাম | ১৬৪ |
| বাঁশ, বাজিল রে | ১৮২ |

| | |
|-------------------------|-----|
| যল না আমার হ'লঃ একি | ১৯৯ |
| ব্রহ্ম ধন কি পদার্থ | ২০২ |
| ভাবমন দিবানিশি | ১ |
| ভাবি দিন কি ভরকর | ২ |
| ভোগামন কি করিতে | ৬ |
| ভূতের ঘরে বাস করা | ৪৮ |
| ভেবে দাস্ত হারা | ৫৫ |
| ভেবে ত দেখে না কেউ | ৬২ |
| ভাবি তাই আমি রাখব কার | ৬৪ |
| ভাণে একেরই খেলা | ৬৯ |
| ভাব মন অধম তারণ | ৭৫ |
| ভাই রে কে তুমি এই শূন্য | ৭৪ |
| ভবে আসা যাওয়া আজব | ৮৭ |
| ভক্ত হওয়া মুখের কথা | ৯৮ |
| ভক্তি শুণে কিনা ঘটছে | ১০১ |
| ভাবিতে গেলে মাহুষ পাগল | ১১৪ |
| ভুলনারে ভুলনা তাঁহার | ১১৬ |
| ভবপারের তারি ভোদের | ১২৬ |
| ভয় কি আছে বিরজাতে | ১২১ |
| মনরে ঐতিহ্যে | ১২ |
| মন নাঃ হলে সোজা | ১৪ |
| মজে তুই হরি নামে | ১৬ |
| মন তোমার এ ভুল গেল না | ২১ |
| মরি এক আজব জন্ত | ৫২ |
| মা আমি তোমার পোষা পাখী | ৫৩ |
| মনের কি বিষম আশা | ৫৫ |
| মাহুষ বড় কি সে | ১৬ |
| মরা মান্দের মরণের ভয় | ৬৭ |

| | |
|---------------------------|-----|
| মরি রে কি কিতাবৎ | ৮৮ |
| মরি কার এ বালিকা | ৯২ |
| মনে না বিবেক্ হলে | ৯৪ |
| মরি এ কার মেয়ে শানি গাছে | ১০৬ |
| মহাকাল বিলাসিনী | ১৮২ |
| মরি রে হর গৌরীরূপে | ১৯৪ |
| মাগো রজনী প্রভাত | ১৯৩ |
| মধুর রামরূপ যে দেখেছে | ১৭৪ |
| বার ফুল নকল করে | ২৯ |
| ব'দ পূজিবে রে আশাচরণ | ১৮৬ |
| যদি 'বৈরাগী' হবে | ৯৫ |
| যদি কঁদনা করে অরুণের | ১০২ |
| যদি দেখবি তাঁরে | ১১৬ |
| যদি ভারতবাসী হবে পরিভ্রাণ | ১২৩ |
| যদি ডাকার মত পারিতাম | ১৩৮ |
| রবে না দিন্ চির দিন | ৭৭ |
| শুভ ভরে একটি কমল | ৩৩ |
| শক্তি পূজা কথার কথা নয় | ৯৬ |
| শিব অগত গুরু কল্পতরু কাণী | ১৭৯ |
| শ্রীবাস অঙ্গনে নাচে | ১৭৬ |
| ষট্চক্র ভেদ করি জীব | ১৯০ |
| সীতা রাম রূপের তুলনা | ১৭৩ |
| সেই দিনে তুই কি করিবি | ৫ |
| স্বদেশে যেতে হবে | ২৪ |
| সংসার কোষের কীট কি শব্দট | ৮২ |
| সবে হচ্ছে পার যাচ্ছে এক | ৮৬ |
| সংসারের ভালবাসা সুখের আশা | ৮৩ |
| সেই দিন হতে এই দশা হ'ল | ১৫৯ |

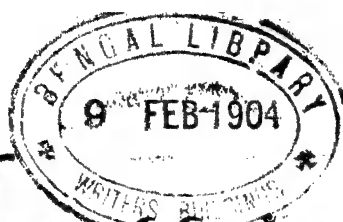
| | |
|---------------------------|-----|
| সহেনা বাতনা আর | ২০১ |
| সেই প্রেম রতন কি সহজে | ১০০ |
| সংসার জালায় জলে | ১২০ |
| জপে করেছ গণন ও পামর মন | ২২ |
| হায় আমি, খেদে মরি | ২৫ |
| হায় রে ! রথ দেখে লোকে | ৪৩ |
| হয়েছ বনের শূকর | ৬১ |
| হায় রে ! অমায় করলে পাগল | ৬৫ |
| হায় রে ! এ সংসারে তে | ৮৬ |
| হায় রে ! এখন আমি কি করি | ৮৭ |
| হায় রে, তোদের হাতে ধরি | ১৫১ |
| হায় রে, আজ একি শুনি | ১৫৪ |
| হরে কৃষ্ণ হরে হরে | ১৬৪ |
| হরি নাম কর সাধন | ১৬৫ |
| হরি নাম বিনে আর গতি নাই | ১৬৬ |
| জদয় নিকুঞ্জে স্বরূপ | ১৭০ |

আগমনী ।

| | |
|-----------------------------|--------|
| গান | পৃষ্ঠা |
| আমিত ভুলে আছি প্রাণ উমার | ৩ |
| আনন্দ বদনে নন্দো কয় | ৯ |
| অন্ন দে গো মা দে মা | ১৯ |
| অমরহীন সম্মানে রাখ মা | ২০ |
| অনন্ত রূপের সিদ্ধ উথলি উঠিল | ১৮ |
| ঐ দেখ গিরিপুরে গৌরী যার | ১২ |
| ঐ দেখ দয়াময়ী মা আমাদের আজ | ২৪ |

| | |
|----------------------------|----|
| ভয়ে তাই হিমগিরি বিনয় করি | ১৬ |
| ভমা যদি এলে কুত্র কুটীরে | ২৬ |
| কোরে কুটী ভলি বলে ভুলী | ৭ |
| কারে চিত্ত ব্রাহ্ম হিমালয় | ২ |
| কোন্ হুগী আমার নন্দিনী | ১৪ |
| গিরি রাজ একি কাজ নাহিলাজ | ১৬ |
| জয়া বিজয়া জয়তি | ২৪ |
| ভূমি, কৈদনা আর উঠ | ১৩ |
| মিজরার বিজয়া বাণী. | ১১ |
| বাবার এ বাজী বোকে | ৫ |
| মা বোল্ কি স্তমধুর বোল | ২ |
| মরি কি আনন্দ আজ | ৭১ |
| মাগো এই দশা কি তার | ২১ |
| রাখ কোথা গো অভয়ে | ৮ |
| রাগি ! শুন বেদ বাণী | ১৫ |
| শির এ হ ও তার শক্তি ছুটি | ১ |
| শ্রবণে হুগী নাম যেই শুনিলা | ৪ |
| স্বয়ভূ বে শঙ্কুদেব | ১০ |
| হলো পূজা সমাপন | ১৯ |

১৭৫
২



৩২১
১৪

কাদাল-ফিকিরচাঁদের

বাউল সঙ্গীত ।

আত্ম-বোধ ।

বাউলের সুর। তাল—খেমটা।

ভাব মন দিবানিশি, অবিনাশি,

সত্যপথের সেই ভাবনা।

- ১। যে পথে চোর ডাকাতে, কোন মতে, ছোবে না রে
সোনা দানা ; সেই পথে মন সাধে, চল রে পাগল,
ছাড় ছাড় রে হলনা।
- ২। সৃৎসারের বাঁকা পথে, দিনে রোতে, চোর ডাকাতে
দেয় যাতনা ; দেখ্ আবার ছয়টী চোরে, ঘুরে
কিরে, নেয় রে কেড়ে সব সাধনা।
- ৩। কখন ঝড় বাতাসে, উড়ে এসে, জুড়ে বসে ঘোর
ভাবনা ; পর্যাণে নয় এত কি, ঘোর পাঁতকী,
সহে যেন ষম যাতনা।

১। ফিকিরচাঁদ ককৌর কয় তাই, কি কর ভাই, মিছা-
মিছি পর ভাবনা; চল যাই সত্যপথে, কোন মতে,
এ যাতনা আর রবে না ॥ (ও ভোলামন) ॥ ১ ॥

ঐ শ্রু। তাল—ঐ।

ভাবিদিন কি ভয়ঙ্কর, ভেবে একবার দেখ, কে
আমার মন পামরা ।

১। আজ্ঞীয় ডাক্তার বদ্বি নিরবধি, ঔষধ আদি দেবে
তারি; যখন তোর হাত ধরিতে তর্জ্জনিতে, না
করিবে নড়াচড়া ।

২। যখন তোর সবশ অঙ্গ, অবশ হ'য়ে, পড়ে রবে
ধ'রে ধরা; যখন তোর আত্মলোকে, ডেকে ডুকে,
না পাইবে কথার সাড়া ।

৩। যে গলার মধুর স্বরে, জগতে রে মাতাস্ ওরে
“ঘাটে পড়া;” তখন তোর সেই স্বরেতে, রব
করিবে, থেকে থেকে ষড়াষড়া ।

৪। তাই বলি যাই দেখি চল, সত্যপথে নিত্য নগরেতে
মোরা; শুনেছি সেই ধামেতে, 'এইরূপেতে,

৫। মরে নারে মানুষ যারা ॥ (ও ভোলামন) ॥ ২ ॥

ঐ সুর । তাল—ঐ ।

দেখ্ দেখি ভেবে ভবে, কেবা রবে,

যে দিনে সে তলব দেবে ।

- ১ । কোথা তোর রবে বাড়ী, টাকা কড়ি, জুড়ি গাড়ি
কে হাঁকাবে ; বল্ দেখি চেন্ ঝুলান, ঘড়ি তোমার
সেই দিনেতে কে পরিবে ।
- ২ । কোথা তোর রবে মালা, কোপনী কোলা, যে দিনে
তোমায় বাঁধিবে ; তার কাছে ছাপাবার জো নাই
রে যাজু, ছাপা দিয়ে যে ছাপাবে ।
- ৩ । কিকিরটাদ ফকীর কয়, তা হবার নয়, ঘুস দিয়ে
কাজ হাসিল হবে ; বিপদে তরুি যদি, নিরবধি,
সেবি'পে চল সত্যদেবে ॥ (ও ভোলা মন) ॥ ৩ ॥

— ৪ —

আত্ম-শিক্ষা ।

ঐ সুর । তাল—ঐ ।

ভোলা মন কি করিতে কি করিলি, জুখা বলে
গরল খেলি ।

- ১ । সংসারে সোণার খণি পরশমণি, রতনমণি না
চিনিলা; কি বলে অবহেলে, সোণা ফেলে, আঁচলে
কাঁচ বেঁধে নিলি ।

- ২। আসিয়ে ভবের হাটে, বেড়ান ছুটে, লোভের মুটে
তুই কেবলি ; না বুকে তেতো মিঠে, ঘুঁটে ঘুঁটে,
ভেবে মিঠে গিঠে নিলি ।
- ৩। না বুকে ভাল মন্দ, এমনি খন্দ, সাপের কন্দ গলায়
দিলি ; পাশরি পরমার্থ পুরুষত্ব, তুচ্ছ প্রেমে
মজে রলি ।
- ৪। কিকিরিটাদ ককির বলে, গেলি ভুলে, যা করিতে
ভবে এলি ; এ জগৎ চিন্তামণি, আছেন যিনি, তাঁয়
না চিনে মাটী হলি ॥ (ও ভোলামন) ॥ ৪ ॥

ঐ সুর। ভাল—ঐ ।

আছে কি কোন ঠিক তার, কখন তোমার, নথি
উঠে পেস্ হইবে ।

- ১। কিবা রাত কি সকালে, সাঁজ বিকালে, যে কালে
সে মন করিবে ; তখনি নথি ধ'রে, অবোধ কোরে,
অব দিতে রে তলব দেবে ।
- ২। সে তলব চিঠি লয়ে, ছকুম পেয়ে, যখন ধেয়ে দৃত
আসিবে ; তখন তোমার আত্ম স্বজন, স্ত্রী পরিজন
করে যতন কে ঠেকাবে ।

- ৩। যখন সেই আদালতে জজের হাতে, অবোধ কে
তোর বিচার হবে ; তখন তোর স্বপক্ষেতে, সাক্ষী
দিতে, ছুট কথা কে বলিবে ?
- ৪। যাদের তুই ভেবে আপন, করিস্ যতন, তারা আপন
না হইবে ; দেখিস্ তোর বিপক্ষেতে, ছয় সাক্ষীতে
তঁার সাক্ষাতে সাক্ষী দেবে ।
- ৫। যাদের তুই হেলা করিস, দেখতে নারিস্, দেখিস্
রে বিষ শত্রু ভেবে ; হয় ত তার কেহ যেয়ে, তোমার
হ'য়ে ছুট কথা তাঁয় বলিবে ।
- ৬। ফিকিরটার বলে তোরে, তৈয়ার হ' রে, কি ব'লে
জব তখন দেবে ; হ'লে জব খেচা নেচা, সাক্ষী কাঁচা,
পেয়ে সাজা ম্যাদে যাবে ॥ (ও ভোলামন) ॥২॥

তাল—খেমটা ।

সেই দিনে তুই কি করিবি রে,

ওরে, মন, বল শুনি তাই আমারে ।

- ১। যে দিন এসে শমনের চরে, তোর, বসে শিরে,
কেশে ধরে, টানবে রে জোরে ; (ভোলা মন)
তখন বক্সগণে, দেখে শুনে খোবে এনে বাহিরে ।

- ২। ওরে, বাতাসে প্রাণ বাতাস মিশিলে, হাদের ভেবে
আপন করিস্ যতন, তারাই সকলে; (ভোলা মন)
দিয়ে কলসী কাচা, বাঁশের মাচা, বিদায় দেবে
ভোরে রে।
- ৩। ওরে মাটির শরীর, হ'লে রে মাটি, কোথায় পড়ে
রবে তোমার, এ সব ঘরবাটী; (ভোলামন) এত কর-
ছিস্ যতন, যে ধনে মন, সে ধন তোর না হবে রে।
- ৪। ককীর ফিকিরটাদ কয়, ভয় পেয়েরে মন, সদর হ'তে
খাড়া তলব, আসবে রে যখন; (ভোলামন)
ভেবে দেখ রে তাই, কি ব'লে ভাই, তখন নিকাশ
দিবি রে ॥ ৬ ॥

প্রথম গানের সুর। ভাল-থেমটা।

ওরে মন! সদাই পরে, কি শিখাও রে, নিজেকে কেন
তা শেখ না?

- ১। তুমি যে বড় গুণী, তাও তো জানি, আপনার গুণন
বোঝ না; কেবল অবিদ্যা খোরে, বেড়াও ঘুরে,
বিদ্যা ধনে চিনিলে না।
- ২। বুঝাচ্ছ পরকে লয়ে, কত করে, দেখাইয়ে গুণীপনা;
কোন বুঝ নাই রে তোমার, কিসে আপনার, ভাল
হবে তাও বুঝ না।

- ৩। ভাবিছ আপনার মত, জ্ঞানী এত, জগতে নাই
কেনি জনা ; দেখা যায় জ্ঞানে যাবে হৃদ মাঝারে,
তার তত্ত্ব কিছু জান না।
- ৪। অবিদ্যা অজ্ঞানে মন, ভুলে এখন, আপনার গুণ
রটাও না ; কিকিরিটাদ কেঁদে বলে, দীন দয়ালে
প্রেম করিতে শিখে নেনা ॥ ৭ ॥

— — —
ঐ সুর। তাল—ঐ।

কার হিসাব লিখ্ছিঁস্ বোসে, মনের খোঁখে,
আপনার কায মুল্‌তুবি রেখে।

- ১। ওরে তোর চুল পেকেছে, দাঁত পড়েছে, পরের
চোকে দেখ্ছিঁস চোখে ; তবু তুই পরের বৈঠক
কর্ছিঁস রে ঠিক, আপনার বৈঠক ঠিক না দেখে।
(ও ভোলামন)

- ২। লিখ্ছিঁস পরের বাকী আশ, আপনার দিন যায়,
তোর ঠিকানা নাই সে দিকে ; পাগলেও আপনার
ভাল, বোঝে ভাল, আপনার ভাল না বোঝে কে।
- ৩। শুনেছি লোকে শিখে, লোকে দেখে, হাবা লোকে
ঠেকে শিখে ; নিকশে ঠেকুবি যে দিন, বুঝুবি সে
দিন, সোরবে না তেরি বাক্য বুঝে।

- ৪। কিকিরচাঁদ, ককীর বলে খেদে, দিন থাকিতে,
আপনার হিসাব নে রে দেখে; যদি রে থাকে
বেটিক, কর তা ঠিক; তবেই নিকাশ দিবি মুখে । ৮।

—):৪:(—

যত গানের সুর। তাল খেমটা।

কতকাল আর ঘুমাবে বল।

ওরে মন জেগে দেখ দিন গেল;

ওরে দিন কুরাল, সন্ধ্যা হ'ল অন্ধকারে ঢাকিল।

- ১। এর দালানে কপাট দিয়েছ, ওরে আপনার ঘর যে
খোলা আছে, তা না দেখিছ; (ভোলা মন) কত
বদমাইসে, মনের খোঁষে, তোর ঘরে যে ঢুকিল।
- ২। দেখে তোর ঘুমের ঘোর ভারি, কত চোর ডাকাতে
ঘরে ঢুকে ক'ল্পে চুরি; (ভোলা মন) যত ছিল
রতন, সোণার ভূষণ, মনের মত হরিল।
- ৩। কিকিরচাঁদ ককীর কয় তোমার, ওরে জেগে জুপে
ব'সে থাক, হ'য়ে ছ'সিয়ার; (ভোলা মন) কেবল
জ্ঞান হাতিয়ার, সকল চোরার, দমন ক'রার
কৌশল ॥৯॥



ঐ সুর। তাল—ঐ।

বসিছে মন বিচার আসনে, করিছ পরের বিচার
খোস মনে ।

- ১। কোন মতে পরের দোষ পেল, আইন ধ'রে,
বিচার ক'রে, দিচ্ছ তায় জেলে ; (ভোলা মন)
নিজে কত দোষে, হ'চ্ছ দোষী, দেখ না তা নয়নে ।
- ২। তোমার কাছে চোর ধ'রে দিলে, তারে কত মতে
দিচ্ছ সাজা আইনের বলে ; (ভোলা মন) কিন্তু
দেখ'ছ নাহে, তোমার ঘরে, চুরি করে ছয় জনে ।
- ৩। কিকিরটাদ কয় পড়ে কাঁপরে, আমি আপন জ্বালায়
জ্বলে মরি, দোষ দিব কারে ; (ভোলা মন)
এখন দীন-দয়ালের, দয়া বিনে, কোন উপায়
দখিনে ॥ ১০ ॥

প্রথম গানের সুর। তাল—ঐ।

জাজিয়ে আসল যে ধন, কেন রে মন হৃদের কারণ
টানাটানি ।

- ১। আসলে ত্যজ্য করে, হৃদকে ধরে, বড় মুর্থ সেই
ত জানি ; হৃদকে ত্যজ্য কর, আসল ধর, থাকিবে
ঠিক মহাজনী ।

- ২। জান না আসল হ'তে, এ অসতে, বস্তু হুদের
আমদানী ; তবে কেন আসল ভাজে হুদকে ভাজে,
বেড়াও করিয়ে পাগলামী।
- ৩। গোপনে সবতনে, আসল ধনে, রাখে যে সেই
আসল ধনী ; আসলে হুদের কড়ি, ডা'ল থিচুড়ী,
মিশালে হয়, বলে জ্ঞানী।
- ৪। লাগ্ন্যেত কিকিরচাঁদ বলে, আসল পেলে, ভব
জ্বালা ঘোচে আনি ; আমি সেই আসল ধনে, নাহি
চিনে, করিতে বাই মহাজনী ॥(ও ভোলামন) ॥১১॥

—:~:—

ঐ হুয়। তাল—ঐ।

- ভরে মন কি বলিয়ে, ভবে এলে, কি করিতে কি করিলে।
- ১। পেয়ে এই সংসার অর্থ, পরমতত্ত্ব, পরমার্থ
পাসরিলে ; এই সংসার সোহাগার সোহাগাতে,
সোণা হ'য়ে গলে গলে।
 - ২। নানাক্রপ বিদ্যা শিখে, গেলে ব'কে, চোখে মায়া-
ঠুলী দিলে ; এখন বলদের মত অবিরত, ঘুরে
বেড়াও পাছ-জোঙ্গালে।
 - ৩। তুমি যে পুরুষ রতন, হ'য়ে রে মন, স্বাধীনতা ধন
খোয়ালে ; অবিদ্যা নেশার ঘোরে, ইচ্ছা ক'রে,
মায়াবেড়ী পায়ে দিলে।

- ৪ । কাঙ্গাল কয়, মাটির দেহ মাটি হবে, মন তুমি তা
না ভাবিলে ; যদি রে মাটি হবে, আগে তবে, কেন
না মন মাটি হ'লে ॥ ১২ ॥

— — — — —
তাল—একতাল ।

তোর মত মন বেহায়া ত আর দেখিনে । বুকাইলেও
তুই বুক মানিস্ নে ।

- ১ । মাচে সংসারের লোকে, বিদ্যার আলোকে,
জ্ঞানের পূর্কে ধনে জনে ; তুই, অবিদ্যা আধারে,
(ভোলামন রে) অজ্ঞানের ঘোরে, নেচে বেড়াস্
সদা বোঁচা কানে । (এই ভবের মাঝে)
- ২ । তোর ঘরের মাথা নেড়া, কুটো সকল বেড়া, তবু
মেজাজ টেরা তুই ছাড়িস্ নে ; তোর বাহিরের
দর্শন, (ভোলামন রে) কোঁচার পত্তন, ছুঁচো করে
কৌতূহ নিশি দিনে । (ও তোর ঘরের ভিতর)
- ৩ । ওরে কাঙ্গাল কয় এখন, মনের ভাব গোপন, যে
করে সে চতুর্ এ ভুবনে ; যে জন মনের কথা কয়,
(ভোলামন রে) সেত পাগল হয়, যা বলেছি
এখন আর বলি নে ॥ (আমার মনের কথা) ॥ ১৩

— — — — —

প্রথম গানের সুর । তাল—ধেমটা ।

ওরে মোর মন ভ্রমরা, শেষ কি করা, আগে কেন
না ভাবিলে ।

- ১। তুমি জ্ঞানপদ্র কলে, উড়ে এলে, বসলে সংসার
কেওয়া ফুলে; লেগে বিষয়ের ধূলি, অন্ধ হ'লি,
কেটে মর করাত-জালে ।
- ২। এ সংসার কেয়ার করাত, শাকের করাত, আগে
ডানা কেটে কলে; শেষে যেতেও কাটে, আস্তেও
কাটে, দাঁত বাধিয়ে বন্ধঃস্থলে ।
- ২। জ্ঞান কমল নয় যে স্তম্ভ, ভক্তি মধু আছে রে
তার দলে দলে; যদি তা কর্তে রে পান, জুড়াত
প্রাণ, জাগ পেতে রে পরকালে ।
- ৩। কামাল কয় ভ্রমর হ'য়ে, জ্ঞান হারারে, না চিনি-
লাম নিত্য ফুলে; তাইতে ফুলে ফুলে, ভ্রমণ করি,
ভুলে মরি কর্মকলে ॥ ১৪ ॥

তাল—একতাল ।

মন রে প্রতিপণে হচ্ছে আয়ুঃকর;
বুঝালে যে বুঝ মান না, তাইতে বড় দুঃখ হয় ।

- ১। মাতৃগর্ভে হেট মুণ্ডে ছিলি, পরে শিশুকালে ধূলা
খেলে কাল কাটাইলি ; লয়ে খেলার সাথী দিবা-
ক্বাতি রে ; তুই কাটাইলি বালা সময় । (ও রে)
- ২। বিদ্যালয়ে ঘোঁষন কাটালি, পরে ছেলের বাবা
হ'য়ে হাবা, ঘরে বসিলি ; এখন “নাও মুড়ি দিয়ে
লাঙ্গল বওনা রে ;” এখন নাই রে আর তোর
সে সময় ।
- ৩। কিকিরটাদ কর মনরে তোমাকে, তুমি পরের
আলোক দিচ্ছ, নিজে আধারে থেকে ; তুমি নিজে
যে প্রদীপের গাছা রে ; কিসে দেখবে নিত্য
জ্যোতির্স্বর ॥ (ও রে) ॥ ১৫ ॥

তাল—খেমটা ।

বল কে চিনিবে আর, মন রে তোমার, মনের মাঝে
রোগের হাঁড়ি । চিনিবে কার সাধ্য ডাক্তার বৈদ্য,
হৃদ হ'ল টিপে নাড়ী ।

- ১। তুমি যে সাধুর গান গাও, জগৎ মাতাও, উপদেশ
দেও নেড়ে দাড়ি ; তোমার, আপন বেলায় মহা-
প্রসাদ, পরের বেলায় ভাতের কাঁড়ি ।
- ২। তুমি এই রোগের জ্বালায়, স্বল্হ সদায়, দেখে

লোকের টাকা কড়ি; তোমার এ কুরবিকারে, বৈদ্য
ঘোরে, ভেলে মরে কি দেবে বাড়ি।

- ৩। কাদাল কয় হও রে দূত, ছাড় ছাড়, কুপথ মিথ্যে
ছলচাতুরী; এ রোগের জ্বালা যাবে, প্রাণ জুড়াবে,
খাও রে হরিনামের বাড়ি ॥ ১৬ ॥

—*—

প্রথম গানের স্রাব সুর। তাল—ঐ।

মন না হ'লে সেজা, ফকীর সাজা, কেবল রে তার
বিড়ম্বনা।

- ১। কদৌরের সজ্জা পরে, নৃত্য ক'রে, করছ ধর্মের
আলোচনা; তুমি যে আপন কাজে, বেঠিক নিজে,
পরকে কি বোঝাও বল না।
- ২। তুমি যে কত গান গাও, পরকে বুঝাও, নিজে
কেন তা বোঝ না; নিজে না বুঝলে পরে, অন্য
পরে, বুঝবে কেন তা ভাবনা।
- ৩। কাদাল কয় যুক্তি ধর, ভাল কর, ভাল হও রে
সর্বজন। নিজে না হ'লে ভাল, পরকে ভাল,
করবে ভাল, তা হবে না ॥ ১৭ ॥

ঐ সুর। তাল—ঐ।

কার চোখে দিচ্ছ ধর্ম, চতুরালি, কোরে রে মন
ডাই বল না।

- ১। সে যে হয় অগৎকর্তা, বিচারকর্তা, অন্তর্ধামী তা
জান না ; সে যে তোর হৃদে আগে, মনেও আগে,
দেখে রে সে সব ঘটনা ।
- ২। সে যে হয় মনেরই মন, যার যেমন মন, সকলি
তার আছে জানা ; ওরে যার মন নয় সোজা,
আঁধি বোঁজা, কেবল রে তার গিড়ঙ্গনা ।
- ৩। তুমি এই ভবে এসে, লোভের বশে, গণন কর যে
ছলনা ; সেত রে সব দেখেছে, তার কাছে রে,
ছাপালে ছাপা থাকে না ।
- ৪। আলোক আর আধারে স্থান, দেখে সমান, সে ত
নয় রে ডারাকানা ; তার চোখে ধূলা দিয়ে,
ছাপাইয়ে, যাবে সেরে তা হবে না ।
- ৫। কান্নাল কয় যা ভেবেছি, যা ক'রেছি, সব জেনেছে
সেই একজনা ; ভেবে আর নাই রে উপায়, সব
অনুপায়, দয়াময়ের দয়া বিনা ॥ ১৮ ॥

তাল—ধেমটা ।

কার চোখে ধূলা দিবি, বল আমার কাছে ।
যে জন অগৎকর্তা, বিচারকর্তা, সে আছে
তোর হৃদয় মাঝে ।

- ১। আঁধারে আলোকে মন, তুমি যে কাথ ক'রেছে
 ষখন; সকল দেখেছে সে জন, তার কাছে কি
 ছাপা আছে।
- ২। মনে বা ক'রেছ রে মন, হৃদে ব'সে দেবে সে জন;
 সে যে তোব মনের মন, মন রে তোব মন বোকে।
- ৩। কাদাল বলে মন যাব বাঁকা, মিছে তার চোক বুঁকে
 থাকা, কোলা মালা ছাপা মাথা, ঘি ঢালা হয়
 ভস্মের মাঝে ॥ ১৯ ॥

প্রথম গানের ছায় সুর। তাল—ধেমটা।

ম'জে তুই হরিনামে, মাতি প্রেমে, কেন না মন
 সং সাজিলি।

- ১। মন রে সংসারে এসে, হেসে হেসে, আগে কেনে
 কালী দিলি; ওরে মন বয়সদোষে, রসে রসে,
 অবশেষে চুন মাখিলি।
- ২। হরিনামে সাজলে রে সং, কিরুনা ঢং, থাক্ত এক
 রং চিরকালই; এখন তোব কতক রাঙ্গা, কতক
 পাঙ্গা, ঠিক যেন মাচরাঙ্গা হ'লি।
- ৩। যাবি তুই লেংঠা হ'য়ে, লজ্জা খেয়ে, লেংঠা হ'রে
 যেমন এলি; ওরে তোব কোপ্নী কোঁচা, আমা
 মোজা, খোলে গোঁজা হয় সকলি।

- ৪। কাকাল কয় পেমভরে, সং সাজ রে, গান কর রে
বাহু তুলি ; যাদের নাই হরিভজন, সত্য কখন,
তারাই রে সং হয় কেবলি ॥ ২০ ॥

— ৪ —

ঐ মুর। ভাল—ঐ।

কারে তুই দেখে রে সং, বল্ দেখি মন, হাসিস্
এমন হা হা কোরে ।

- ১। সংসারের প্রথমেই সং, ভেবে দেখ্ মন, সংসারে
সং ছাড়া নাই রে ; কেহ বা সংসার ত্যজে, সং
সাজে রে, সংসারে কেউ সং সাজে রে ।

- ২। ভূমিষ্ঠ হ'লি যখন, তখনি সং সাজিলি মন্ ভেবে
দেখ্ রে ; করিলি কত খেলা, শিশু বেলা, মেখে
ধূলা সব শরীরে ॥

- ৩। যৌবনে ঘোর সংসারি, মায়া বেড়ি, পায়ে পরি
বেড়াস্ ঘুরে ; আবার তোর একি সাজা, পরের
বোঝা, বোস্ রে সদা লয়ে শিরে ॥

- ৪। ভেবে দেখ্ অতি তুচ্ছ, পর কুচ্ছ, মল আছে তোর
মুখেতে রে ; কলঙ্ক কালী তোমার, গালে আবার,
দেখ একবার আয়না ধ'রে ॥

- ৫। শেষের দিন্ আস্বে যখন, বাঁধবে শমন, তখন

আজ্ঞ স্বজনে রে ; মাচাতে বেঁধে লয়ে, কলশী দিয়ে
সং সাজিয়ে দেবে তোরে ॥

- ৩। কিকিরটাদ ককির ভনে, জ্ঞান সাবানে, মন্ তোব
ময়লা ছাপাই কর রে ; তবে তুই বুঝবি রে সার,
সর্বত্র যার, সমান দৃষ্টি মানুষ সে রে ॥ ২১ ॥

ঐ সুর। ভাল—ঐ।

দিন্ ত ফুরায়ে গেল, সে দিন্ এল, উপায় কি রে
হবে এখন ।

- ১। সেই মাতৃগর্ভ হ'তে তোর পশ্চাতে, ফিরিতেছে
যে কাল শমন ; সেত রে কাল পাইয়ে, পাছ
ছাড়িয়ে, সম্মুখে দিল দরশন ॥

(পরমায়ু শেষ দেখিয়ে)

- ২। ওরে জীব ! তাই যে গুধাই, ও কার্ দোহাই,
দিবি কাল করিতে বারণ ; শমন তোদ্ পদ পদার্থ,
ধন অর্থ, কোন কথা ক'রবে না প্রবণ ॥

(জাতি কুল বিদ্যা বশেষ)

- ৩। হরির চরণ নির্মালা, নাই তার তুলা, শমন করিতে
দমন ; কিকির কর সেই অমুলা, জ্বনিমালা, মালা
কণ্ঠে কর ধারণ ॥ (নইলে শমন ভয় বাবে না)

- ৪। কাজাল কয় রে নিখালা, ছেড়ে মালা, অন্য মালা
পরে যে জন ; সে মালা শ্মশানতলে, ছিঁড়ে কেলে,
ভাতে হয় না শমন দমন । (নিখালা মালা বিনে)

— • —

২২

ত্রয়োদশ গানের তার সুর । ভাল—একতালি ।

তোর মত মন এমন হাবা আর দেখিনে ; খোলেঝ
খোলায় পড়ে ঘি খেলি নে ।

- ১। ও তুই ভুতের বেগার খেটে, মলি রে কেন চেটে,
তেতো মিঠে কিছু বুঝিলি নে ; ভাল আখের গুড়
পেয়ে, রলি রে মাত খেয়ে, ভিয়ান করে তার
স্বাদ নিলি নে ॥
- ২। যে জন তোমায় কাকি দিয়ে, রাখে ভুলাইয়ে,
ভালবাস তার সযতনে ; তুমি চিনিতে পার না,
রূপা তামা সোণা, ভুলে গিয়ে পাগল হ'লি কেনে ॥
- ৩। যে তোর একদিনের তরে উপকার করে, তার গুণ
গাস্ তুই বদনে ; যে তোর চিরকাল ভ'রে, রত
উপকারে, একদিন তার গুণ গেলি নে ॥
- ৪। যে তোরে ভালবাসে এত, পিতামাতার মত, মেহ
করে সদা সর্বক্ষণে ; যে তোর মশানে ভবনে রাখে
সর্বস্থানে, তারে কেন তুই ভালবাসিন্ নে ॥

- ৬। ককীর ফিকিরটাদ বলে, খুঁজে ধরাতেলে এমন বন্ধু
তুই আর পানি নে; দিয়ে মন প্রাণ তাঁরে, তোষ
সমাদরে, সদা তাঁর গুণ পাও বদনে ॥ ২৩ ॥

— — — — —
ঐ হুর। ভাল—ঐ।

বাবসা ক'রে ফেল্ হ'লি মন ভেল চালায়ে; করলি
অষণ ঘোলে গোঁজা দিয়ে।

- ১। আগে ভাল চ'ল দেখালি, ক'রে চতুরালি, মিশালি
তায় গুমো কাঁড়ি দিয়ে; এখন চলে না আর চাল'
(ভোলামন রে) ভেঙ্গে গেল পাল্ ক্রমে এল রে
বন্ধ হয়ে ॥ (চালের কাঁটা)

- ২। ভবের বাজারে আসিলে ব্যাপারে, গেলি পুঁজি
পাটল সব খোয়ায়ে; এবার ব্যাপার হ'লো ভাল,
আসল টাকা গেল, কুশল: রহিল দেশ জুড়িয়ে ॥

(লাভে হ'তে)

- ৩। কাকাল বলিছে এখন, এই কি করলি মন এমন
স্বাধীন ব্যবসা পেয়ে; তুই কপটতা কালী, (ভোলা
মন রে) বদনে মাখালি, মুখ দেখাবি দেশে গিয়ে ॥

(কেমন ক'রে) ২৪

১৯২৩

প্রথম গানের জায় স্থর । ভাল—খেমটা ।

দিনে দিন যাচ্ছে চলে রে বিকলে, মন তুমি চেতন
হোলে না ।

১ । অগ্নিয়ে মানবকুলে, কি করিলে, ভেবে একবার তা
দেখলে না ; জীবনের আছে যে দার, জ্বলে রে
ভায়, থাকলে ত আর সে ছাড়বে না ॥

২ । পশু আর পাখী যত, তারাও রে ত, আপন আপন
কায ভোলে না ; তুমি মন হয়ে মানুষ, হোলে
বেছ'স, বারেক সে ছ'স হোল না ।

৩ । কুমারের চাকের মত, ঘুরিছে ত, স্বপ্ন আর দুঃখ
তা দেখে না ; স্বপ্নের পর দুঃখের ভার, মন রে
তোমার, বহিতে হবে তা জান না ॥

৪ । ভবে ঘুমায়ে এলে, ঘুমেই র'লে, দীন বলে আর
ঘুমাও না ; স্বপ্ন মন নয় রে এ পার, আছে ও পার,
সে পারাবার পার পাবে না ॥ ২৫ ॥

ষষ্ঠ গানের জায় স্থর । ভাল খেমটা ।

মন তোমার এ ভুল্ গেল না হার ; কত আঁধারে
ভেল দিবি পায় ।

১ । মোহের ধাঁধায় প'ড়ে আঁধার দেখিছ, তাই দুপু

বেলায় বাতি জ্বলে, সে পথ খুজিছ; (ভোলামন)
আছে সূর্যের আলো চিরকাল, বাতি জ্বাল আবার
ভায় ॥

২। হাওয়া বছে সদাই আকাশে, তাণিত্ প্রাণ
জুড়াচ্ছে আবার মলয় বাতাসে; (ভোলামন)
থাকিতে এমন বাতাস্, হোচ্ছ হতাশ, দিচ্ছ বাতাস
তালপাখায় ॥

৩। চলে বাতাসের প্রাণ বাতাসের ভরে, বাতাস্ না
থাকিলে, সে কি থাকিতে পারে; (ভোলামন)
না থাকিলে বাৎ, হয় কুপোকাৎ, অমনি জগৎ প্রাণ
হরায়।

৪। কাঙ্গাল বলে, যে জন বাতাসের বাতাস, তাঁরে
হৃদে রেখে কেন হোতেছ হতাশ; (ভোলামন)
তাঁরে না চিনিলি, না ডাকিলি, জ্বলে র'লি রে
মায়ায় ॥ ২৬ ॥

প্রথম গানের স্থায় সুর। তাল—ধেমটা।

হৃদে ক'রেছ গগন, ও পামর মন! চিরদিন তোর
এমনিই যাবে।

১। জ্বলেছ শেষের কথা, আপন মাথা, আপ্নি তখন

ভাঙ্গিবে ; আজকাল্ বলে মন, গেল জনম, এর পরে পস্তাতে হবে ।

- ২। আপনার স্ত্রজালে, আপনায় কেলে, মাকড়সার জ্বায় প্রাণ হারাবে ; যার আছে প্রথমে জ্বখ, তার শেষে জুঃখ, দেখ নাই কি দিনেক ভেবে ।
- ৩। পারত্রিক হিতের কথায়, মাথা ব্যথায়, সে মাথা কবে সারিবে ; চুরি কর যার ভরে, সেই তোমারে চোর বলে বাঁধিয়ে দেবে ।
- ৪। কিকিরের সাধা নাই আর, অকূল পাথার, কিকিরে সাঁতরায়ে যাবে ; তাই বলি ও দয়াময় ! সেই অসময়, নামের গুণ কিছু জানাবে ॥ ২৭ ॥

ষষ্ঠ গানের জ্বায় সুর । ভাল—ঐ ।

দোকানি ভাই দোকান সার না, কত কর'বি আর বেচা কেনা ।

- ১। দোকানের সব মাল মসলা, চোর ছ'জন নিল ; (দোকানি) তোর বরের মাঝে, সিঁদ কেটেছে, তাও কি একবার দেখ না ।
- ২। পরের, ঠকাতে গে' নিজে ঠকিলি, যা ছিল তোর আসল টাকা সকল পোয়ালি ; (দোকানি) তোর মহাজনের, কি করিবি, ভাগাদার দিন বল না ।

- ৩। কিকিরচাঁদ কয় কিকিরের কথা, এখন, মহাজনের
শরণ লয়ে আনাও গে' ব্যাধা ; (দোকানি) তিনি
বড় দয়াল, (তাঁর মত আর দয়াল নাই রে) শুন্লে
আঁওহাল, তোরে নিদয় হবেন না ॥ ২৮ ॥

প্রথম গানের ঝাউল সুর। তাল—ঐ।

স্বদেশে যেতে হবে, এ বিদেশে, চিরদিন ত
কেউ হবে না।

- ১। ওরে সে স্বদেশ তোমার, নয় রে এ পার, ও পার
আছে তা জান না ; কেমনে ওপার যাবে, পার,
হইবে, সে ভাবনা কেউ ভাব না।
- ২। ওরে ভাই, দিন ফুরালে, আঁধার হ'লে, চোখে
দেখতে কেউ পাবে না ; তাই বলি দিনের বেলা,
রেখে খেলা, ভবের ভেলা দেখে নে না।
- ১। কাঙ্গাল কয় দিন কি আছে, যে দিন গেছে, সে
দিন ত আর কিরিবে না ; যে দু'দিন বেঁচে থাক,
দীননাথে ডাক ভব ভয় হবে না ॥ ২৯ ॥

ঐ সুর। তাল—ঐ।

করিছ পরের কারণ, সদাই রোদন, আপন
কাঁদন ত কাঁদ না।

- ১। টোকাহীন হ'লে নাড়ী, যুক্তি করি, খুঁজ্বে খাড়ি
পাট বিছানা; খাম্লে তোর খড়্‌খড়ি বোল,
ব'লবে সকল, শীঘ্র ধ'রে বাইরে নে না।
- ২। মন রে তোর আত্মজনে, বাইরে এনে, দেখ্বে
কিছু আছে কিনা; অনুমান মাত্র টোকা, পেয়ে
ধোকা, ব'ল্বে আছে নাম ডাক না।
- ৩। কিছুক্ষণ কামা কেঁদে, গাম্‌ছা কাঁধে, খুঁজ্বে কোথা
জ্ঞাতিজনা; আছে সব জাত-বেহারা, এসে তারা,
তু'দও তোমায় খোবে না।
- ৪। কিকিরচাঁদ ফকীর বলে, এ দিন পেল, ঘোচে
তার ভব-ভাবনা; অন্তিমে কল্‌নী কাচা, বাঁশের
মাচা, বুঝি এবার তাও মেলে না ॥ ৩০ ॥

১১শ গানের ছায় সুর। তাল গড়ধেম্‌টা।

ছায় আমি খেদে মরি, একি রে লাজনা। যারে আপন
ভেবে, এলাম ভবে, সে আমার আপন হ'ল না।

- ১। আমি, সদা বলি আপন আপন, উপার্জন করি
যে ধন; ভেয়ে তাই দেখি এখন, সে ধন সঙ্গে
যাবে না।

- ২। ভাই বন্ধু কুইন জ্ঞাতি, যারে আপন বলি দিবা:

রাতি; নিবিলে জীবনের বাতি, কেও আমার
সাথী হবে না।

৩। কাকাল বলে আমারি মন, আমার না হ'ল যখন;
কারে দোষ দিব তখন, সাধন ভজন হ'ল না ॥ ৩১ ॥

—.*:—

ভাল—একতালা।

কারে বল মন আপন আপন; ভেবে দেখ নহে
আপন আপনার জীবন।

যখন পূর্ণ হবে কাল, ধ'রবে এসে কাল; তখন,
রাখ্তে কে পারিবে, ধ'রে এ জীবন।

১। আস্ত বস্তু পরিজন, ভেবে অতি প্রিয়জন, যাদের
ছুখ খুঁজিছ সর্বক্ষণ; তারা ক'রবে কি যতন,
গেলে এ জীবন, তখন তুমি রবে কোথায় কোথায়
পরিজন।

২। জীবন হ'তে যতন ক'রে, যে ধন রাখিছ ধরে, না
করে তায় দীনের ছুখ নোচন; সে ধন কোথা বা
রবে, দেখ না ভেবে, তোমার প্রাণ পাখী উড়ে
ক'রলে পলায়ন।

৩। কিকিরটাদে কয় কেও কার নয়, এ সংসারে সব
মায়াময়, মায়াবশে দেখিছ স্বপন; যদি আপন

ভাল চাও, সত্য পথে যাও, সরল হ'য়ে তব নিভা
নিরঞ্জন । ৩২ ॥

ভাল—তেতালা ।

চিরদিন এ ভাবে যাবে না রে যাবে না ;

তুমি কি ছিলে, কি হ'লে, ভেবে দেখ না ।

- ১ । আগে ছিলে অসহায়, পরাধীন পঙ্গুপ্রায়, পরে
দেহ বল সম্বল, পিতা মাতার সহায় ; স্বাধীন হ'য়ে
জ্ঞান বলে, নেচে বেড়াও বরাভলে, ভাবিলে এ
দেহ পতন, কখন আর হবে না, হবে না ।
- ২ । দেখিতে দেখিতে হ'ল, পরে জোয়ার সে আকার,
ওরে লোল চন্দ্র দণ্ডহীন, খেত কেশ কদাকার,
শক্তি নাই আর চলবার, কফ কাশী অনিবার, এ
দেহের অহংকার, বুথা আর ক'র না ক'র না ।
- ৩ । মাটি হ'তে দেহ ভব, মাটি হবে জান না, মাটি
হবার আগে তবে, কেন মাটি হও না ; কাদাল
কাঁদে হ'লেম মাটি, তবু মন হ'ল না বাঁচী, ভাই
ভাল্য ঘরে দিয়ে টাটী, করিতেছি কল্পনা জল্পনা । ৩৩

—):৪:(—

প্রথম গানের ভার স্থর । ভাল—খেমটা ।

কত আর আয়না ধ'রে, বায়ে বায়ে, দেখে যে
মন মুখ বল না ।

- ১। কাল কেশ সাদা হবে, ক্রমে হবে দন্ত যাবে, ভা
জান না; বলিতে কথা স্থধু, মুখে থুতু, পড়বে
দিনেই ভা ভাবলে না ।
- ২। কদাকার লোল চন্দ্র, বিষয় কন্দা, কক্ কাশী শুড় ক
ভজনা; তখন তোর আত্মস্থজন, স্ত্রী পরিজন,
মর বই বাঁচ, কেউ ব'লবে না ।
- ৩। কিকিরিটাদ কিকিরু'ক'রে, দিনের তরে, যুগের
পরিণাম ভাবলে না; এখনও আছে সময়, ডাক
রে তাঁর, দিন্ গেলে আর দিন্ পাবে না ॥ ৩৪ ॥

ঐ স্থর । ভাল—ঐ ।

সংসার-কোষের কীট, কি শকট, দেখেই সম্মুখে
এবার ।

- ১। বিষয় তুঁতের পাতে, রসাস্বাদে, বাঁধিলে ঘর
সোণার আকার; ওরে সেই ঘরের জুতার, বাঁধে
তোমায়, কালের দূত বাবসাদার ।
- ২। এখন্ রে বর কোষে, আছে স্থখে, না ভাবিছ

কোষের ব্যাপার ; যে দিন তন্দুরে রেখে, ভাপ
দেবে, কি কষ্টে প্রাণ যাবে তোমার ।

৩। কাটিয়ে কোষের স্ত্রীয়া, বেরও তরায়, যদি ভাল
চাও আপনার ; নতুনা বিপদ ভারি, দেখে বিচারি
ঘরের স্ত্রী পক্ষ তোমার ।

৪। কান্দাল কয় নিজ দোষে, কর্ম্ম বশে, পক্ষ কোষে
বদ্ধ এবার ; হরি হে, তোমার দয়া বিনা, মায়া-
কোষ কাটিতে সাধ্য নাই আর ॥ ৩৫ ॥

—
ঐ সুর। তাল—ঐ।

বার ফুল নকল ক'রে, গয়না গ'ড়ে, দিচ্ছ রে মন !
কত বাহার ।

১। তিনি যে অগদগুরু বল্লতরু, তাঁরে ভোল এ কি
ব্যভার ; কখন হয়ে অন্ধ, বল মন্দ গুরু মারা
বিদ্যা তোমার ।

২। ওরে ষাঁর আকাশের রং দেখে রে রং কর্তে
শিখে অগৎ সংসার ; আবার তাঁয় সং বলিয়ে, চং
করিয়ে, নাচাও তুমি কি অহংকার !

৩। কান্দাল কয় ষাঁকে দেখে, লোকে শিখে, না করে
যে নামটি তাঁহার ; ওরে তার পদে প্রণাম, নিমখ-
হারাম, তার মত কে আছে রে আর ॥ ৩৬ ॥

৩৩শ গানের ছায় স্থর। তাল—তেতাল।

আজব্‌ দিনয়ার একি, দেখি আজব্‌ কারখানা;
ফল খেয়ে ঘোরে যে গাছ দেখে না।

- ১। হ'চ্ছে কত গাছের পাতা, পড়'ছে আবার খসিয়ে;
আগুনতে পুড়'ছে ঘসি, গোবর উঠ'ছে হাসিয়ে;
মর'ছে লোকে সর্বদাই, শ্মশানেতে হ'চ্ছে ছাই, তবু
লোকে কর'ছে মনে, আমার মরণ হবে না হবে না।
- ২। ইচ্ছা অনুসারে যখন কার্য্য হয় না সবাকার, তখন
ইচ্ছা পরে ইচ্ছা আছে, সন্দেহ আর নাহি তার;
লোকে এমন অবোধ ভাই, হাতের ফল বলে নাই,
অহঙ্কার করি তাই, বলে ঈশ্বর মানি না মানি না।
- ৩। কেঁদে ব'লে অতি দীন বিদ্যাহীন কাঙ্গালে, ঈশ্বরে
কি জানা যায়, বিদ্যা বুদ্ধি কোশলে; আমি আছি
কি রে নাই, আগে ঠিক কর তাই, পরে দেখবে
আছেন তিনি, ভাব'তে কিছু হবে না হবে না। ৩৭।

তাল—গড়ধেমটা।

আমি কে, আমায় কেবা চিনেছে। আমি ঐ খেদে
যে কেঁদে মরি, আমায় সবায় ভুলেছে।

- ১। আকাশ পাতাল সমুদায়, কোথা আমি ছাড়া নয়,
আমি ছাড়া হ'লে অমনি হ'য়ে যেত লয়; আমি

নাই রে যথায় এমন স্থান এই, অগৎ ব্রহ্মাণ্ডের
কোথায় আছে ।

- ২ । যারা চেনে না আমায়, তারা বলে সর্বদায়, কিছু-
দিন পরে আমি রব না হেথায় ; আমি হেথা ছেড়ে
যাব যথা, আমি সেই থানেই ত রয়েছে ।
- ৩ । কেমন ছলনা মায়ার, ভুলায়েছে সবার, ফিকির-
টার্চ সেই ধাঁধায় পড়ে দেখিছে আধার ; ভুলে
আত্মতত্ত্ব সংসার লয়ে, কেবল আমার আমার
করিছে ॥ ৩৮ ॥

তাল—গড়ধেমটা ।

ওরে সরোবরে, রসভরে কমল ফুটেছে । ঐ যে,
মধু আশে উড়ে এসে, ভ্রমরা সকল জুটেছে ।

(রসিক মন)

- ১ । রসে করে টলমল হায়, দেখে শুনে রসিকের মন
রসে ভুলে যায় ; রসের কূল কিনারা, পায় না তারা,
যারা রসে মেতেছে । (রসিক মন)
- ২ । এ কমল যেমন তেমন নয়, ফুটলে পরে দিনে রেতে
এক ভাবেতে রয় ; যে জন যত ঘাঁটে, ততই কোটে,
মধু উঠে তার কাছে । (রসিক মন)

- ৩। ফিকিরটার্চাদ রসের কথা কয়, এ রস পেয়ে না যায়
ভুলে, এমন কেহই নয় ; এ রস রসিক বিনে, ভেবে
মনে, যো'কে এমন কে আছে । (রসিক মন) ॥ ৩৯



১২ গানের তায় সুর। তাল—একতাল।

- আমি, করুব এ রাখালী কত কাল। পালের চয়টা
গোকু ছুটে, ক'রছে আমায় হাল বেহাল। ওরে,
- ১। আমি সোজা পথে যদি নিতে চাই, তারা ঘুরে
ফিরে বাঁকা পথে চলিছে সদাই ; আমি যদি যাই
তাদের ফিরাতে, তারা ছুটে দলায় ক্ষেতের আল ॥
- ২। তাদের, বাঁধিলে আর বাঁধা নাহি যায়, এ যে,
রাত চোরা গোকু ছ'টা রাখা হ'লো দায় ; তারা
খোয়ার ভেসে পালায় সদাই রে ; খন্দ খেয়ে
আমায় ধাওয়ায় গা'ল। ওরে,
- ৩। আমি, গাদা করে নাদা পূরে রে, কত যত্ন ক'রে
খো'ল বিচালি, খেতে দিই ঘরে ; তারা ছ'টা বে
ঙ-খেকো গোকুরে : তারা নরক খায় রে হামে-
হাল। ওরে,
- ৪। কাদাল কাদে প্রভুর সাক্ষাতে, ভোমার রাখালী
লও, আর পারি না গোকু চরাতে ; আমি আপে

ভোমার বা হিলাঘ হে, আমার তাই কর দীন-
দয়াল ॥ ওহে ॥ ৪০ ॥

৩৯ গানের স্তায় সুর। তাল—গড়খেমটা।

শূন্য ভরে একটি কমল আছে কি স্তম্ভর! নাই তার
অলে গোড়া, আকাশ-জোড়া, সমান ভাবে বিরস্তর।

- ১। কমলের সহস্রেক দল, তাতে বিরাজ করে, সোনার
মানিক, কিবা সে উজ্জ্বল; তারে যে ভেনেছে, যে
পেয়েছে, সেই হ'য়েছে দিগন্তর। (হায় রে পাগল)
- ২। কমলের ডাঁটাতে কাঁটা, আবার ছয়টি সাপে,
জড়িয়ে ধরে ক'রেছে লেঠা; কেবল পায় রে দেখা,
যারা বোকা সাপের ফণা ভয়কর। হায় রে পাগল)
- ৩। কিকিরচাঁদ ককোরে বলে, সেই সাপকে ধরে, বশ্
করেছে, যে অনু কোণলে; কেবল সে পেয়েছে,
নিজের কাছে, সোনার মাণিক মনোহর।

(হায়রে পাগল) ॥ ৪১ ॥

প্রথম গানের স্তায় সুর। তাল—খেমটা।

চিরদিন অলে কলে, রঙ্গরাইলে, কয়লার ময়লা
যায় না ধূলে।

- ১। যদি রে কর শুড়া, দিবে নোড়া, রেখে তারে

পাথর শিলে ; তবে সে হবে চূর্ণ, সে বিবর্ণ, যাবে
না আর কোন কালে ।

২ । ওরে ভাই কয়লা ঘোসে, অবশেষে, খেল যদি
কোন স্থলে ; তবে রে তথায় কয়লা, করে ময়লা,
আপনার স্বভাব কলে ।

৩ । দীনহীন কাসাল বলে, ভাগ্য কলে, যদি রে সদ্-
কর মেলে ; তবে রে আশু লাগায়, অঙ্গারের
পায়, সকল ময়লা যায় রে জ্বলে ॥ ৪২ ॥

প্রথম গানের স্তার সুর । তাল—ধেমটী ।

এ রসের ঝড়াকরে, ভাস্লে পরে, কখন রতন
পাবে না ।

১ । লাগরে আছে রতন, মনের মতন, যতন বিনে তা
মেলে না ; ওরে মন ডুবে জলে, গিয়ে তলে, পরশ
পাথর তুলে নে না ।

২ । ওরে মন ভাবাবেশে, বেড়াও ভেসে, প্রেমরসে
ডুবে দেখ না ; ওরে সে পরশ রতন, পরশে মন
অম্বি রে তুই হনি সোণা ।

৩ । কাঁদিয়ে কাসাল আকুল, সোলায় পুতুল, ডুবালেও
এ মন ভোবে না ; ওরে সে আপন বশে, আপুঝি
ভাসে, মন যেন ঠিকু টোপা পানা ॥ ৪৩ ॥

ভাল—গড়খেমটা ।

আমারে ছুঁয়োনা রে ! ও ভাই ! আমার আত
গিয়েছে । আমায় প্রযুক্তি নিরুক্তি নারী, তারা
কুলের বাহির হয়েছে ॥ (বগড়া করে)

১। এক রমণী প্রসবেতে নহে বিরত, সন্তান অন্নিছে
যত ; (মরি হায় রে) আর রমণীর সন্তান মরে
তত, জনম মরণ অশোঁচ ঘটেছে । (আমার)

২। দশ জনে ক'রেছে আমার একঘরে ভাই ! আমার
ঘর দরজা নাই ; (মরি হায় রে !) আবার ছয় জন
পণ্ডিত যুক্তি করে, আমায় মুচি করেছে । (তারা)

৩। এ দুই নারী আমার ঘরে থাকিতে রে ভাই !
আমার উপায় আর ত নাই ; (মরি হায় রে)
দুসতীনের হিংসার আগুন জ্ব'লে, আমার সোণার
সংসার পুড়িছে । (হায় রে)

৪। শোন রে কাসাল দুসতীনে শীত্র বিদায় দাও, যদি
আপনার ভাল চাও : (মরি হায় রে) ডেকে
বিবেক পুত্র সঙ্গেতে লও, নইলে যেতে নার্বা
মার কাছে ॥ ৪৪ ॥

প্রথম গানের ছায় হুর । তাল—থেমটা ।

আশা কুটিল ভঙ্গী, কাল ভুঙ্গসী, দংশিল আমার
বুকে ।

- ১ । হৃদয়তল পরশ পেয়ে, খেয়ে গিয়ে, আমি যে ধরি-
লাম তাকে ; নিদারুণ বিষের জ্বালায়, জীবন যায়,
এ বিপদে কে আর রাখে ।
- ২ । শুনেছি সাধুর বচন, মায়ে'র চরণ, অমৃত হয় সকল
রোগে ; ডাকি তাই অবিরত, পদাশ্রিত, দিয়ে
বাঁচাও মা আমাকে ।
- ৩ । কাসালের হৃদয় কূপে, আশা সাপে, বাসা ক'রে
আছে স্থখে ; কত বিষ নিশ্বাসে তার, মলেম এবার
জ্বলে পুড়ে ঘোর বিপাকে ॥ (মা ! মলেম) ৪২ ॥

তাল—গড়থেমটা ।

খাটিয়ে সংসারে হৃদ, (রে) নেড়ে চেড়ে দেখলাম
ইহার, কিছুতেই নাই ক্ষুতবরাদ্দ ॥

- ১ । খাটুনি খাটী যত, মজুরি না পাই তত, চিনির
বলদেহ মত বই শুধু । কে খাটায় না বুঝতে পারি,
কার খাটুনি খেটে মরি ; এ কার বাজী বুঝতে
নারি, তর্কের বেলায় মহামদ ॥

- ২। খাটিতে জনম গুয়ায়, কেবা রে খাটায় আমায়,
আমি না দেখলাম তাঁহার দিন অন্ধ । যে খাটায়
সেই কর্তাটিকে, দেখতে গেলে লুধাই তাকে ; হুবি
খাটাচ্ছ থাকে, তার্ সনে ভোর্ কি সম্বন্ধ ?
- ৩। খাটায় যে গুপ্ত সে জন, খাটে সে বোকা এমন,
জানে না আগ্নি কেমন, কিসে বন্ধ । দিনে যেতে
যে খাটায় এত, যদি সে আপনাকে দেখতে পেত ;
তবে কি আর খাটিত, না থাকত নিয়মের বাধা ?
- ৪। কাঙ্গাল কয় খাটায় যে জন, তাঁরে দেখেছে যে জন,
সেত থাকে না এমন আবদ্ধ । কর্তা পেয়ে হুঃ
আনার, কর্তার খাস্মহলে খাটুনী পায় ; তার্,
ছুতের বেগারটী যে যায়, ছয়টা খাটন্দার্ যে ৷

॥ ৪৬ ॥

‘দিক্‌পুজাকথার কথা নয়’ গানের ভ্রায় স্মর। তাল—একতাল।

এ মায়াপাশ কিসে ছিন্ন হয় । আমি মায়াতে
ভুলিয়ে, র’য়েছি মাতিয়ে, হ’তেছে সতত কত
ভাবোদয় । (মনে)

- ১। বা নহে আপন, ভাবি আপন, আশা-পবন সদা
বয় । আমি, আলোতে থাকিয়ে, আলো না
দেখিয়ে, ভাবি এ সকল কেবল্ তমোময় ।

- ২। আমি, ভবের মাঝে, দেখি খুঁজে, আমার মত
কেহই নয় ? আছে আমার মত যারা, সদা ভাবি
জারা, আমি হ'তে পৃথক্ পৃথক্ যেন হয়। (তারি)
- ৩। মায়ায়, ভুলে থাকি, নাহি দেখি, জগতে এক
কিছুই নয় ; আমি ভাবি এ জগতে, পৃথক্ আমি
হ'তে, তরু লতা কিম্বা প্রাণী সমুদায় ।
- ৪। ফকীর কিকিরিচাঁদে, মনের খেদে, কেঁদে মনের
কথা কয়। বলে, করেছে যে জন, মায়াপাশ ছেদন
করল সে জন দেখে জগৎ আত্মময় ॥ ৪৭ ॥

প্রথম গানের স্তব্ধ সুর। তাল—ধেমটা।

আগে ভাই আপন থলে, দেখ খুলে, পরে দেখো
শরের থলে ।

- ১। তুমি যে ধর্ম্মাধর্ম্ম, কর্ম্মাকর্ম্ম, এত কাল যা উপা-
র্জিলে ; তা ত সব মজুত আছে, থলের মাঝে
দেখতে পাবে মন খুলিলে ।
- ২। মানব যা করে যখন, তার ত কখন, ক্ষয় হয় না
কোন কালে ; হবে রে মরণ যখন, যাবে তখন,
কর্ম্মফল সব সঙ্গে চলে ।
- ৩। করেছে যে অত্যাচার, যে ব্যভিচার, ফল পাবে

তার পরকালে ; পাপের নাই ওয়াশীল বাকী,
ভেবেছ কি, সে পাপ যাবে ভোগ রাগ দিলে ।

৪ । পরের খলেতে কয়লা, বড় ময়লা, তাই দেখিছ
নয়ন মেলে ; আপনার খলেয় যে ছাই, দেখ না
ভাই, চোকু বোঁজ দেখায়ে দিলে ।

৫ । কাপাল কয় চিত্তশুদ্ধ, প্রায়শ্চিত্ত, কর অনুতাপা-
নলে ; নইলে ভাই পাপ যাবে না, ত্রাণ পাবে না,
মহানরক্ পরকালে ॥ ৪৮ ॥



দেহ তত্ত্ব ।

৪৬ গানের স্থার স্থর । তাল—গড়ধেমটা ।

দেহ্‌দরিয়ায় উঠছে তুফান । রে, জোয়ার ভাটা
নদী এ যে, উজান ভাটা দুই রে সমান ।

১ । দরিয়ার ঢেউয়ের অলে, একবার উপরে তোলে,
আবার রে নীচে ফেলে ভাবনা ; আবার অমাবস্তা
পূর্ণিমাতে, বান্ ডাকে কোটালেতে, নাও ডোবে
আচম্বিতে, হ'লে একটু অসাবধান ।

২ । জলেতে লোণা পোরা, বেলা ভুঁই কাদা ভরা,
কার সাধ্য আছে তাতে গুণ টানা ; ঘেরা আবার

ঘোর অঙ্গলে, উপরে বাবু কুমীর অলে, ঘোর বিপদ
উভয় স্থলে, ভয়ে মরি কাঁপে রে প্রাণ।

- ৩। কাঙ্গাল কয় মনোহুঃখে, দরিয়ার তুকান্ দেখে,
সাবধান মন মাঝি ভাই হাল ছেড়ো না; ঠিক্ বেখে
জ্ঞান মাস্তুলে, ভক্তির পাল দেরে তুলে; বাতাসে
ধাবে চ'লে, মুখে কর রে নাম গান ॥ ৪৯ ॥

“করব এ রাখালি কতকাল” গানের সুর। ভাল—একভালা।

এ যে বিষম নদী দেখে করে ভয়। বাচ্ খেলাতে
এলাম এবার, বাচখেলান হ'ল দায়। ওরে,

- ১। পাঁচ কাঠের জীর্ণ তরগী, তার, নবছিদ্রে উঠে বারি
দিবা রজনী; অলেক্ ভারে তারি গড়ায় রে, বুঝি
গড়তে গড়তে ডুবে যায়।
- ২। দশ খানি দাঁড় পাতা আছে রে, ছয় দাঁড়িতে
জোরে টেনে লয় ভাটিয়ে রে; আবাবু মাঝি বেটা
এমন বোকা রে, হা'ল ধরিতে নাহি দিশে পায়।
- ৩। আটার ডওরাতে ব'সে রে, আঠার জন আছে,
তার। কেবল ঘুমায় রে, তার।, আগে না কোন মতে
রে, আমায় ব'লে না দেয় সজুপায়। ওরে,
- ৪। আকাশে মেঘ দেখা যে দিল, অমনি দারুণ ঝড়

বাতাসে তুফান উঠিল ; পাঁচ গুণারি টানে পাঁচ
দিকে রে, পাকে প'ড়ে তরি মারা যায় । ওরে,
৫ । ফিকিরটাদ কয় মন্ রে বিনয়ে, কেন এত ভাবছি
ব'সে বিপদ সময়ে ; এখন, কূলে যেতে চা'স যদি
রে, বাদাম টেনে দে ডরায় । ওরে ॥ ৫০ ॥

— ৪ —

ঐ শূর । ভাল—ঐ ।

- এখন থাকি জ্বরা ঘরে কি করি ; ভয়ে মরি কখন
বা এই ঘর পড়ে প্রাণে মরি । রে,
- ১ । এ ঘরের সে ঘরামী ভাল, থাকবে অনেক দিন তাই,
যতন ক'রে ঘর বেঁধেছিল ; কিন্তু এমন আমার
পোড়া কপাল রে, ক'বল রুখে থেয়ে সব খুরি । রে,
- ২ । ভাল বেতে বাঁধা ছিল চাল, ঐ যে ছয় ইজুরে কটর
কটর কাটে হামেহাল, যেন ঘরের মালিক ইজুর
ক'টা রে, তারা নাচিছে খুরি ফিরি । রে,
- ৩ । খুঁটি কটার গোড়ায় নাই মাটি, লোক দেখান হয়
রে কেবল কাজে নয় খাঁটি ; আবার কবার নাই স্নে,
নয় দুয়ারে, হিঁয়াল এসে করে শীত ভারি ।
- ৪ । এ সময়ের পতিক্ ভাল নয়, আকাশে মেঘ দেখা
দিলে, দারুণ বাতাস বয় ; অম্মান মটকা হ'তে, খড়্
উড়ে রে, আবার বেড়া ক'খান যায় পড়ি । রে

- ৫। কিকিরিচাদের কথা রাখ' রে মন ! ষরাণী রে ডেকে
দেখা, ষরে'র ভাব যেমন ; সে জন বিনে এখন আর
উপায় নাই রে, যতন করে খুঁজে দেখরে তারি । রে,

— ০ —

৫১

ভাল—গড়ধেমটা ।

কি আজব ! দেখ এক যাত্রাতেই, সুখ রথ ফিরে
রথ হ'ল । এসে রথ ঠিকনা ছেড়ে, চ'ন্ন ফিরে,
যেবান হ'তে এসেছিল—রে ।

- ১। মিস্ত্রী বড় ভাল, পাঁচ কাঠে রথ গড়েছিল, থাকবে
সে বহুকাল, মনে ভেবে ছিল ; কিন্তু যতনেতে না
রাখাতে, কুরি ক'রে কয়ে খেল—রে ।

- ২। রং করা চারিদিকে, আবার, চা'র যুগের সব
দেবতা লিখে, রেখেছে চারি থাকে করিয়ে কোশল;
কিবা কারুগিরি, আট কুটরী, মধ্যখানে শোভে
ভাল—রে ।

- ৩। সারথী বড় বোকা, আবার দশটী ঘোড়া হয় এক
রোপা, আছে যে ছয় খান চাকা, ভাঙ্গা তার আল ;
আবার পাঁচজন জোরে ঘোড়া ধরে, পাকের মাঝে
টেনে নিল—রে । রথ,

- ৪। কিকিরিচাদ বলে রে মন ! এ রথের মিস্ত্রী যে

উপরের থাকে সে জন ব'সে করে আলো ; এক-
বার,নেহার ক'রে, দেখে তারে, যাবে তোমার সব
অঞ্জাল—রে। ঘুচে ॥ ৫২ ॥

— ০ —
ঐ শুর। তাল—গড়খেমটা।

হায় রে ! রথ দেখে লোকে, কিন্তু তার খবর না
জানে। এ রথের আছে থাকা, নাই রে চাকা,
ঘোড়ায় টানে রে। রথ,

১। কারিগর রথের গোড়া, পাঁচ কাঠে করেছে খাড়া,
পাঁচ কাঠের তক্তা জোড়া, দিয়ে স্থানে স্থানে;
আবার একটা দড়া, রথে বেড়া। কারখানা তার
মধ্যখানে রে। কত,

২। এ রথের জোড়া জোড়া, আছে ভাল মন্দ অনেক
ঘোড়া, ছয়টা তার লক্ষ্মীছাড়া সারথী না মানে,
সে যে আপন বলে, টেনে ফেলে, বিপদে প'ড়ে
নরে প্রাণে রে। রথী,

৩। এ রথের নয় দুয়ারে, নয়টা রসের নারী বিরাজ
করে, তারা সব সারথীয়ে ভুলায় প্রলোভনে;
প'ড়ে তাদের মায়ার, ছুট ঘোড়ায়, জ্ঞানের চাবুক
নাহি হানে রে।

- ৪। এ রথের নীচের থাকায়, কত কুৎসিত ছবি আছে
 রে হায়! সে দিকে কেবল তাকায়, নীরেট বোকা
 জনে; রথের চুড়ার থাকায়, যে জন তাকায়, সে
 যে দেখে ছুনয়নে রে। রথের কারিগরে,
 ৫। কাসাল কয় ওরে অজ্ঞান, উঁচ নীচ না ক'রলে
 সমান, কঠিন হয়, এ রথ চালান্ ভেবে দেখ মনে;
 এ রথ সমান পথে, সোজা পথে, ভাল চলে নিজ
 স্থানে রে। (শেষ ঠিকানায়,) ॥ ৫৩ ॥

১৩শ গানের ভায় সুর। তাল—একতাল।

এ ঘরেতে বসত করা হ'ল রে দায়; ডানে চালা-
 ইলে মন চলে বাঁয়।

- ১। এই নবদ্বারী ঘর, দেখিতে সুন্দর, পূর্ণ ছিল বিস্তর
 মণি যুক্তায়। ছ'জন বোম্বটে জুটিয়ে, সে রতন
 বেচিয়ে, গরল কিনিয়ে থাওয়ায় আমায়।

(তারি ফাকি দিয়ে)

- ২। লোকে কথায় বলে, বাহিরের চোর হ'লে, সাবধান
 কোশলে তায় বাঁচা যায়; আমার ঘরের মাকে
 চোর, সদাই করে জোর, মন্ প্রহরী যোগ দিয়েছে
 তায়। (আমার ঘর সঙ্কানি)

- ৩। কান্দাল করিছে ক্রন্দন, ঘরের চোর ছ'জন, স্বাধী-
নতা রতন সব লুটে ধার । আমি ঘরের রাজা হয়ে,
সকল খোয়াইয়ে, নিযুক্ত হইলাম দাসের সেবায় ।
(আমি প্রভু হয়ে) ॥৫৪॥

চিরদিন এ ভাবে গানের তার স্বর । ভাল—তেভালা ।

চলছে আজব্ ঘড়ি, দিনা রাতি নাই কামাই ।

যার ঘড়ি এমন, কারিকর তার কেমন ভাই ?

- ১। এক স্প্রিংয়ের জোরে ঘড়ির ঘুরছে যে রে সকল
কল, সেই স্প্রিংয়ের জোরে না থাকিলে, যত কল
সবই বিকল ; বুকের দু'পাশে দোলনা, টক্ টক্
টক্ হয় বাজনা, বেদম ভাবে চলছে কিন্তু, দশ
দিবার তার চাবি নাই । ওরে ভাই,
- ২। স্ততার মত ছোট খাট, চাকার আকার কত চিহ্ন,
তার, উপর উপর দেখলে তাতে পায় না কেউ
কোন উদ্দেশ ; দুই কাঁটা চলে বাইরে, একটা যায়
ধীরে ধীরে, একটা বাধায় পাকেতে গোল, ভাল
মন্দ দুই এরাই । ওরে ভাই,
- ৩। কিকির তোরে ফিকির বলি, যদি মোর কথা রাণিস্
ভাবে প্রেমভরে দিনান্তরে, দয়াময় নাম টাইম দিস্ ;

যে কারিগর বানিয়েছে, নষ্টের কি কথা আছে,
নিজের দোষে ভাঙ্গবে যখন, তখন রাখবার উপায়
নাই ॥ (ওরে ভাই) ॥ ৫৫ ॥

—:~:—

প্রথম গানের স্তায় সুর। তাল—খেমটা।

এ দেহের পর ল'কিরে, বিচার ক'রে দেখ একবার
নিজের মনে ।

১। ওরে সার সকল অসার, সৌন্দর্য্য তার, বল শুনি
রে কোন স্থানে ; বক্ত আর মাংস পিণ্ড, মলভাণ্ড,
জড়িয়ে আছে নাড়ীর সনে ॥

২। এ দেহ হাড়ে জোড়া, দড়ি দড়া, ঢাকা চামড়া
আবরণে ; দেখ আবার তাতে ও রে ভাই ! বিশ্বাস
নাই, নষ্ট হ'চ্ছে কণে কণে ॥

৩। ওরে ভাই, দেহের মত, দেখি না ত নিমক্ হারাম
ত্রিভুবনে ; যত্ন যে কর এত, তবু সেত সঙ্গে যায়
না মরণ দিনে ॥

৪। কাঙ্গাল কয় দেহ অসার, হয় রে স্ফসার, সার
বস্তুর অবেষণে ; তাক না তত্ত্ব ক'রে দেহ ধ'রে,
মলেক ব্যাধির তাড়নে ॥ ৫৬ ॥

—•—

১৩শ গানের স্তায় হুর। তাল একতাল।

বাসা বাড়ী পাকা করা কি ঝক্‌মারি। কস্ম গেল
দু'দিন্ রইতে নারি ॥

১। জীবের দেহ কাঁচা বাসা, ক্ষণ নাই ভরসা, তবু
পাকা করে আশা করি; কালের স্রোতে দিলে টান
কাঁচা পাকা সমান, যখন উঠে মূত্ৰা-তুফান ভারি ॥

(এই ভব সাগরে)

২। গাঁথি, ইট্ পাথরে পোস্ত, পাকা বন্দোবস্ত, করলে
যে সমস্ত কোটা বাড়ী; কালের ভূমিকম্প এসে,
সকল প'ল থ'সে, এখন থাকুবি কিসে দেখ বিচারি ॥

(দেহ গেল, আশ্রয় ক'রে)

৩। জীবের বাড়ী ঘর আছে ভেবে কি দেখিছে,
গোলোকমাঝে নিত্যানন্দপুরী; যদি যাবি সেই
বাড়ীতে, হবে রে ছাড়িতে, বিষয়-বাসনা মায়ানারী ॥

৪। আমি কাঙ্গাল এমনি বোকা, কাঁচা করি পাকা,
এখন তাতে দেখি বিপদ ভারি; কোথায় হরি দয়া-
ময়, এই বিপদ সময়, দয়া করি দাওহে চরণ ভারি ॥
(নইলে ভুবে মরি) কাঙ্গাল জাকে হে ॥ ৫৭ ॥

৩৯শ গানের স্তায় হয় । ভাল—গড়ধেমটা ।

দেখ ভাই, কি কারুখানা, গুণিপণা আশ্রয় গাছেতে ;
ক'রে একের আশ্রয়, গাছ খাড়া রয়, দুই মত কল
স্বাদেতে ॥ (এক গাছের হয়)

১ । তিনটি মূল গাছের গোরায, চার বসেতে রসাল
সে পঞ্চবিধ তায়, আবার চয়টি স্বভাব, এ কেমন
ভাব, সাত মত সাত ছালেতে ॥ (গাছটি বেড়া)

২ । আট শাখা প্রবল অতিশয়, গাছের গায়ে থরে থরে
নয়টি কোটর হয় ; দশটি পাতা গাছে, কেবল আছে
গাছটি পারে চলিতে ॥ (পাতার জোয়ে)

৩ । কিকিরচাঁদ দেখে তামাসা, এত বড় গাছে কেবল
দুই পাখীর বাসা, থাকে একটা পাখী উপবাসী,
চায় তারে মন দেখিতে ॥ (সকল ছেড়ে) ॥৫৮॥

—•—

২৪শ গানের স্তায় হয় । ভাল—একতালা ।

ভূতের ঘরে বাস করা ভাই ! হ'ল রে দার । হলে
ম'লেম পাঁচ ভূতের জ্বালায় ॥

১ । আমি ভূলে ভূতের ঠাটে, ভূতের বেগার খেটে,
ভূতের হাটে ভ্রমি ভূতের ভোগায় ; ভূতের সকলই
অদ্ভুত, ভূতে অগ্নে ভূত, ভূতে অড়ীভূত ক'রলে
আমায় ॥ (ভূতের বেড়া দিয়ে)

- ২ । এ যে ভূতের সংসার, ভূতের ব্যাপার, ভূতে ভূত
থায় ভূতের জ্বালায় ; কিছু নাই ভূত ছাড়া,
ভূতে ভূত বেড়া, ভূতের সঙ্গে ভূত নেচে বেড়ায় ॥

(ভূলে ভূতের মায়ায়)

- ৩ । কাঙ্গাল কেঁদে কয়, পঞ্চভূত ময়, দেহে আবাব
ষড় ভূতে জ্বালায় ; এখন বল রাম নাম, মুখে অবি-
রাম, হবে প্রাণ অরাম, নাম-মহিমা ॥

(ভূতের ভয় ঘুচিবে) ॥২৯॥

৩৩শ গানের স্তায় সুর । তাল—তেতাল ।

বচ্ছে ভবনদীর্ নিরবধি খরদার । দেখ, ক্ষণকাল
বিরাম নাই এই দরিয়ার ।

- ১ । ডিঙ্গা ডেঙ্গি পিনাশ বজ্রা, মহাজনী নৌকায়, পাঙ্গী
তাপী সাধু ভক্ত, চরণদার তার সমুদায় । ভাসিছে
দরিয়ার জলে, ইচ্ছামত নৌকা চলে ; হাল খরে
তার স্ককৌশলে, বসে আছে কর্ণধার । মন সবার,
২ । কর্ণধারের ইচ্ছামত, কেহ চলে উজায়ে, মনের স্থখে
জ্ঞান মাস্তুলে, ভক্তিপাল উড়ায়ে । কেহ আবাব
মনের দোষে, ভেটেনেতে যাচ্ছে ভেসে, পাকে
ফেলে অবশেষে, ডুবায় তরি কর্ণধার । মন সবার,
৩ । কেহ আবাব জমাগত বলে বলে ভাটিয়ে, অপার

সাগরে পড়ে নদীর মুখ ছাড়িয়ে । সাগরের তরঙ্গ
ভারি, স্থির নাহি থাকে তরি ; লোণা জলে জীর্ণ
করি, ডুবায় তরি কর্ণধার । মন সবার,

৩। সাধু মহাজন যত, বাদাম তুলে দরিয়ায়, স্রবাতাসে
চলে তারা, মুখে নামের সারি পায় । ঠিক না
থাকিলে হালি, অমনি নৌকা করে গালি ; গুপ্তচর
চোরা বালি, ডুবায় তরি কর্ণধার । মন সবার,

৪। কাঙ্গাল বলে কাঙ্গালের পুঁজি পাটা বা ছিল, বারে
বারে ডুবে ভবে, সকলি ত খোয়াল । খাবি খেয়ে
অনেক কাল, আবার তুলে দিলাম পা'ল ; সাবধানে
ধর হাল, বিনয় করি কর্ণধার । মন আমার, ॥ ৩০ ॥

৩১শ গানের ত্রায় সুর । ভাল-গড়খেমটা ।

আমি বুঝতে নারি, ভেবে মরি, ঘটিল একি ! আমি
ডিমে এলেম্, ডিমে র'লেম্, হোতে নারিলাম
পাখী । (হায় রে এবার)

১। যুগে যুগে কত যুগ্ গেল, তুমি ডিমে ব'সে তা'
দিতেছ ডিম্ না ফুটিগ ; আমি তাইতে ডাকি, দেখ
দেখি, কেঁজো হ'য়ে গেল কি । (এবার এ ডিম্)

২। শুনেছি সাধুর কথা, সময় হ'লে ডিম্ ফুটায়ে দেন
পক্ষীমাতা ; বল আমার কবে, সে দিন হবে, যে
দিন ফুটিবে জাঁখি । (এই মায়া ডিমের)

- ৩। জ্ঞান ভক্তি, বিবেক পেয়ে, কাদাল মানুষ হ'য়ে,
মায়া ডিমে রয় বদ্ধ হ'য়ে ; একবার খুলে দে মা
জ্ঞান আঁখি, প্রাণ ভরে তোমায় দেখি ।

(প্রাণের মাঝে) ॥ ৬১ ॥

—:~:—

৩৮শ গানের আয় শুর । তাল—গড়ধেমটা ।

এ সংসার ছেড়ে এখন কোথা যাই ; জ্বলি দিনে
রেতে, ঘোর জ্বালাতে, কোন মতে শান্তি নাই ।

- ১। একে, দুই মাগীর্ জ্বালায়, আমি জ্বলি সর্বদায়,
এখন তাদের ছেলে হয়ে, আমার ঘটিল যে দায় ;
ছোট মাগীর্ ছেলে, সব মিলে, জ্বালায় আমার
সর্বদাই ।

- ২। বক্ষ্যা ছিল বড় জন, কত বল কত জন, শেষে
করাময়ের দয়ায়, একটী হ'ল তার নন্দন ; সেই
ছেলে দেখে, মরে তুংখে, ছোট জন ভাবে বালাই ।

(সদাই)

- ৩। সেই শিশু ছেলে বে, আমি বাঁচাই কি করে,
আবার ছোট মাগীর্ ছেলে গুলো দেখিতে নারে,
সদা জোরে জোরে মারে তারে, বুঝি শিশুর
রক্ষা নাই ।

- ৪। বলে কিকিরচাঁদ কেঁদে, প'ড়ে বিষয় বিপদে,

আমায় দয়া ক'রে দীনবন্ধু রাখ ক্রীপদে ; আমায়
দাও হে অভয়, দীন দয়াময় ! মাগ ছেলে আর
নাহি চাই । এমন, ॥ ৬২ ॥

—):৪:(—

তাল—গড়খেমটা ।

৫ মরি ! এক আজব জন্ত, এ দুনিয়াতে এসেছে ।
তার, পশুর মত সকল দেখি, কিন্তু লেজটী নাহি
আছে । (আজব জন্তর)

১। সে, সকাল বেলা খেলা করে, চারি পায় চলে
ফেরে, দুপুর বেলা দুই পদে হাঁটিতেছে ; সন্ধ্যা
বেলা তিনটি পদে, চ'লে খেলা ভাসিতেছে ।

(এই ভবের)

২। মরি ইহার স্বভাব একি ! ব'ধে বনের পশু পাখী,
মনের স্থখে আপন উদর পূরিতেছে ; এমন, স্বার্থ-
পর আত্মস্তুরী জন্ত কোথায় কে দেখেছে ।

(দুনিয়ার মাঝে)

৩। দিবানিশি ঘরে ঘরে, কত জন্ত যাচ্ছে মরে, এ জন্ত
দেখেও তা না দেখিতেছে ; যে ম'ল সে ম'ল, আমি
মরিন না ভাবিতেছে । (এ জন্ত)

৪। পশুর স্বভাব না থাকে তার, জ্ঞান বলে জন্ত
আবার, সাধন গুণে দেবতা যে হইতেছে ; আবার
জ্ঞান সাধন বিনে, পশুর অধম হ'য়ে রহিতেছে ।

৫। সাধন্থ হীন কাঙ্গাল বলে, অয়ে এ অন্তর কুলে, মায়া
জালে বেঁধে প্রাণ্ কঁাদিতেছে ; ওহে ! কাঙ্গাল-বন্ধু
হরি আমায়, রাখ কাঙ্গাল ডাকিতেছে। (এ বিপদে)
॥ ৬৩ ॥

৩৯শ গানের স্তায় সুর। ভাল—খেমটা।

তুনিয়ার আজব গাছে, সদা বসে, আছে দুই পাখী ;
কেহ বাসা ছেড়ে নাহি নড়ে, দু'জনে মাখামাখি ।
(ভালবাসায়)

১। এক পাখী কত কল বিলায়, সেত খায় না সে কল,
আর এক পাখী বসে বসে খায়, যে কল বিলাচ্ছে,
সে না খাচ্ছে, অন্যে হচ্ছে কল ভোগী। (ইচ্ছামন্ত)

২। পাখী নয় কাহার অধীন, যে কল খায় সে কল
চিনিতে হ'য়েছে স্বাধীন ; সে কল দেখে শুনে, নাহি
চেনে, কল খেয়ে হারায় জাঁখি। (নিজদোষে)

৩। মনোহুখে কাঙ্গাল কঁাদিছে, আমি স্বাধীন হ'য়ে
না পারিলাম ফল নিতে বেছে ; আমি খেলাম যে
কল, এখন সে কল, কেবল পরলময় দেখি।

(হার হ'ল কি) ॥ ৬৪ ॥

এত ভালবাস গানের স্তায় সুর। ভাল—খেমটা।

ভাকে করুণ খরে, পাখী হ'ল কি ? একে ঘোহু
রাতি, মাঝে নদী, দু'পারে দু' পাখী। (আছে)

- ১। একটা পাখী ডেকে বলে, ভেসে যায় সে নয়ন জলে
(হায় রে); আমি তোমা বিনে এ ঘোর রাতে,
কেমনে প্রাণ রাখি। (বল)
- ২। আর এক পাখী বলে তারে, বিনাইয়ে উচ্চৈঃস্বরে,
(হায় রে); এখনও যে নিশি আছে, চেয়ে দেখ
প্রাণ সখি!
- ৩। তুমি যদি উড় এখন, আমার পাবে না। আর যাবে
জীবন (হায় রে); তাই বলি নিশি পোহাইলে,
দুয়ে হবে দেখাদেখি।
- ৪। কাদাল কেঁদে বলে আবাব, কবে নিশি প্রভাত,
হবে আমার (হায় রে); গিয়ে নদীর পারে মিলবে
তবে, আত্মা-চকাচকী ॥ (আমার) ॥ ৬৫ ॥

ঐ স্বর। তাল-ঐ।

কেমন করণ স্বরে ডাকছে ওরে, দুই ঘু ঘু পাখী।
বসি বিজনবনে, ও দুইজনে, করছে রে ডাকাডাকি ॥
(পরস্পরে)

- ১। দেখা নাই দুয়ের সনে, এক বনের এক গাছে ব'সে
আছে দুই জনে; দু'জনে সমান বাকুল দেখার
তরে, ঘটে না দেখা দেখি। (পাতার আড়াল)
- ২। ডেকে বলে ঐ যে ঘু ঘু সই, এস আমার কাছে,

- প্রাণ সখা, তু'জনে একু হই, কেন মিছে লুফায়ে
থেকে, দিচ্ছ হে আমার ফাকি । (প্রাণ সখা)
- ৩ । ঘু ঘু সখা দিচ্ছে রে সাড়া, ব'ল'ছে, পার যদি এস
ভেসে এ পাতায় বেড়া ; নইলে এ জীবনে হইবে
না, আমাদের দেখা দেখি । (প্রাণ সখা)
- ৪ : কেঁদে ফকীর ক্ষেপাচাঁদে কয়, তুই ঘুঘুর কথা শুনে
আমার ফাটিছে হৃদয় ; বুঝি বেড়ার দোষে, এবার
আমার হ'ল না দেখা দেখি । (প্রাণসখার সনে)

॥ ৬৬ ॥

৬৪ গানের স্তায় সুর। তাল—খেমটা।

- ভেবে দান্ত হারা হ'লেম্ ভাই, এক দান্ত হ'লে
অমনি নাই ।
- ১ । ওলাউঠা রোগের প্রধান, ইহার কাছে হার
মেনেছে বিলাতী বিজ্ঞান ; (হাকিমী ডাক্তারি
বিজ্ঞান) আবার নিদান্ হাতে, বৈদ্য যোরে
নিদানে এর্ বিধান নাই ।
- ২ । হুজুর মুজুর সকলেই সমান, ওলাউঠা ধরিলে ভাই,
অমনি প্রাণ হারান ; (বাদসা উজীর প্রাণ হারান)
এ রোগ্ শালগ্রামের শোওয়া বসা, খেলেও বা
না খেলেও ভাই ।
- ৩ । যে জন, কোন কালে হরি না বলে, রোগের্ ঠেলায়

চুকল সে জন, কীর্তনের দলে ; (হরি সংকীৰ্তনের
দলে) যোগী পরম ভক্ত, শাস্ত্র উক্ত, ওলাউঠায়
দেখায় তাই ।

- ৪ । কাঁচাল বলে দেখায়ে প্রমাণ, বৈজ্ঞানিক ভাই ছাড়া
ছাড়, বিজ্ঞান্ অভিমান, (তোমার) যে জন স্বজন
করে, সে জন তোরে, সংহারিলে ঔষধ নাই ॥ ৬৭ ॥

৪৬শ গানের ছার গুর। তাল গড়খেমটা ।

মা ! আমি তোমার পোষা পাখি ! বল আর কত
কাল তোলা ছোলা, খাওয়াইয়ে দেবে ফাকি ।

- ১ । পাঁচটী জিনিস্ মিশায়ে, আজব্ খাঁচা গড়াইয়ে,
রেখেছ খাঁচার্ মাঝে এক পাখী । ওমা ! বাটী
পুরে ছোলা দিয়ে, তুমি পাখী পড়াও বুলাইয়ে ;
পড়ে না না পড়ালে, মুদিত্ ক'রে থাকে আঁখি ।
- ২ । না পড়লে দাও না ছোলা, পেটের্ দায় হরি বলা,
নইলে হরি বলার্ খার কি রাখি । মাগো ! তুমি
সরে গেলে, আমি হরি বলা শিকায় তুলে ; স্বজা-
তির্ বোল্ শুনিলে, কাঁচর মাচর ক'রে ডাকি ।
- ৩ । খাঁচাতে পাখী থাকে, বাহিরে খিড়াল্ ডাকে ;
ভয়েতে তোলা ছোলায় নই জুখী । আমার শত্রু
কত আশে পাশে, তারা ধ'রবে বলে আছে বসে ;
পেলে আপন বশে, অমনি দকা সারে আর কি ?

- ৪। কত দিন বন্ধ রুব, বিড়ালের ভয় করিব, ক্রীচরণ-
আকাশ ছেড়ে বল্ দেখি। দেখলাম এখন সব
বুঝিয়ে, কয়েদ করেছ মা। ফাকি দিয়ে; বল্ ছেলের
মাথায় হাত্ দিয়ে, সে কয়েদের ক' দিন বাকী।
- ৫। কাসাল আবদ্ধ আছে, সংসার খাঁচার মাঝে, শত্রু
তার হইয়াছে পাঁচ ছয়টি। ঐ যে, ডাকে শমন
বিড়াল, ওমা! ভয় পেয়ে ডাকিছে কাসাল; বিপদে
রাখিছে ঝাল, দিও না অর্থাৎ ফাকি জুক ॥ ৬৮ ॥

মনস্তত্ত্ব ।

প্রথম গানের স্থায় সুর। তাল—খেমট।

ওরে মন! মনেরি মন, বোঝে না মন, এমনি তার
বুদ্ধি কাঁচা।

- ১। মন আমার ভবের মুটে, মরে খেটে, নাহি ভেটে
পানি গাম্ছা; মন আমার শাল রুমালের চিন্তা
ক'রে ম'রছে ঘুরে হ'চ্ছে রাজা।
- ২। কাপড় যে হাতে খাট, বহর জাঁট, মন দিতে চায়
লম্বা কোঁচা; ময়ুরের পুতা দেখে, মনের স্বখে,
পাকম্ ধুতে চায় রে পোঁচা।
- ৩। মন আমার অহঙ্কারে, ম'রছে ঘুরে, মাথায় ক'রে

জ্ঞানের বোঝা ; এই আকাশ ঝাঁরে, ধরতে নারে,
তাঁর আকাশে দিচ্ছে খোঁচা ।

- ৪ । কাঙ্গাল কয় যে জন যত, বোঝে তত, বয়ে মরে
ভূতের বোঝা ; অত, বোঝা পড়ায় কাঁচ নাই রে
মন ! সোজা বোঝা চল সোজা ॥ ৬৯ ॥

ঐ মুর। ভাল—ঐ ।

মনের কি বিষয় আশা, কি তামাসা, ভাবতে গেলে
মগজ্জ নড়ে ।

- ১ । মন আমার আকাশ পাতাল, খায় রসাতল, তবু রে
পিপাসা বাড়ে ; সে যে নির্জনে বসে, মনের খোসে
মনে মনোরাজ্য গড়ে ॥
- ২ । যদি রে মন-হাতীরে, জোরে ধরে, জ্ঞানের অক্লুশ
মারি ষাড়ে ; সে যে রে মাতলা হাতীর মত, নত
হয় না আবাবু কাদায় পড়ে ॥
- ৩ । যে জন এই মন হাতীরে, যতন কোরে, রেখেছেন
এই দেহের গড়ে ; যদি রে তাঁরে ডাকুব, মনে করি
মন করি শুয়ে পড়ে ॥
- ৪ । কাঙ্গাল কয় দিলে প্রবোধ, মন যে অবোধ, ছল
করিয়ে স্বপথ ছাড়ে ; ওরে সে গুপ্তিপাড়ার মাটির
মত, শিব গড়াতে বানবু গড়ে ॥ ৭০ ॥

৩২শ গানের ছায় হুর। তাল—একতাল।

তুমি যেন মন ধোপার গাধা ; পরের বোকা পিঠে
ক'বে বহিছ সদা ।

যত তুলে দেয় বোকা, যদিও হও কঁুজা, তবু ব'রে
বেড়াও সদা কাপড়ের গাদা ॥

১। ভারি বোকা দিলে পরে, অনায়াসে বইতে পারে,
ভাতের কাটি দেখে শোয় গাধা ; তেমনি তুমি হও
দড়, বোকা বও বড়, কিন্তু ওড়কাটি দেখে হ'য়ে
যাও মাদা ।

২। ফিকিরচাঁদ কয় তুনিয় ছড়া, “গাধা পিটলে হয়
না ঘোড়া” নয় রে কোন কাজের সে কথা ; যদি
আগুণ সঙ্গে রয়, আঙ্গরাও আগুণ হয়, তেমনি
মানুষের সঙ্গে ধ'রে মানুষ হয় গাধা ॥ ৭১ ॥

ঐ হুর। তাল—ঐ ।

আমি সোণা হ'য়ে মনের দোষে হলোম এবার নাচী,
তারে হাকরে পোড়ালাম কত তবু হয় না খাটী ।

১। সে যে ধোপার গাধা, মন যে আমার ; সকল
বইতে পারে, বৈতে নায়ে কেবল ভাতের কাটি ।

২। মন যে আবোল তাবোল, কতই বলতে পারে
তা'কে বলতে বলে, বলতে নায়ে, কেবল তাঁর
নামটি ।

- ৩। বলি মন পাখী রে, একবার বল হরি; সে যে
দাঁড়ে ব'সে, মনের খোসে, করে কাটিকুটি।
- ৪। কাসাল কর আমার, নাই রে কবাট খুঁটী; আমার
মন পানরা ভাঙ্গা ঘরে, সদাই দিচ্ছে টাটী ॥ ৭২ ॥

তাল—গড়ধেমটা।

- পথেকো গোরু মন যে আমার অনিচ্ছায় যায়।
ঘাস জল উদর পুরে, দিলেও তারে, সে যে ফিরে
ফিরে চায়। (আড়ে আড়ে নরক পানে)
- ১। খোল বিচালি নবীন দুর্বী ঘাস, গমের ভূসী জল
মাখায়ে যোগাই বারমাস; মন যে, স্বভাব দোষে,
লোভের বশে, গুতে হাবলা দিতে যায়।

(পথে ঘাটে চলতে ফিরতে)

- ২। বেঁধে যদি যোগাই ঘাস জল, নূতন দড়ি ছিঁড়ে
পালায়, এমনি গায়ের বল; রাখলে, আগড়
বেড়ায়, ভেসে পালায়, গোরু রাখা হ'ল দায়।

(ছ'দিক দিয়ে ছ'টা পালায়)

- ৩। কুণ্ডলিনী বলে শোন কাসাল! গোরু নাথ ডেকে
কর, ছয় গোরুর রাখাল, তাঁরে সঁপে দিয়ে, থাক
বসিয়ে, বিবেক জ্ঞানের জ্যোৎস্নায়।

(বিমল পথে গোরু যাবে) ॥ ৭৩ ॥

১৩শ গানের স্তায় সুর। তাল—একতাল।

কত আর্ বুঝাব আমি বল্ আমাকে, কলুর বলদ
অবোধ মন রে তোকে।

- ১। তুই বিষয় ভূষি খেয়ে, মনে খুসি হয়ে, মায়াঠুলি
দিলি রে চোখে; ছুটে যাওয়া রে মুন্সিল, (অবোধ
মন রে) কাঁধে জঁটা খিল, ঘুরে বেড়াল লদা
পাকে পাকে। (এই ভবের গাহে)
- ২। ষানি টেনে টেনে, কাতর হ'লে প্রাণে, না টানিলে
পাঁচনী হাঁকে; ও ভোর আত্মপরিবার, (অবোধ
মন রে) পিঠে দিয়ে ভার, টানিছে নাকুলী দিয়ে
নাকে। (মন রে আমার)
- ৩। ওরে কাঁদিয়ে কাঙ্গাল, করিছে ছওয়াল, মন রে
তোমার বেহাল দেখে; আর্ কতকাল ঘুরিবি,
(অবোধ মন রে) খোলা ভূষি খাবি, মায়াঠুলি দিয়ে
থাকুবি চোখে। (মন রে আমার) ॥ ৭৪ ॥

৩২ শ গানের স্তায় সুর। তাল—ধেমটা।

হয়েছ বনের শূকর, যেন পানর, মন রে আমার।
তুমি এক রোখে যাও, যিরে না চাও, তোমার গোঁ
ফিরান ভার। (বাঁয়ে চল,)

- ১। রাখতে চাই লদা পরিহার, তুমি সূর্যের আলো

সইতে নার, গা ধুলে তোমার; তাইতে কাদা
দেখে হুখে হুখে, গায়ে মাথ অনিবার ।

(হায় রে পামর,)

২। সকলে আলোয় থাকতে চায়, ওরে আলো দেখে
তোমার কেন অঙ্গ ধুলে যায়; তুমি আলো দেখে
উঠ রুকে, ভালবাস অঙ্গকার । (হায় রে পামর,)

৩। তাজিয়ে আম কাঁঠাল নিচু, তুমি স্বভাব দোবে মাটি
খুঁড়ে খাও সদা কচু; তুমি সকল ফেলে অবহেলে
বিষ্ঠা তুলে খাও আবার । (হায় রে পামর)

৪। কিকিরিচাঁদ বুঝায় তোমাকে, ওরে কত আর
আঁধারে রবে এস আলোকে; ঐ দেখ ধরতে তোরে
কাদ পেতে রে, রয়েছে কাল ছুরাচার ॥ ব্যাধরূপে,

॥ ৭২ ॥

প্রথম গানের ভায় স্বর। তাল—ধেমটা।

ভেবে ত দেখে না কেউ, কত বে ঢেউ, উঠছে সদা
দেলদরিয়ায় ।

১। কখন হ'য়ে রাজা, মারে মজা, মনেতে মন মন কলা
ধায়; কখন পাদসা উজীর, কোটাল্ নাজীর,
আবার ককীর হ'য়ে বেড়ায় ।

২। কখন ধনের আসাল, কখন কাসাল, অটালিকা বৃক্ষ
তলায়; ওরে তোর মনের মাঝে, হাসিকান্না ঘর-
করা, এই সমুদায় ।

- ৩। ওরে ভাই মনের কথা, যেথা সেথা, ব'লে আবার
লোকে কেপায় ; এ পাগল কে নয় রে ভাই, মনের
কথা ব'লে সবাই, 'তা আনা যায় ।
- ৪। কাঙ্গাল কয় যে জন মোরে, পাগল ক'রে, মনের
কপাট ভেঙ্গে ফেলায় ; যদি সেই পাগল্ করা, পড়ে
ধরা, তবে সফল পাগল হওয়ায় ॥ ৭৬ ॥

—•—
ঐ হুর। তাল— ঐ।

তবে কি বড়শী খেত, টোপ গিলিত, যদি মাছের্
মন্ থাকিত ।

- ১। একবার সে টোপ গিলিয়ে, ছুটে গিয়ে, আবার
এসে না গিলিত ; সলাতে বড়শী হানে ছিপের
টানে, ছট্‌কটানি অবিরত ।
- ২। একবার সে পেলে রে টের, করে না কের, এই ত
আনি মনের রীত ; ওরে সে পড়ে দুখে ঠেকে
শিখে, হয় না লোভের অনুগত ।
- ৩। কাঙ্গাল কয় মানুষ হয়ে, মন্ হারায়ে হ'লেম্ আনি
মাছের্ মত ; বাহাতে দিনরজনী আত্মগানি, তাই
করি রে অবিরত ॥ ৭৭ ॥

৪৭শ গানের ছায় সুর। তাল—একতাল।

আমার মন হ'ল না, সারু কোন মতে। কেবল
অসার সংসার, ভাবিয়ে স্তূসার, সারু অসার তাহা
তাহা না পারে জানিতে।

- ১। হ'ত স্তূ'দরু কি শাল, আমি কি কাঁঠাল, মন যদি
গাছের মাঝেতে; তবে কিছুদিন পরে, সারে যেত
সেরে, অমন করে যেত না অসারেতে।
- ২। আমার মন ছুরাশয়, বিষ্ঠা গোময়, হ'লেও পারু-
তাম জানিতে; একদিন লোকে করে আদর, সার
হয়েছে গোবর, বলে তুলে দিত গাছের গোড়াতে।
- ৩। ফিকির যতন ক'রে, বুঝায় ভোরে, সার আছে
সংসারেতে; তবে না হইলে সার সারে চিনা ভার,
অসারে কি সারে পারে চিনিতে ॥ ৭৮ ॥

৪২শ গানের ছায় সুর। তাল গড়ধেমটা।

ভাবি তাই, আমি রাখ'ল কার মন, আমার দু'দিকে
দু'মাগী। একজনের যোগালে মন, হয় যে আর
জন, অভিমানে দেশত্যাগী ॥ (ছায়)

- ১। ছোট জন পুরুষতী, সংসারে তার বড়ই মতি,
থাকুতে চায় দিবা রাত্তি, আমায় কাছে রাখি;
সে সদা আমায় প্রলোভ দেখায়, আঁধি ঘুরায়
থাকি থাকি। (সে আবার)

২। বড় জন্ শান্তমতি, হয় নাই তার সন্তান সন্ততি,
তার তারি আমার প্রতি ভালবাসা দেখি ; তারে
অনাদরে রাখি দূরে, ছাড়ে না তাও সে স্নেহুখী ।
(আমায়)

৩। ছু'মাগীর ছু'মত মন, তাদের নিয়ে আমার এখন,
সংসারে থাকা বিষম বিপদ হ'ল দেখি ; এখন
বাঁচি প্রাণে, এই দুই জনে, ভালবাসায় মাখামাখি ।
(হায় হ'লে)

৪। ফিকিরটার ভেবে মরে, এ বিষম ফাঁপড়ে প'ড়ে,
রক্ষা পাই কেমন ক'রে, উপায় না দেখি ; দিল
যে জন্ মোরে ছু' মাগীরে, তার দয়া বই আর
উপায় কি ? (এখন) ॥ ৭৯ ॥

— ০ —
ঐ সুর । তাল—গড় খেমটা ।

হায় রে ! আমার ক'রলে পাগল, কোথাকার এ
ছুটো মাগী । দু'দিকে টানাটানি, দিন রজনী, উপায়
করি কি ?

১। বাঁয়ে যে মাগী টানে, সে নিষেধিলে নাহি মানে,
মন ভুলায় মধুর গানে, ঘুরায় আবাস আঁখি ; মাগী
প্রাণ হরে অলঙ্কারে, ফুলে যেন জোনাকী কি কি ।

২। এ মাগীর কোঠা বাড়ী, আরও আছে বহুং টাকা

কড়ি, ঘড়ি আর জুড়ি গাড়ী, সংখ্যা তার না দেখি;
মাগী বিষয় জালে পুরুষ ফেলে, বোকা না যার
আসল নকল কি ।

৩। যে মাগী দক্ষিণেতে, কোন অলঙ্কার নাই তার
অঙ্গেতে, কেবল তার স্বরূপেতে ভোলে দুটি আঁখি;
মাগী সরলভাবে বলে সবে, আমার দিকে এসে
হও স্ত্রী ।

৪। মাগীর নাই বিষয় আশয়, স্মৃথ পাবে কয় কথায়
কথায়, আবার পরকাল দেখায়, আমার বিধুমুখী;
আমি বুঝতে নারি ভেবে মরি, আছে কোথায়
পরকাল বা কি ।

৫। কাদাল কয় বিপদ ভারি, এ যে দুই পথে দুই
রসের নারী, যাই এখন কোন পথ ধরি, কার বা
মন রাখি; এই বিপদ ঘোরে রাখ মোরে, দয়াময়!
আজ্জ কাতরে ডাকি ॥ ৮০ ॥

— ৪ —

এত ভালবাস গানের আঁর সুর। ভাল—খেমটা ।

মানুষ বড় কিসে ভাবি তিন্ বেলা; সে ত বিদ্যা-
বুদ্ধি জ্ঞান পেয়ে, না বোঝে পনের্ ছালা ।

১। পাছেতে ফল ধরে যত, নত হয়ে বিলায় সে ত,
খায় না; মানুষ ধন জ্ঞান বিদ্যা পেলে, লাগায়
স্তালার উপর তাল ।

- ২। পাছেহু তলে ব'স্লে এসে, সে ত ছায়া দেয় রে,
ভালবেসে দেখ না ; কাটুতে গেলেও ছায়া দান
করে সে, পাছ না হয় রে উতলা ।
- ৩। ঝড় বৃষ্টি শিলা সয়ে, আছে স্থির ভাবেতে দাঁড়াইয়ে
দেখ না ; যাচ্ছে এক উদ্দেশে উর্দ্ধদেশে, তার শক্তি
কি অচলা !
- ৪। কাদ্মাল বলে বড় যে জন, সে ত ফকীর হয় রে,
পরের কারণ দেখ না ; ঘর ছেড়ে তাই যোগী ঋষি,
সারু করে পাছেহু তলা ॥ ৮১ ॥

—)ঃঃ(—

১৩শ গানের সুর। তাল—একতাল।

মরা মানুষের মরণেহু ভয় কি চমৎকার, সকল
আজব, এই আজব ছুনিয়ার ।

- ১। ভবে যে জন জন্মেছে, সে জন মরেছে, চিরকাল
বেঁচে কে আছে আর ; তবু মরার কথা শুনলে,
চমকে উঠে গীলে, গায়ের রক্ত জল হয় সবাকার ।

(মরণ স্মরণ হলে)

- ২। স্বাধীন হইয়ে মানুষ, যখন নাই রে ছাঁল, তখন
মরা মানুষ বলে পারে ; যদি তাজা মানুষ হ'তো,
আপুনা চিনিজ, ভবে সে করিত হিত আপনার ।

(মরে থাকত না আর)

- ৩। কাদাল বলিছে রে মন, পশুর আচরণ, মানুষ হয়ে
যখন হ'ল তোমার ; এখন মরতে বাকী আর, কি
আছে তোমার, এ হ'তে কি মরণ আছে আবার
(মানুষ পশু হ'লে) ॥ ৮২ ॥

কে তুমি অশান শস্যায় গানের সুর । তাল—ঐ ।

সবে হচ্ছে পার, যাচ্ছে একু খেওয়ায় । একি চমৎ-
কার কেহ কার, ছোয়া পানী নাহি খায় ।

- ১। এক খেয়ালি তুলিয়ে নৌকায়, সকল জাতের পারে
লয়ে যায় ; একু আকার সবাকার, তবু জাত বিচার
দেখায় ।
- ২। এক নদীতে হিন্দু মুসলমান, খ্রীষ্টান আদি করিছে
জলপান ; সেই জল তুলে কেউ ছুলে, অমনি তেলে
ফেলে দেয় ।
- ৩। এক বাতাসে সবাই ক'রছে বাস, সেই বাতাস
আবার নিশ্বাস প্রশ্বাস ; তবু বিশ্বাস নাই একু
সবাই, অবিশ্বাস কথায় কথায় ।
- ৪। এক সূর্যের আলোক পায় সবায় ; আঁধার নষ্ট এক
টাদের জ্যোৎস্নায় ; তবু অসম্ভব ভিন্ন ভাব, প্রেম-
ভাব নাই দুনিয়ায় ।
- ৫। কাদাল বলিছে সকলেই সমান, সবে মুখে বলেন

কাছে না দেখান ; বিনে তত্ত্বজ্ঞান ব্রহ্মজ্ঞান, তেব
জ্ঞান কছু না যায় । ৮৩ ॥

প্রথম গানের ছায় শ্রব । তাল— খেমটা ।

ভবে একেরই খেলা, একেরই মেলা, আঁহা মরি !
কি কারুখানা ।

- ১। একই আলোক আকাশে দিন প্রকাশে, এক
বাতাস বই প্রাণ বাঁচে না ; একই তাপেরই বলে
একই জলে, চলছে জগৎ তা দেখ না ;
- ২। যে বলে ধরা চলে অন্তাচলে, সবাই চলে তা
জান না ; সেই একই বলে শূন্যে চলে, শশী তারা
পথ ভোলে না ।
- ৩। এইরূপে একে একে দেখ চোকে, অগন্তের যত
রচনা ; সে সকলই এক ক'রেছেন এক, আজব
পুরুষ তাঁয় চিনলে না ।
- ৪। সবাই ত দেখ রে এক, ভাব আর এক, কেন রে
ভাই ভাই বল না ; দীন বলে এস রে ভাই ! মিলি
সবাই, করি সেই একের ভজনা ॥
(ভবপারের ভরি রে ভাই, সেই এক জনা) ॥ ৮৪ ॥

ঐ ছর— ঐ তাল।

ভাব মন অধমতারণ সত্যশরণ, যার নামেতে
স্বাধাণ গলে।

- ১। যিনি এই গগণ তপন পাতাল ভুবন, শূন্য পবন
অলে স্থলে; কিবা আশ্চর্য্য কখন নাই তাঁর চরণ,
সমভাবে বেড়ান চলে।
- ২। যিনি এই গাছ গাছড়ায় দালান কোটায়, পত্র-
কুটীর ঘরে চলে; তিনি তোর দেলের মাঝে
বসে আছে, ভালমন্দ কথা বলে।
- ৩। যিনি সেই চীনতাতারে রুম সহরে, বন্দী কান্দীর
ঝিল নেপালে; তিনি তোর ভাতের গ্রাসে খাটের
পাশে, নাচিয়ে বেড়ান লয়ে কোলে।
- ৪। যিনি তোর উপবীতে চাপদাড়ীতে, বেদ পুরাণ
কোরাণ বাইবেলে; তিনি তোর খোল খমকে
চোলে ঢাকে, আলখেল্লায় ফুর্ফুরি কোলে।
- ৫। যিনি সেই মসজিদ গির্জায় ব্রাহ্মসভায়, শ্রমশানে
কি নাছের তলে; তিনি মোহন্ত আখড়ায় তুলসী
তলায়, সর্ব্ব স্থানে ভ্রমণে।
- ৬। যিনি সেই ব্রহ্মপুত্রে পেঁড় ক্ষেত্রে, ঘোষণাড়া কি
দিক্কাচলে; তিনি শ্রীহৃন্দাবনে কান্দীধামে, মক্কা
মদিনা চিথুলে।

- ৭। যিনি সেই জ্ঞাতি হিংসায় বিবাদ ঘটায়, যুদ্ধ
বাধায় সন্ধি স্থলে; তিনি যে অধীনতা স্বাধীনতা,
যা বল তা সবাব্ মুলে ।
- ৮। যিনি সেই গড়ের মাঠে মনুমেণ্টে, রেলের রোডে
ধুমকলে; তিনি যে নেড়া মাধায় জুল্পী খোশায়
টাকু পড়া কি আলবার্ট চুলে ।
- ৯। যিনি তোর ভাত বাজনে চুণে পানে, দধি দুধ
শাকু অম্বলে; তিনি তোর্ ধুতি চাদর, আমার
ভিতর, কোট্ পেণ্টুলন শাল রুমালে ।
- ১০। যিনি সেই নাটক যাত্রায় চপ্ অপেরায়, কবিকল্প
কবির দলে; তিনি পাঁচালীর ছড়ায় হাফ্ আখরায়,
ঝুমুর খেমটা বাই মহলে ।
- ১১। যিনি সেই কথকতায় রসিকতায়, বক্তৃতায় কি
পণ্ডিত্ টোলে; তিনি তোর্ ছেঁড়া ছালায় কোঁপীন্
ঝোলায়, গোধুড়ি কিস্বা কাম্বলে ।
- ১২। কিকিরিচাঁদ বলে তোরে করে ধরে, মূল হারালি
ভুলেয় মুলে; থুয়ে ধন্ চালের বাতায় অল যে
হাতড়ায়, তাকেই লোকে পাগল বলে ॥ ৮৫ ॥

তাল—খেমটা।

ওরে কিকির বেজে, আমার বল্ দেখি রে সেই
কথা ।

- ১। যখন ছিলি মার উদরে উক ক'রে মাথা; ভাল,
সুতি নেতি কেমন ক'রে, জমিন্ ত আধ্ হাতা ।
- ২। বল, কেবা দিত চা'ল ডা'ল, বাজার ছিল সেথা;
আর, কেবা তোমার যোগাড় দিত, আহাির পেতিস্
কোথা ।
- ৩। আমি ত তা বুঝ না রে, ব'ল্লে নাতা পাতা
সেথা, দশ্ মাস দশ্ দিন গেছে, নয় ছু' একু দিনের
কথা ।
- ৪। কিকিরিটাদ কয় দি'ছল খেতে, অদৃশ্ একু মাতা;
তিনি, আমার্ মাতা নয় স্নধু, এই অগতের্ হন
মাতা ॥ ৮৬ ॥

প্রথম গানের ত্রায় সুর— তাল খেমটা ।

পাধরু আর সীসে লোহা দেখে যাহা, তাকে
লোকে কঠিন বলে ।

- ১। এ সকল নয় রে কঠিন, গলে একদিন, স্কুর্কোশলে
উত্তাপ দিলে; ওরে ভাই কঠিন হৃদয় সেই ত রে
হয়, পর-দুঃখে যে না গলে ।
- ২। আকালের্ সুধার জ্বালায় সিং দরজায়, অনাথ
ভাসে চকের অলে; সে কি ভাই কঠিন নয় রে,
উদর পুরে, যে খায় অন্ন তারে কলে ।

- ০। ধনী যায় টাকার জোরে রাজদ্বারে, ছলে বলে
কেরে ফেলে ; সেই ত রে কঠিন পাথর, না হয়
কাতর যার হৃদয়, তার বিপদ কালে ।
- ৪। কান্নাল কয় পাষণ সম হৃদয় মম, হচ্ছে ক্রমে
কন্দকলে ; যিনি মোর পিতা মাতা অন্নদাতা, তার
নায়েতে নাহি গলে ॥ ৮৭ ॥

ঐ সুর— ঐ তাল ।

ককীরের সজ্জা ধ'রে, বিলাস ছেড়ে, নাচে কি মন
ইচ্ছা ক'রে ।

- ১। যিনি হন অগম্যানী অন্তর্যামী, তিনি জানেন সব
অন্তরে ; তিনি যে নাচান সদাই নাচি রে তাই,
নইলে নাচতে পা কি সরে ।
- ২। কাটিয়ে মনের ধাঁধা সংসার বাধা, ককীর হয় যে
কিকির ক'রে ; সে অনু জেনেছে রে, তার কাছে
রে, ককীর হয় লোক কেমন ক'রে ।
- ৩। কান্নাল কয় নাম মহিমায় বোবা গান্ গায়, পাথর
লোহা গ'লে যায় রে ; ও তার দৃষ্টান্ত হেথা দেখ
যথা, আগার কথা স্মরণ ক'রে ॥ ৮৮ ॥

অনিত্যতা ।

তাল—একতাল।

ভাই রে, কে তুমি এই শ্মশান-শযায় ; সন্ন্যাসী
বেশে হায় শেবে, কে তোমায় দিল বিদায় ।

১। ভাই রে, যদি হও মুল্লুকের বাদসা, তবে কে করিল
এ হেন দশা ; তোমার সৈন্যবল কল কৌশল, সে
সকল এখন কোথায় ।

২। ভাই রে, তোমার সেই অতুল ধন রাশি, এখন
কারে দিয়ে সাজলে সন্ন্যাসী ; তোমার কৈ বাড়ী
সে গাড়ী, জুড়ী এখন কে হাঁকায় ।

৩। ভাই রে, যদি হও তুমি মান্যমান কুল মর্যাদা
সব্ব কুলীন প্রধান ; তোমার সে মান্য কোলিন্দ
প্রাধান্য এখন কোথায় ।

৪। ভাই রে, যদি হও দীনহীন্ কামাল, তবে ধনী
দ্বারে যত খেয়ে গাল ; ভিক্ষা ক'রেছ কেঁদেছ,
এখন সে ছালা নিবায় ।

৫। কামাল বলিছে, কামাল ধনবান, শুলে শ্মশানে হয়
সকলেই সমান ; আতি কুল বিচার অহঙ্কার, কোন
বিচার নাই তথায় ॥ ৮৯ ॥

প্রথম গানের ছায় হুর। তাল—ধেমটা।

ফরিস্ তুই এত যতন, কেন রে মন, মাটির বেহ
ছাপাই তরে ।

- ১। শরীরে লাগলে ধূলা ভাবিস্ ক্বালা, মুহাস্ কত
যতন ক'রে ; সে শরীর কোথা রবে কে ধোয়াবে,
যাবি যে দিন নদীর চরে ।
- ২। কোথা তোর রবে সাবান তেল পোমেটম, ধ'রবে
যে দিন শমন তোরে ; থাকবে না আয়না চিরুণ,
যার জোরে মন, বেডাস্ এত টেরি ক'রে ।
- ৩। ওরে তুই ঘাটে গিয়ে গামছা দিয়ে, মাজিস্ দেহ
যতন ক'রে ; সে দেহ আশুগ দিয়ে ছাই করিরে,
দেবে তোরে ছারেখারে ।
- ৪। যে বদন বারে বারে যতন কোরে, দেখ রে মন
আয়না ধ'রে ; সে মুখে বিমুখ হ'য়ে আশুগ দিয়ে,
পোড়াইবে জ্ঞাতিতে রে ।
- ৫। ফিকিরটাদ বলে রে মন, এ কি মরণ ! অসারকে
সার ভাবিয়ে রে ; যেতে রস পারাবারে পথ ভুলে,
রে, মলি মন তুই গো-ভাগাড়ে ॥ ২০ ॥

ঐ হুর। তাল—ঐ।

দেখ ভাই অলেক্স বুদবুদ, কিবা অকুত, দুনিয়ার সব
আজব খেলা ।

- ১। আজি কেউ পাদুমা হ'য়ে দোস্ত লয়ে, এং মহলে
ক'রছে খেলা; কাল আবার সব হারিয়ে ককীর
হ'য়ে, সারু ক'রেছে গাছের তলা।
- ২। আজি কেউ ধন গরিমায় লোকের মাথায়, মারছে
জুত এরিতলা; কাল আবার কোপ্নী পরে টুকনী
থরে, কাঁখে কোলে ভিকার কোলা।
- ৩। আজ রে যেখানে সহর কত নহর, বসিঘাছে
বাজার মেলা; কাল আবার তথায় নদী নিরবধি,
ক'রছে রে তরঙ্গ-খেলা।
- ৪। কাকাল কয়, পাদুমা উজীর কাকাল ককীর, সকলি
ভাই ভোজের খেলা; মন্ তুমি যখন বা হও ঠিক
পথে রও, ধর্মকে ক'র না হেলা ॥ ৯১ ॥

—:~:—

৬ষ্ঠ গানের ভায় সুর। তাল—খেমটা।

ছুনিয়ার সব কেবল কাকি ভাই, ইহার কিছুতেই
আর বিশ্বাস নাই।

- ১। পিতা-মাতা ভাই বেরাদার, ছেলে মেয়ে কেবা রে
ভাই আপ্ত পরিবার; (ভেবে দেখ) ইহার কেউ
কাল নয়, সব কাকি হয় মায়ায় ভুলে রয় সবাই।
- ২। বিষয় আশয় ধন কি পরানী, যত দেখ সকলি ভ

জোয়ারের পাণি ; (ভেবে দেখ) এরা এক আস-
তেছে, এক যেতেছে, ঠিক থাকিবার সাধা নাই ।

৩ । আপন্ প্রাণের মত আপন্ কেহ নাই, সে পরাণে
নিশ্বাস নাই ভাই, এক তিলের তরে ; (ওরে ভাই)
যখন চ'লে যাবে কে ঠেকাবে, ঠেকাবার যো কা'র
নাই ।

৪ । ফকির ফিকিরচাঁদ কয় মনের খেদে রে, আমি মিছে
মায়ায় ভুলে থেকে পড়েছি ফেরে ; (ওরে ভাই)
ও যে দুনিয়ার সার, চিন্লাম না তার মুখে আমার
পড়ুক ছাই ॥ ৯২ ॥

—*—

প্রথম গানের ছায় সুর । তাল— খেমটা ।

রবে না দিন চিরদিন, সুদিন কুদিন একদিন দিনের
সন্ধা হবে ।

১ । এই যে আমার আমার সব কষ্টকার, কেবল
তোমার নামটী রবে ; হবে সব লীলা সাজ সোণার
অঙ্গ, ধুলায় গড়াগড়ি যাবে ।

২ । সংসারের মিছে বাজী ভোজের বাজী, সব কার-
সাজি ফুরাইবে ; তখন যে এক পলকে তিন ঝলকে,
সকল আশা ঘুচে যাবে ।

৩ । তোমার এই আশ্রয় স্বজন ভাই পরিজন, হায় হায়

ক'রে কঁদুনে সবে; তারা ত পেয়ে ব্যথা ভাঙ্গবে
মাথা, তুগি কথা না কহিবে।

৪। তোমার সব টাকা কড়ি ঘর বাড়ী, ষড়ি গাড়ী
পড়ে হবে; আবার যে পা থাকিতে হাত রহিতে,
পরের কাঁধে যেতে হবে।

৫। আগে যে ক'রে হেলা গেলে বেলা, সন্ধ্যা বেলা
আর কি হবে; অগতের কারণ যিনি দয়ার ঋণি,
তিনি 'মশার' ভরসা ভবে ॥ ৯৩ ॥

ঐ সুর। তাল—ঐ।

সন্তমান্ মাসের শেষে হবে দেশে, দারুণ একটা
জ্বলমত এবার।

১। থাকবে না মানুষ গোরু শিষ্য গুরু, মোটা দর
কত প্রকার; বাদসা কি রাজা রুজরো, পাঞ্জি
পুজরো, সকল কুঁজরো ঠিক করিবার।

২। থাকবে না মুটে মুজুর কর্তা ছজুর, বালক বাছুর এ
দেশাচার; থাকবে না দায়গ্গিরি মাছেটরি,
দয়গ্গী মানবে না আর।

৩। উল্টাও এ তিন গংসার, সব একাকার, থাকবে
না যে আচার ব্যভার; বায়ুন কি কায়েৎ কামার
মুচি চামার, থাকবে না আর জাতের বিচার।

- ৪। ফিকিরটাদ ফকীরে কয় দালান কোটায়, বাঁচবার
যো নাই ভাইরে এবার ; আছে এর এক সদুপায়
দীনদয়াময়, ডাকলে পরে পাবি নিস্তার ॥ ৯৪ ॥

৪৬শ' গানের তায় সুরা তাল—গড়খেমটা।

এ সংসারে সুখ আর কোথায়, পদে পদে বিপদ
এত, তবু ফের সুখের আশায়।

- ১। জমিদারী তেজাৱতী, মিস্ত্রকে টাকার খুঁতি, অনু-
গত বন্ধু ভ্রাতা দরজায় ; দু'দিন পরে সকল গেল,
বসত বাড়ী অন্তরে হ'ল, ভিক্ষার ঝুলি সায়ল, ভিক্ষা
নাহি মেলে কোথায়।
- ২। আজ হ'ল পায়া ভারি, মূল্যের সুবাদারি, হাতী
আর ঘোড়া গাড়ী দরজায় ; ওরে কাল আবার
গেল সে পদ, ঘটিল রে ঘোর বিপদ, রাজার বিচারে
গারদ, লোহার বেড়ী কোলে রে পায়।
- ৩। আজ ঘরে রূপবতী, পরম নারী সতী, সুখী হও
দিবারাতি যার সেবায় ; কাল আবার এসে শমন,
সে রমণীধন ক'লে হরণ, আধার দেখে ত্রিভুবন, বুক
ভাসে রে চোখে ধারায়।
- ৪। আজ আবার পুত্রধনে, কোলে ক'রে যতনে, সে
মুখ চুষনে সুখী সর্বদায় ; হায় রে আবার এক

হোল, বৃত্ত পুস্ত্রের অঙ্গে চক্ষের জল, সকল স্থখ
ফুরাইল, বজ্রাঘাত হ'ল মাথায় ।

- ৫। আকাশে আশার জাদুল, বাঁদিয়ে অবোধ কাঙ্গাল,
জ'তেছে হাল্ছে নেহাল স্থখ আশায় ; যে সংসারে
দেয় যন্ত্রণা, করি সেই সংসারের আরাধনা, হায়
রে কি বিড়ম্বনা, ঘুচাও হরি এ যন্ত্রণায় ॥ ২৫ ॥

—•—

প্রথম গানের ভায় স্বর। তাল—খেমটা ।

এ দেহের দশা এই ত তবে এত, গরব বল কিসে
তোমার ।

- ১। কাল যে দেহের শোভা মনোলোভা, রূপে ফাটে
জগৎ সংসার ; সে দেহ সামান্য রোগে কিকিৎ
ভোগে, জরা জীর্ণ কুৎসিত আবার ।
- ২। যে দেহের রূপ বাড়িতে দিনে রেতে, দিতে কত
চন্দন সার ; এখন সে দেহ জরা পুঁজে ভরা, কেহ
কাছে বসে না আর ।
- ৩। যে দেহ সার ভেবেছ সাজিয়েছ, দিয়ে কত বস্ত্রা-
লঙ্কার ; সেই দেহে ভন্ডনাচ্ছে উড়ে আসছে,
বসিয়াছে মাছির বাজার ।
- ৪। কাঙ্গাল কয় রক্ত মাংসের শরীর যাদের, তাদের
দশা একই প্রকার ; কখন কার কি ঘটিবে কে
কহিবে, ক'র না দেহের অহকার ॥ ২৬ ॥

—•—

ঐ সুর— ঐ তাল ।

ভুলিয়ে বাঁশের দোলায়, যাচ্ছ কোথায়, বল রে
ভাই ভাই ভিজ্ঞাসি ।

১। বাঁশের চাটাই বিছায়ে শোয়াইয়ে বাধনু দিহে
তিন রশি ; হরিষোল বলি মুখে মনোভুঞ্জে, বহি-
তেহে প্রতিবাসী । (শ্রদ্ধাতি কুটুম্ব সকল)

২। তোমার যে অট্টালিকা বালক বালিকা, প্রেমসী
নারী রূপসী ; এ সকল পাশরিয়ে কারে দিহে,
নীরবে হও শ্রমশানবাসী । (ওরে ভাই, কি ভুঞ্জেতে)

৩। যেখন আমার বলে বাকসে ভুলে, পাহারা দাও
দিবা নিশি ; এখন তোর সে ধন কোথায়, সঙ্গে
না যায়, সাপের সাথী কাচা কলসী ।

(ছেঁড়া লেপ কাঁথা বালিশ)

৪। কিকির কয় প্রাণাবধি সম্বন্ধদি, তার পরে
চড়ুকে হাসি ; অলক্ষণ কান্নাকাটী কেউ দেয় মাতী,
কেউ করিছে ভয়রাশি ॥ (সকল সম্বন্ধের দেহ)

॥ ২৭ ॥

৫৬শ গানের ভায় সুর । তাল—গড়খেমটা ।

এ সংসারের এই ত দশা । (রে) ভালবাসার
আশা এতে মরুভূমে জল পিপাসা ।

১। শরীর পান্ডায় যখন, করয়ে ধন উপার্জন, সকলেই

জানায় ভালবাসা ; শরীর অচল হয় রে যখন, পুত্র
কল্পা স্ত্রীপরিজন, বিষ নয়নে দেখে তখন, বজ্র না
করে ভিজ্ঞাসা ।

২ । কমতা যখন থাকে, সম্মুখে সবাই ডাকে, কর্তা
বলিয়ে করে প্রশংসা ; কমতার হানি হ'লে, তখন
বায়াত্তরে বুড় বলে, কত নিন্দা করে ছলে, পড়লী
বলে কটু ভাষা ।

৩ । চিরকাল বাতাস খেয়ে, মাথায় ঘাম কেলে পারে,
সংসারের ক'রূলে সেবা উজ্জ্বল ; রোগে হ'লে
জীর্ণ দেহ, বিশ্বাস না করে কেহ, বকায়ার নিকাশ
ধরে, বোকা বলে মাঠের চাষা ।

৪ । জানিয়ে সংসারের রীত, সংসারে করে পিরিত,
কাজালের নিপরীত দুর্দশা ; বলতে প্রাণের কথা
বালা, স্থান সে পায় কোথা, নোকা কাজাল তবু
স্থখী, না ভাদে সংসারের বাসা ॥ ৯৮ ॥

প্রথম গানের স্তায় সুর— ভাল খেমটা ।

ওরে ভাই সনল কাকি, শেষ দশা কি, মনে একবার
ভেবে দেখলে ।

১ । মানুষে করে যখন ধন উপার্জন, মাথায় ঘাম পারে
কেলে ; তখন যে ধনের তরে মধুর স্বরে, সবাই
ডাকে কর্তা বলে ।

- ২। যদি রে ধন উপার্জন না হয় কখন, নিন্না করে
কথার ছলে; গৃহিনীর্ মুখ হয় তোলো ছেলে গুলো,
নাহি ডাকে বাবা ব'লে ।
- ৩। দিয়ে রে ছাই উদরে সিন্ধুক পুরে, ধন দৌলত
রেখেও ম'লে; শ্মশানে লবে যখন বাধে তখন,
একখান ছেঁড়া চাটাই দৈলে ।
- ৪। তুমি যে গিন্নির ঠাটে খেটে খেটে, সোণার শরীর
মাটি ক'রলে; শ্মশানে লবে যখন হয় ত তখন,
ভিনি দেবেন্ গোবর গুলে ।
- ৫। কাসাল যে ভবের মুটে খেটে খেটে, তব এখন
এই শেষকালে; বুড় বলদের মত কষ্ট কত, স্থান
না পায় আর কোন স্থলে ॥ ৯৯ ॥

ঐ হুর। ভাল— খেঁমটা।

সংসারেৰ ভালবাসা জুথের আশা, জলের আশা
মরীচিকায় ।

- ১। যখন থাকে রে অর্থ পদ পদার্থ, হাসে যেসে
কথায় কথায়; জ্ঞাতি কুটুম্ব স্বজন পুরুত বামন,
সবাই ভালবাসা দেখায় ।
- ২। যখন না থাকে অর্থ পদ পদার্থ, সকল স্বার্থ ফুরাবে
বায়; তখন না কাছে আসে কেউ বিজ্ঞানে, হুস
লাগিলে মাপায় মাথায় ।

- ৩। সংসারের আত্মীয়তা বান্ধবতা, স্বার্থমাথা সক-
লের গায়; বিনে রে স্বার্থ সাধন আছে ক'জন,
পরের দুখে কেঁদে বেড়ায়।
- ৪। জ্ঞাত বন্ধু পিতা পুত্র গুরু ছাত্র, কেবা ভালবাসে
কাহায়; ওরে ভাই স্বপদ গেলে বিপদ প'লে,
তখনই ত' তা জানা যায়।
- ৫। কাকাল কয় আছে এক জন ওরে সে জন, টাকা-
কড়ি কিছু না চায়; তারে না ভালবাসলেও ভাল-
বাসে, ভালবাসলে হৃদয় জুড়ায় ॥ ১০০ ॥

ঐ সুর। ভাল— থেমটা।

বানুজীর্ শেষে হয়েছে, দেহ আছে মাটীত পড়ে
অন্তর্জলে।

- ১। গৃহিণীর কান্নাকাটি ছুটাছুটি, মরিতে যায় ডুসে
জলে; পাঁচ জনে ধ'রে এনে শব যেখানে, দুকান
প্রবোধ বচনে। (ছি মা! অমন করিতে নাই)
- ২। প্রতিবাসী রমণী এক ডেকে কয় দেখে, ভাল বালিশ
হাতে তুলে; এইটি কি কর্তার সাথে হবে দিতে,
দেখে আমায় দাও বলে। (কোন বালিশ বিছানা দিব)
- ৩। গৃহিণী বালিশ দেখে কান্না রেখে, উচ্চ সুরে
ডেকে বলে; ছেঁড়া ছুটো মলা যা পাও, তাই কেলে
দাও, ও সব ভাল রাখ তুলে।
(অমন আর কে এনে দিবে)

- ৪ । কিকিরু কয় কেবল অসার ওরে সংসার, প্রণমি
তোর চরণতলে ; সহেনা কপট রোদন মায়া বাধন,
কেটে দে যাই আমি চলে । (স্বার্থপর ভালবাসা)
- ৫ । কাঙ্গাল কয় পুরুষ অবোধ কলুর নলদ, নারী
খাটায় প্রেমের ছলে ; দেখে তা বোঝে না মন,
বোকা এমন নারীকে প্রেমসী বলে ॥
(প্রিয়বস্ত্র ভুলে গিয়ে) ॥ ১০১ ॥

— ৪ —

ঐ সুর— ঐ তাল ।

এই ভ সন্থকের কথা প্রাণের ব্যথা, সকল বুঝা
ভাব্তে গেলে ।

- ১ । যখন রে রোগে জরা শয্যাধরা, অঙ্গ ভরা মুত্র
মলে ; কেহ না কাছে এসে যেসে বসে, হাতে
রূপচাঁদ না থাকিলে ।
- ২ । থাকলে রে হাতে রূপচাঁদ, নাই আর প্রমাদ, প্রসাদ
ভিক্ষা চায় সকলে ; জ্ঞাতি কুটুম্ব স্বজন এসে তখন,
মলমুত্র টেনে ফেলে ।
- ৩ । যার নাই রে টাকা কড়ি কোটা বাড়ী, তার যে
বিপদ মরণ কালে ; থাকলে না কথা শোনে, বন্ধু-
গণে, পালিয়ে কেরে কাজের ছলে ।
- ৪ । কাঙ্গাল কয় অমঙ্গলের ভয় সকলের, মরুতে দেয়

না বাঁধনতলে ; পরকাল্ ছলনাতে প্রাণ থাকিতে,
বাইরে এনে টেনে ফেলে।

- ৫। এ কাঙ্গাল-ফিকির্ আবার বলে এবার, কি ষটে
রে মোর্ কপালে ; দয়াময় নিজগুণে শ্রীচরণে, স্থান
দিও অন্তিমকালে ॥ (সেই শেষের দিনে) ॥১০২॥

৫২ শ গানের আয়ত্ত্ব। ভাল গড়খেমটা।

হায় রে, এ সংসারেতে সুখ আশা কেবল্ বিড়ম্বন।
লোকেৰ্ সুখ-বাসনা, সাপেৰ্ ফণা করে ধারণ।

(রজ্জু ভ্রমে)

- ১। আজ কেউ মনোমুগ্ধসে, রাজসিংহাসনে বসে হাসে,
কাল্ আবার শত্রু এসে, রোষে করে বন্ধন ; তখন
কোথা পাত্র কোথা মিত্র, দারাপুত্র রয় ধন রে।

- ২। আজ কেউ ধনের তরে, বুক ফুলায়ে অহঙ্কারে,
কারে মারে কারে ধরে, কারে করে ভৎসন ;
আবার, সব হারায়ে ফকির হ'য়ে, দেশে দেশে
করে ভ্রমণ। (কাল আবার)

- ৩। আজ কেউ পুত্র ধনে, হৃদে ধ'রে সযতনে, স্নেহে
সেই চাঁদ বদনে করে শত চুম্বন ; আবার ধরাতলে
তারে ফেলে, মৃতদেহে অশ্রুবর্ষণ রে। (পুত্রের)

- ৪। কাঁদিয়ে কাঙ্গাল বলে, সুখ যদি চাও ভ্রমণে,

অভিমান গরল ফেলে, সরল কর হৃদয় মন ; ছাড়
দেব হিংসা পরনিন্দা, পরকুংসা পরপীড়ন রে : ছাড়

— — — — — ॥ ১০৩ ॥

তাল—খেমটা।

হায় রে! এখন আমি কি করি উপায়? ঐ যে,
রণ লেশে শমন এসে সম্মুখে দাঁড়ায়।

১। ভাব্ নাই আমার কারু সাথে, ছটি ভাই চলে ছয়
পথে; কি সে ত্রাণ পাব রে, শমন সমরেতে, যোগ
দিলে মন তাদের মতে ঠৈরী সমুদায়।

২। আপন ব'লে নিশি দিবা, করলাম যে দশ জনের
সেবা; তারা আপন না হ'ল রে, কাল পেয়ে
কালের অনুগত, তারা আমায় রেখে একা আগে
যে পালায়।

৩। কান্দাল বলে বিনয় ক'রে, ভায়ে ভায়ে বিবাদ যে
ঘরে; তাদের মঙ্গল নাই রে, রণে বনে কোন স্থানে,
বল সে জন সমরে বিজয় হয় কোথায় ॥ ১০৪ ॥

— — — — —
৬৫ টু গানের তায় সুর। তাল—খেমটা।

ভবে আসা যাওয়া আজব্ কারখানা। তুমি, পড়ে
শুনে চোখে দেখে, তবু হয়ে র'লে কাণা ॥

১। গ্রহ তিথি মাস যত, ঘোরে ফেরে অবিরত দেখনা;

- ২। যদি কেউ গায়ের জোরে দড়ি ছিঁড়ে, যেতে চায় রে
দেশান্তরে ; গোছরের গোন্ধর মত অবিরত, ঘুরে
বেড়ায় চার দিকেতে ।
- ৩। যদি কেউ না বুঝিয়ে ফকির হয়ে, দড়ি কাটে
আচম্বিতে ; ওরে তান্ গলার দড়ি হয়ে বেড়ী,
জড়িয়ে ধরে ছুই পায়েতে ।
- ৪। ধর্ম কি বুকে যে জন কাটে বাঁধন, জ্ঞান বিবেকের
স্বধারেতে ; তবে রে ফকির হওয়া গৃহে রওয়া,
সকল সমান তার শ্রম্মেতে ।
- ৫। দীন হীন কাঙ্গাল বলে ছলে বলে, পারে না কেউ
দড়ি কাটতে ; যদি দড়ি, চাও রে কাটতে জ্ঞান
অন্তেতে, কাট তবে পারবে কাটতে ॥ ১০৬ ॥

৩৩ শ গানের ছায়া সুর । ভাল—তেতাল ।

- এ সব খেলা বা কার, ভেবে দেখে মন আমার ।
হায় রে ! মূল ছেড়ে ডালেতে পয়দা ছুনিয়ার ॥
- ১। অপ্তেজ মরুৎ আদি পাঁচটী বস্তু মিলিয়ে, পশু
পক্ষী আদি বৃক্ষ সকলি দেয় স্বর্জিয়ে ; দেহ অন্তে
যার যার অংশ, সকলি লয় হরিয়ে, তারা, নিলে
অংশ অস্থি মাংস রস পক্ষ রস না তার ।

(মন আমার)

- ২। ওরে, তিন হাতে উঠিয়ে এক চিজ, প্রথমেতে আস্-
মান যায়, পরে, বারি রূপে পড়ে ভূমে জীব সবার
জীবন দেয়; সৃষ্টির মূলে সেই সহায়, এখনও তারই
রূপায়, তার দ্বিনিস যা থাকতে তোতে' ছাড়বে না
সে মন তোমার । (মন আমার)
- ৩। জল বায়ু যুক্তি কিরণ, ইথে যখন মিশিবে,
কিকির তোমার ফিকির কর। জগতেতে না রবে;
শূন্যময় দেখিবে সবে, তুমি শূন্য না রবে, তাই
থাকতে বেলা, ভাঙ্গ খেলা, ছাড় দস্ত অহঙ্কার ॥
(মন আমার) ॥১০৭॥

পুরুষপ্রকৃতি তত্ত্ব ।

১৫শ গানের ছায় স্মর। তাল— একতাল।

- ও মন, দেখু রে চেয়ে আজব্ তামাসা, স্বর্গ মর্ত্য
বসাতল, জুড়ে এক পাখী বাসা । (ওরে)
- ১। সকলে রয়েছে সে বাসায়, বাসা দেখা যায় রে,
ধরতে গেলে ধরা নাহি যায়; বাসার মাঝে আছে
কত ডিম্ আবায়, ও তা গুণ্ডে পণ্ডিত হয় চাষা । রে
- ২। এক এক ডিমে কত কারখানা, ও তা গণা যায় না
কেউ জানে না কত হয় ছানা; এক পাখীতে সবার
আধার যোগায় রে, সবে সমান্ তার ভালবাসা । রে

- ৩। আধার যোগায় পাখী সর্বক্ষণ, কিন্তু কেউ কখন
দেখে নাই রে পাখীটী কেমন ; পাখী আছে সদা
বাসা জুড়ে রে কিন্তু সেত কারু নয় পোশা । রে,
৪। কাঙ্গাল বলে পাখীর ধরণ, সেত আপনি এসে
দেখা দেয়, ইচ্ছা হয় যখন ; তারে দেখে কিন্তু সে
হয় কেমন রে, ও তা বলবার মত নাই ভাষা ॥ ওরে

— ॥ ১০৮ ॥

২১ শ গানের স্থায় সুর— তাল গড়খেমটা ।

দেখ, আসমান জুড়ে আছে আজব পুরুষ এক জনা ।
লোকে যাহা হেরে যাহা করে, সকলই তাঁর
কারখানা । (ওরে ও ভাই !)

- ১। আকাশ তাঁরে বেড়ে নাহি পায়, তাই সে পুরুষ
চিরকালই লেংঠা হয়ে রয় ; সে ত সকল স্থলে,
আসমান জলে, নিজে কিন্তু চলে না । (সকল চালায়)
২। সে পুরুষের সকলই আজব হাত বিনে সে গ্রহণ
করে, কান নাই শোনে সব ; সে ত দিনা চোখে
সকল দেখে, কেউ ত তারে দেখে না । (ওরে ও ভাই)
৩। পুরুষ যেমন রমণী তেমন, তারা দু'জনে মিলিয়ে
করে জগত স্বজন ; আবার স্ত্রী পুরুষে যখন মিলে,
তখন কিছুই থাকে না । (এ ব্রহ্মাওরে)
৪। কাঙ্গাল কাঁদে চক্ষে পড়ে জল, এদের স্ত্রী পুরুষের

দেখ রে ভাই অনন্ত সকল ; এদের খেলার মাঝে
যে রস আছে, কর রে ভাই ভাণনা। (ওরে ও ভাই)

॥ ১:৯ ॥

৬৩শ গানের ত্রায় সুর তাল— গড়খেমটা।

চারি কার, এ বালিকা ধূলা খেলা খেলিতেছে। এই
যে অসীম জগতের মাঝে একাকিনী বসে আছে।
(অভয়া হয়ে)

১। আহা! গড়ছে কত ধুলার ঘর, দেখিতে কি সুন্দর,
ঘর আপনি গ'ড়ে আপন রসে হাসিতেছে ; ঘর
আপনি গ'ড়ে আপনি ধ'রে, ভেঙ্গে চূরে ফেলি-
তেছে। (গড়া ঘর)

২। আপনি পুরুষ আপনি মেয়ে, আপনি দেয় আপনার
বিয়ে, আপনার মত পুরুষ মেয়ে প্রসব করিছে ;
ঐ যে, প্রসব ক'রে বুকে ধ'রে, দুধ দিয়ে প্রাণ
বধিতেছে। (মা হ'য়ে)

৩। খেলার ঘর নারী নরে, চারিদিকে আছে ঘিরে,
কুমারের চাকের মত ঘুরিতেছে ; কে বলতে পারে
অবিরত, কত হয় কত যেতেছে। (খেলার ঘরে)

৪। এক, মায়ের কোলে সবাই আছে, পৃথক পৃথক
ভাবিতেছে, যে যেমন ভাবে, সে তেমন দেখিতেছে,
ঐ যে, ভয়ানক ভয়ানক মায়াকায় দেখিতেছে।
(সকলে)

- ৫। খেলাচুরো ভাস্লাম ব'লে, - মেয়ে যখন যাচ্ছে
চলে, ঘর নর মিশে তখন এক হ'তেছে ; এ দীন
কাদাল বলে জলবিশ, জল হয়ে জগে মিশিতেছে ॥
(স্থলে জল) ॥ ১১০ ॥

১৫ শ গানের স্রাব স্রব তাল একতাল।

এ মাগী কি ভাতার মোহাগী। অগৎ জুড়ে বুড়
একটা, তার উপরে এক মাগী ॥ রে,

- ১। মরার মত বুড় র'য়েছে, তার উপরে দিবানিশ
মাগী নাচিছে ; মাগীর নাচা গোচা বুঝা যেত রে,
যদি এ বুড় হ'ত রাগী। রে—

- ২। বুড়র জোরে মাগী নাচিছে, নিতুই নৃতন সাজে
আপনার অঙ্গ সাজাচ্ছে ; মাগী সাজে আবার অগৎ
সাজায় রে, বুড় হ'য়েছে তাই বিরাগী। রে—

- ৩। অগৎ জুড়ে মাগীর ঘরুঝা, মাগীর খেলায় এ অগ-
তের হাসি আর কান্না ; বুড় নিষ্ঠুরে তার মাগী
স্বপ্নে, অগৎ প্রকাশ তাই মাগীর লাগি। রে—

- ৪। কাদাল কঁাদে হইয়ে আকুল, বুড়র ভাবনা বুঝে,
ভেবে ভেবে হ'লেম রে বাতুল ; বুড় মাগী সাজায়,
নিজে সাজে না, সাজল হ'ত স্বপ্ন দুখে ভাগী ॥

রে— ॥ ১১১ ॥



সাধন তত্ত্ব ।

প্রথম স্তানের জ্ঞান হয়। ভাল—বেমটা।

কেন মন, মন ভুগে ভব রোগে, যোগে ষা'গে
ওষুধ কর।

- ১। আছেরে অনেক জুযোগ অনেক প্রয়োগ, তাই
বলি মনোযোগ কর ; সাধুজন্ম সহবাসে, স্নানাতাসে,
শীতল হ'বে হৃদয় তোর।
- ২। এ ত রে নয় অশ্রু রোগ হয় বায়ুরোগ, উনপকাশ
সংখ্যা তার ; আছে এ'র মহৌষধি পরম নিধি,
চিত্তামনি সেদন কর।
- ৩। কাঙ্গাল কয় পঞ্চযোগে স্থিতি ক'রে, বড়যোগে
বচ্ছে কুর ; হায়, আমার যোগ তাই হ'লো না
ভাই, মিছামিছি আড়ম্বর ॥ ১১২ ॥

ঐ হয়। ভাল—ঐ।

মনে না বিবেক হ'লে ভেক লইলে, কেবল রে তার
পিড়ম্বনা।

- ১। মনে তোর টাকা কড়ি কোটা বাড়ী, কিসে হবে
সেই ভাবনা ; বাহিরে তিলক কোলা অপের মালা,
দেখে ত ভাই সে ভুল'বে না।

- ২। বাহিরে মোড়া মাথা ছেঁড়া কাঁথা, মনের মধ্যে কুবাসনা; তাইতে মাগীর তরে ভিক্ষা ক'রে, বেড়াও আসল ঠিক থাকে না।
- ৩। কাঙ্গাল কয় কুবাসনা মনের মধ্যে, থাকলে না হয় উপাসনা; যদি নৈরাগী হ'তে ইচ্ছা তবে, ছাই কয় ভাই কুবাসনা ॥ ১১৩ ॥

— — —
তাল—গড়খেনটা।

যদি, নৈরাগী হবে শুন তব, তার উপায় রে মন !
গুরুপদারবিন্দে যশঃ নিন্দে, কামাদি কর অর্পণ।

(তোমার সর্বস্বধন)

- ১। তোমার, দেহ ভাওে যথা সর্বস্ব, কাম ক্রোধ লোভ মোহ স্তম্ভ ঐশ্বর্য; এ সব বিষয় গেল, আশায় র'ল, শ্রীগুরু চরণ সাধন। (এই ত নৈরাগী লক্ষণ)
- ২। কাম ক্রোধ যার রাজা হয়েছে, বন্দী ক'রে কারাগারে ফাটক খাটাচ্ছে; ও তার, রাগানুরাগ কাম সোহাগা, গড়াচ্ছে কালের গড়ন। (সং সাজাইতে)
- ৩। জ্ঞান প্রেম শ্রীগুরু চরণ, সর্ববরাগে সর্বক্ষণ যে করে রমণ, সেই ত রাগ বিরামে অনুরাগে, বৈরাগ্য করে গ্রহণ। (সংসার রাগে বিবেকী হয়ে)
- ৪। ফিকির কয় এই সোজা কথা ভাই! কিছু মাত্র

নিজের স্বার্থ যার মনেতে নাই ; সে জন, উদাসীন
আর, গৃহী হোক পূজা করি তাঁর চরণ ॥

(তিনি ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব যা হউন) ॥ ১১৪ ॥

প্রথম গানের ছায় সুর । তাল—ধেমটা ।

আয় রে মন্ আগার সাথে বৈদ্যনাথ, হবে রোগের
প্রতীকার ।

- ১ । তিনি যে অনাথের নাথ হন বৈদ্যনাথ, কাস্মালে
তাঁর দয়া বড় ; তাঁর দ্বারে ধরা দিলে তাঁয় ডাকিলে,
কোন রোগ না থাকে কার ।
- ২ । তিনি হন বড় দয়াল ধনী কাস্মাল, সকলেই যে
সমান তাঁর ; তাঁরে ভাই সকাতরে ডাকুলে পরে,
দয়া করেন যার তার ।
- ৩ । কাস্মাল কয় সে বৈদ্যনাথ অনাথের নাথ, টাকা
কড়ি লন না কার ; কেবল রে ভক্তি ক'রে ডাকুলে
পরে, রোগ হ'তে করেন উদ্ধার ॥ ১১৫ ॥

৪র্থ গানের ছায় সুর তাল—একতালা ।

শক্তিপূজা কথা কথ্য না ; (শ্রামা) । যদি, কথা
কথ্য হ'ত, চিরদিন ভারত, শক্তি পূজা শক্তিহীন
হ'ত না ।

- ১। কেবল, ডাকের্ গয়নায় ঢাকের্ বাজ্‌নায়, শক্তি
পূজা হয় না ; এক মনোবিষদল ভক্তি গঙ্গাখল,
শতদল্ দিলে হয় সাধনা । (হৃদয়)
- ২। দিলে আতপায় কি মিষ্টান্ন, মা যে তাতে ভোলেন
না ; কেবল জ্ঞান-দীপ্‌ ফ্লে, একান্ত-ধূপ দিলে,
ব্রহ্মময়ী পূর্ণ করেন্ কামনা । (ও ভাই)
- ৩। বনের্ মহিষ অজ্ঞা মাঘের বাছা, মা সে বলি লন
না ; যদি বলি দিতে আশ স্বার্থ কর নাশ, বলি-
দান্ কর বিলাসবাসনা । (ও ভাই)
- ৪। কান্দাল কয় কাতরে জাত্‌ বিচারে, শক্তি পূজা হয়
না ; সকল “এগ” এক হ’য়ে, ডাক মা বলিয়ে, নইলে
মাঘের দয়া কড়ু হলে না ॥ (ও ভাই) ॥ ১১৬ ॥

ভাল – কয়ালী ।

প্রেম ভরে সবাই কর নাম গান । প্রাণ ভরে বল
হরি, শীতল হবে প্রাণ ॥

- ১। নর নারী এক হৃদয়ে, ডাক তাঁরে সদল্ হ’রে,
(কেউ দূরে থেক না, সাধু পাণী তাণী) দীন দয়াল
ব’লে ডাকুলে, পাবে পরিভ্রাণ ।
- ২। তাঁরে ডাকুলে সকাতরে, ভক্তি ক’রে প্রেম ভরে,
(তিনি দয়া করেন রে, যাবে তায়ে,) দ্বিজে ফেলে
চণ্ডালে রে, চরণে দেন্ স্থান ।

৩। তিনি পিতা মাতা আবার, পরম বন্ধু সবাকার,
(কেউ দূরে থেক না, ডাক দীনবন্ধু বলে, ডাক অধম-
তারণ ব'লে,) তাঁর কাছে নাই আতের বিচার,
সকলই সমান ।

৪। সত্যতরে কয় কাঙ্গালে, পণ্ডিত যারে ভাজা বলে,
(কেউ পরশ করে না, মহাপাণী বলে, যম যারে
দণ্ড করে,) এমন পাণী ডাকলে তাঁরে, করেন
কোল দান ॥ ১১৭ ॥

৫. ৮৯শ গানের ছাদ্ধ সুর । তাল— একতালা ।

ভক্ত হওয়া মুখের কথা নয় । ভক্ত হ'তে যার, ইচ্ছা
তার, আগে শাক্ত হ'তে হয় ।

১। শাক্ত হইলে শক্তির প্রকাশ, সেই শক্তিতে হয়
প্রযুক্তি বিনাশ ; গান্ অপমান বলিদান, দিয়ে কর
রিপু জয় ।

২। রিপু হ'লে জয় জ্ঞানের বুদ্ধি, তখন অনায়াসে হবে
ভূতশক্তি ; সিদ্ধি না হ'লে জ্ঞানবলে, অ আ ই ঈ
ক'রতে হয় ।

৩। সিদ্ধি হ'লে মন বৈষ্ণব লক্ষণ, তখন হিংসা
আদি হবে রে বারণ ; বিবেকী যখন হবে মন, তখন
রে ভক্তির উদয় ।

- ৪। কাসাল বলিছে ভক্ত হয় যখন, ওরে ভেদ জ্ঞান না থাকে তখন ; যায় প্রহৃতি নিহৃতি, জগৎ দেখে ব্রহ্মগয় ॥ ১১৮ ॥

—ঃ*ঃ—

ভাগ—গড়ধেমটা।

কে যাবি মাছ ধরিতে? আয় রে ভাই আমার সাথে।

- ১। পদ্মপুকুরের মাঝে, গোড় করিয়ে মাছ র'য়েছে রে; যদি পারিস্ ধ'রতে, (সে মাছ যতন ক'রে) কোন মতে, স্মৃথ পাবি রে ভোক্তনেতে।

(মাছ ধ'রতে পারলে)

- ২। বিশ্বাসের ছিপ ক'রে হাতে, দেরে একান্ত-স্বতা তাতে রে; জ্ঞানের নড়সীতে, (উপরে শিবেকের কল) যতনেতে, নামের টোপ দেরে গেঁথে।

(হরিহর)

- ৩। মাছের ঠোকে কল মড়িলে, যেন আসন্ নাহি টলে রে; চোখ রেখে কলে, (বসে থেকো রে ভাই) কল্ ডুবিলে, স্মৃতা ছেড়ে যুতে যুতে।

(হেঁকুচা টান্ দিও না)

- ৪। খেলা ক'রবে সে মাছ যখন, মাছের সাথে ভূমি খেল তখন রে; খেলা না ছাড়িলে, (সে মাছ

আপ্না হ'তে) ছিন্ টানিলে, হাই পড়িবে সব
আশাতে । (হুতা ছিঁড়লে পড়ে)

- ৫। যদি রে মাছ ধ'রতে পার, ইচ্ছামত মাছ পাক
ক'র রে ; ভাতে ভাজা ঝোল, (নিজের ইচ্ছা যেমন)
কোরুমা অশ্বল, যেমন ইচ্ছা হয় গনেতে ।

(তখন তোমার)

- ৬। গাছ না ধ'রে নিজের হাতে, কাঙ্গাল মাছ ভাজিছে
কল্পনাতে রে ! কভু ক'রছে অশ্বল, (আপ্ন মশে
মনে) কখন ঝোল, গুণগোল তাই জগতেতে ॥

(পুকুরে মাছ নাই ব'লে) ॥১১৯॥

৮২ শ গানের ছায় সুর। ভাল— একতালি।

সেই প্রেম রতন কি সহজে মিলয় । যে প্রেম লাগি
বৈরাগী, সর্বভ্যাগী হুতাজয় ।

- ১। যে প্রেম লাগিয়ে নারদ সদাই, মুখে হরি বলে,
সুখী শুক গোঁসাই ; যে রতন পেয়ে বিষ খেয়ে,
বালক প্রহ্লাদ বেঁচে রয় ।
- ২। ধ্রুব হ'য়ে যে প্রেম অভিলাষী, মায়েক্কোল ছেড়ে
হয় অরণ্যবাসী ; যে প্রেম লাগিয়ে ভাবিয়ে,
গোঁরাঙ্গ সন্ন্যাসী হয় ।
- ৩। যে প্রেমে হইয়ে উন্মাদ, রাজা রামকৃষ্ণের হয় রাজত্ব

প্রমাদ ; ছেড়ে অতুল ধন পরিজন, লালার ঝরু
ককির হয় ।

৪ । শঙ্কর আচার্য্য নানক তুলসীদাস, যে প্রেম মহিমা
করেন প্রকাশ ; যে প্রেম মহিমায় রামমোহন রায়,
এ বাঙ্গলায় হ'লেন উদয় ।

৫ । দবীর আর কবীর দুটী ভাই ছিল, তারা সংসার
ছেড়ে বৈরাগী হ'ল ; পাদুসা ইব্রাহিম নেজেদীন,
যে প্রেমগেতে ককির হয় ।

৬ । কাঙ্গাল বলিতে, এ প্রেম যার আছে, ওরে সীসা
সোণা সমান তার কাছে ; বিষয় অহঙ্কার নাই রে
তার, মান্ অপমান সমান হয় ॥ ১০০ ॥

—:~:—

৪৭ শ গানের স্থায় স্থায় ভাল—একতারা ।

ভক্তিগুণে কিনা ঘটিছে । এই অনন্ত ব্রহ্মাও গায়
না যার অন্ত, হৃদয় মন্দিরে তাঁরে দেখিছে । (ভক্ত)

১ । যার মহিমা হয় অসীমা, যোগে যোগী ভাবিছে ;
কেবল, ভক্ত ভক্তিগুণে সদা সর্বস্থানে, সর্বভূতে
তাঁর প্রকাশ দেখিছে । (ভক্ত)

২ । অগৎ ব্রহ্মাও যে, যে জনা রে, আশ্রয় ক'কে
র'য়েছে ; যার সকলি অনন্ত নাই আদি অন্ত,
দেখ ভক্তিগুণে তাঁরে হৃদে বাঁধিছে । (ভক্ত)

৩। যে জন তারা গ্রহ উপগ্রহ, আদি শূন্যে ঘুরাচ্ছে ;
ভক্ত ভক্তিভরে তাঁরে বুলায়ে সাদরে, অপার
আনন্দ-নীরে ভাসিছে । (ভক্ত)

৪। ককীর কিকিরচাদে বলে কেঁদে, যে জন হৃদে
জাগিছে ; হারা হ'য়ে ভক্তিধন পাইনে তাঁর
দর্শন, কুবাসনা মেঘে তাঁরে ঢেকেছে ॥ (আমার)

— ০ —

॥ ১২১ ॥

তাল গড়খেমটা ।

যদি কল্পনা ক'রে, অরুণীর্ সে রূপ দেখা যে'ত ।

১। তবে সাধন ভজন ছেড়ে লোকে কল্পনা করিত, কত
জল্পনা করিত ; লোকে কল্পনার জল পান করি
শীতল হইত ।

২। মাতৃহীন শিশুর কাছে ছবি গ'ড়ে দিত, যাহু তোর
মা এই বলিত ; শিশু আমার মা বলিয়ে ছবির
কোলেতে উঠিত ।

৩। যদি কল্পনাতে রূপ গ'ড়ে মা ব'লে কাঁদিত, তবে
বুক কি জুড়াত ; প্রাণের সাগর উথলিয়ে বক্ষঃস্থল
ভাসিত ।

৪। কাঙ্গাল বলে যদি লোকে সাধন করিত, মায়ের
চরণ পূজিত ; তবে চোখে নাকে কাণে জিভায় সে
রূপ দেখিত ॥ ১২২ ॥

তাল—এ ।

বড় গোল নিরাকার নয়, সাকার সে জন, গোলে
দিন কেটে যায় । যে ভাবে সে ভাবে ডাক, ডাক
রে তাঁয় ॥ (একান্তে, এক প্রাণে, এক হয়ে)

১। চক্ষু বু'জলে অন্ধকার দেখায়, যে বলে সে জন্মান্ত
নিশ্চয় ; আমি, চক্ষু মুদে দেখি হৃদে, আনন্দময় ॥
(সে রূপ কি)

২। দূরবীণ অনুবীক্ষণের কাজ নয়, যে সেরূপ কি রূপ
দেখাইয়ে দেয় ; তবে যোগের চোখে দেখলে
তাকে, দেখা যে যায় ॥ (তবে তাঁর)

৩। অরূপীর যে কিবা অপরূপ, কার সাধ্য তাঁর প্রকাশে
স্বরূপ ; কেবল সাধক জানে ধ্যানে প্রাণে, রূপ
কি হয় ॥ (অরূপীর)

৪। ফিকির কয়, ধরা না দেয় মোরে, লুফেচুরী খেলা
যে করে ; এবার আছি ব'সে ধরবার আশে, দেখি-
লেই হয় ॥ (আর একবার) ॥ ১২৩ ॥

৫৮ শ গানের স্থায় সুর— তাল গড়ধেনটা ।

দেশটা মাতালে রে ছুই মাতালে ? মদের ঢালা-
ঢালি ঢলাঢালি ডুবিয়ে সকল ডুবালে । (মদে)

১। এক গাতাল দেখে হায়, কেবল শুঁড়ির সেবার,

- তালুক মূলুক টাকা-কড়ি সকলি খোয়ায় ; আবাবু
চেয়ে দেখ মাতাল এক, জমিদারী যায় ফেলে । মদে,
- ২ । এক মাতালে মদ খায়, ও সে ভূমেতে গড়ায়, মরার
মত পড়ে থাকে আবাবু উঠে খায় ; ও তার মুখে
গন্ধ ক্ষুধা মন্দ, চোখের তারা কপালে । (ওঠে)
- ৩ । আবু এক মাতাল দেখ হায় ! দশা তুল্য তুলনায়,
পৃথক্ কেবল নিজের ভাঁটি, খাঁটি মাল জন্মায় ;
খেজুর রসের মত অবিরত, চুষায়ে পড়ে গালে ॥
(সে মদ)
- ৪ । দেখ এই দুই মাতালে, পৃথক্ মরণ কালে, শুঁড়ির
মাতাল মরে যকুৎ পীলায় ঘা হ'লে ; মরে আর
এক মাতাল, বলে কান্দাল, ব্রহ্মরুক্ কাটিলে ॥ মদে
- ৫ । ডেকে বলিছে কান্দাল, দেখ আবু দুটী মাতাল,
নিভাই গৌর গুণের ঠাকুর পরম দয়াল ; প্রেমে
মাতোয়ারা জ্ঞানহারী, নাচে আর হরি বলে ॥
(প্রেমে) ॥ ১২৪ ॥

৩৭ শ গানের আর সুর । ভাল— তেতালী ।

বলি দাও বলে সব, বলি কি তা বোঝে না । বলি
কারে বলে ভেবে দেখে না ॥

- ৬ । হুক লতা বনস্পতি, যত দেখ অগতে, বলিদানে

অগৎ মাতার পূজা করে তাবড়ে ; কল শস্ত্র কহি
দান ওষধি হারায় প্রাণ, বিনা আত্ম-বলিদান পূজা
সিদ্ধি হয় না হয় না ॥

- ২ । রক্ত দানে শক্তি পূজা, করে যে সব বলবান্, তারা
শক্তি নাম ধরে, লোকে করে তাদের কীর্ত্তিগান ;
রাখিতে ধর্ম্মের মান, করে যারা প্রাণ দান, করে
তারা বলিদান, ছাড়ি সংসার বাসনা কামনা ।
- ৩ । কাঙ্গাল বলে বন পশু, বলি দেয় রে যে জনা, তারা
আপন ঘরের মাঝে, কত পশু আছে জানে না ;
মন তুমি দাঁও বলি, রাগ দ্বৈষ মতিষ বলি, লোভ
নরবলি কাম অজাবলি বল্লনা জল্পনা ॥ ১১৫ ॥



উদ্দীপন ।

৩৫শ গানের জায় হ্রস্ব তাল—গড়বেমটা ।

ব'সে চাতকু পাখী ডাকে রে ডালে । মেঘের জল
বিনা পিপাসা যায় না, তাই কটিক জল দে বলে ।

- ১ । ভাঙ্গা কলেতে আকাশে, যদি মেঘে বারি বর্ষে,
হাও রে ! তবে ত তার পিপাসা যায়, তুষ্ট না হই
অন্য জলে ।
- ২ । না হইলে মেঘের প্রকাশ, দেখ, চাতকু ত তার

ছাড়ে না আশ হায় রে ! মেঘ এসে জল দেয় তারে,
দেখ যথাসময় কালে ।

- ৬। চাতক পাখীর্ ভাবটি দেখে, কাঙ্গাল নীরব হয় না,
তাঁরে ডাকে হায় রে ! কাঙ্গাল জল্ পাবে ভরসা
আছে, দয়ানয়ের দয়া হলে ॥ ১২৬ ॥

— — —

৩২শ গানের ভায় সুর। তাল—গড়ধেমটা।

ঘরি এ কার্ মেয়ে, ঘানিগাছে বসে রয়েছে। ঐ যে,
মোটা সরু বলদ গোরু, ঘানি গাছে ঘুরিছে।

(কাঁধে জোয়াল)

- ১। ঘানিগাছে বাসনা মত, অবিরত বরিতেছে রস শত
শত ; যে যা যাচে, ঘানিগাছে, সেই মত রস
পাইছে। (কাম অকাম)
- ২। এক গাছে রস নানা মত হয়, তিত্ত কষায়, অল্প
মধুর, যে যেমন যা চায়, রসের এক বিন্দু, হচ্ছে
সিদ্ধ নানা রসে ডুবিছে ॥ (ইচ্ছামত)
- ৩। কেউ করিয়ে কাম্য রস পান, পরে জীবন হারায়,
ওড়ের হাঁড়ায়, মৌগাছির সমাল ; কেহ অন্যায়সে
ভক্তি রসে, পান করিয়ে নাচিছে। (নামামৃত)
- ৪। কাঙ্গাল ভবের্ গাহের বলদ, গাছে কি রস চোয়ান,
চের নাহি পায়, এমনি অবোধ ; ও সে, ঘানি

টেনে, কাতরু প্রাণে, রস নাহি পান করিছে ॥

(যানি টেনে মরে) ॥ ১২৭ ॥

৪৬শ গানের আয় স্বর । তাল—গড়খেমটা ।

কোন কারিকর ঘুড়ি উড়াচ্ছে । বাতাস ভরে ঘুড়ি
উড়ে, কত খেলা খেলিতেছে ॥

- ১ । কখন গোপ্তা খেয়ে, কখন লপ্টাইয়ে, কোণ বুকিয়ে
সোজা দাঁড়াচ্ছে ; ঘুড়ির ডুরি আছে ও বরু হাতে,
যে ঘুড়ি উড়ে তাহার মতে, সে ত আকাশ ভেদ
ক'রে, মাথা ধেয়ে উঠিতেছে ।
- ২ । না মানি কারিকরে, যে ঘুড়ি আপনার জোরে,
আকাশে ঘুরে ফিরে উড়ছে ; সে ত লপ্টাইয়ে
গোপ্তা খেয়ে, উঠে না আর মাথা ধেয়ে, আখেরে
নীচে গিয়ে গড়াইয়ে পড়িতেছে ।
- ৩ । যে ঘুড়ি কাটে ডুরি, তার তো বিপদ ভারি, পাঁচ
বালক ধরে টেনে ছিঁড়িছে ; কারিকর না ছাড়ে
ঘুড়ি, আপন হাতে কারিগরি, মৌখীনে সেই
সখের ঘুড়ি, ফিরে আবার গড়িতেছে ।
- ৪ । কামাল কয় কারিকরে, উড়তেছি ডুরির জোরে,
টেনে লও ডুরি ধরে নিকটে ; ওহে ! ডুরির টানে

টানু খেয়ে, আমি উপরে যাই মাথা খেয়ে, রাখ
প্রাণ দেখা দিয়ে, তোমায় কাঙ্গাল ডাকিতেছে ॥

— ৪ —

॥ ১২৮ ॥

তাল—গড়খেমটা ।

নদী বল রে বল আমায় বল রে । কে তোহে
ঢালিয়ে দিল এমন শীতল জল রে ॥

১। পাষাণে জন্ম নিলে, ধরুলে নাম হিমশিলে, কার
প্রেমে গলে আবাবু হইলি তরল রে ; ওরে যে
নাথেতে তুমি গল, সেই নাম একবার আমায় বল,
দেখি গলে কিনা আমার, কঠিন হৃদিস্থল রে ।

২। কার ভাবে দীরে ধীরে, গানু কর গভীর স্বরে,
প্রাণ মন হরে কিবা শব্দ কল কল রে ; নদী রে
তোব ভাবাবেশে, যখন যায় রে বকঃস্থল ভেসে,
তখনি বর্ষা এসে, ভাসায় ধরাতল রে ।

৩। ভক্তজন্ম পবন সঙ্গে, গুলক না ধরে অঙ্গে, প্রেম
তরঙ্গে তুমি কর টলমল রে ; তুমি নেচে নেচে ছুটে
বেড়াও, যারে নিকটে পাও তারে নাচাও, উচ্চ
রবে কার নাম গাও, হইয়ে বিকল রে ।

৪। সর্বত্র সমান স্বভাব, কোথাও নাই গুণের অভাব
মরিরে তোমার প্রভাব, শক্তি কি অটল রে ; তুমি
স্বপ্না ক'রে না দাও ফেলে, যত সরা মরা কর কোলে,
ক'রলে পরশ তোমার জলে, জল হয় শীতল রে ।

- ৫। যে স্বপ্ন করে তোরে, তার স্বপ্ন তোমার নীরে,
তাই নদী তোমার তীরে, দেখি শ্রুশান স্থল রে;
যোগী ঋষি আদর্শ ক'রে, তাই তোমার তটে সাধন
করে, হয়ে থাকে তোমায় হেবে, হৃদয় নিরমল রে ।
- ৬। মুচ মন্ যত নরে, কিছু না গিচার ক'রে, ভব জলে
ভাগ করে মূর আর মল রে ; তাতেও তোমার
না যায় পৌরব, তুমি মায়েন্ মত সম্বর সব, কাজা-
লের ভব-বাক্ষব শ্রুশান-গঙ্গাজল রে ॥ ১২২ ॥

৩৮ শ গানের জায় স্থর । তাল—গড়ধেমটা ।

পাখী য়োর্ সেই কথাটি বল না । মনে বড় আশা,
তাই জিজ্ঞাসা, ক'রবো ক'রতে পারি না ।

- ১। অতি প্রভাত্ কালেতে, বসে গাছের ডালেতে,
তুই, উর্জযুখে ডাকিস্ কারে মনানন্দেতে ; তারে
না ডাকিলে প্রভাতকালে, স্নান পেল গিলিস্ না ।
- ২। শক্তি নাই বলে তোরে, খেতে দেয় অকাতরে,
তোয়, এমন দরদি জন্ কোথা বল্ না আমারে ; যে
জন্ এমন দাতা বল সে কোথা, শুন্বো তা আজ
ছাড়ব না ।
- ৩। তোয় গর্ভ সঞ্চারে, গাছের ডালের উপরে, এমনি

ক'রে কর'রে বাসা কে বলে তো'রে ; আবার ডিম্ব
হ'লে তায় তা দিলে, কে বলে হবে ছানা ।

- ৪ । কিকিরটাদ কয় কাঁদিয়ে, অশেষ পাঙ্গী বলিয়ে,
ব'লে না সে কথা পাখী গেল ডাড়িয়ে, তবে কোথায়
যাব, কায় ডাকিব, কেউ যে কথা বলে না ॥ আমায়,
— ॥১৩০ ॥

প্রথম গানের ছায় সুর । তাল— খেমটা ।

ওরে ভাই হিমগিরি বিনয় করি, বল একবার
আমার কাছে ।

- ১ । কেবা রে আদর করে তোমার শিরে, সোহাগ ঝুটি
বাঁদিয়েছে ; আবার, সেই চু'ায় চুড়ায় কেবা
তোমায়, হীরার টোপর পরিয়েছে ।
- ২ । যখন রে প'ড়ে আলোক মারে কলক, চুণি মনি
টোপর মাঝে ; ওরে, তোর মাথার উপর এমন
টোপর, কোন কারিগর গড়িয়েছে ।
- ৩ । এত যে সোহাগ তোমার তবু আবার, দুটি নয়ন
ঝুরিতেছে ; তাহাতে যে কয় কয়, নিরন্তর নিকরের
অল পড়িতেছে ।
- ৪ । কাসাল কয়, ওরে আখা ও নয় কাঁদা, প্রেমে গিরি
গলিতেছে ; অথবা ভারতের দুখ দেখে রে বুক,
কাঁটে পাষণ গলিতেছে ॥ ১৩১ ॥

—):৪:(—

ঐ সুর— ঐ তাল ।

ওরে ময়ূর্ বল্‌রে মোরে, কেবা তোরে, এমন্
ক'রে সাজিয়েছে ।

১। মরি কার্‌ এত সোহাগ এ অনুরাগ, রঙ্গের পোষাক
পরায়েছে; তুমি রে কার্‌ সোহাগে অনুরাগে,
প্যাকম্ ধরে বেড়াও নেচে ।

২। একে অপূর্ব পাশ পালকু ঢাকা, চাঁদের রেখা
ভায় শোভিছে; যে তোরে এমন্ করে চিত্র করে,
সে চিত্রকর্ কোথায় আছে ।

৩। ময়ূর্ তো'র সর্বরঞ্জন ক'রে যে জন দুটী পা কুৎ-
সিত্ ক'রেছে; সে তোরে একাধারে রঞ্জনকারি-
দর্পহারী গুণ্ দেখাচ্ছে ।

৪। কাঙ্গাল কয়, এ ঘা'র্ ময়ূ'র গুণে'র্ ঠাকুর, সে যে
আমা'র্ জগৎ মাঝে; ওরে তা'র্ গুণে'র্ অন্ত বেদ
বেদান্ত, না পেয়ে নিষ্ঠূ'র্গ বলেছে ॥ ১০২ ॥

—•—

৪০ শ গানের আয় সুর। তাল—গড়ধেমটা।

ওরে যুগ আমায় বল ? (রে) স্বাধীন মনে চর বনে,
এত পুণ্য কিবা ছিল ।

১। খেয়ে লতা পাতা ঘাস, বনেতে কর রে বাস, নাই
বিলাস দারমাস স্বচ্ছল; যোগী তোরা যুগ সবাই,

তোদের ঘেব হিংসা প্রভু নাই, আত্মীয় দল
বেঁধেছে তাই, আছে পরস্পরে মিল ।

২। প্রয়োজন হ'লে পরে, নাহি যাও ধনীরা ঘরে, যাও
প্রান্তরে চরে কেবল ; ধন্য তোদের স্বাধীনতা, সম্বন্ধ
আছেন বিধাতা, শুনে ধনীর বাঁকা কথা, চক্রে
নাতি পড়ে অল ।

৩। ভূমির নাই ধাক্কা, স্বামীর নাই তাড়না, কাণ্
ধরে আন বলে না প্রবল ; তাড়া দিলে ব্যাধনগে,
বন ছেড়ে যাও অন্য বনে, প্রাণ গেলেও যুগ কোন
অনে ধর্ম্মাবতার নাহি বল ।

৪। যদি যুগ বল বনে, বাণ দিবে অকারণে, যুগদল বধে
প্রাণে চণ্ডাল ; কাকাল বলে কাতরেতে, প্রাণ
গেলেও যুগ ব্যাধের হাতে, ধনীরা বাক্যবান হতে,
ব্যাধের বাণ বরং ভাল ॥ ১৩৬ ॥

৪৭ শ' গানের তায় সুর ভাল— একতাল ।

কার্ শোভাতে শোভা পাইছ। (লো,) ওলো আমার
বল সে বারতা, ওলো কুম্কে লতা, রূপের প্রভাষ
বন আলো ক'রেছ ॥ তুমি,

১। কেবা এমন করে ধরে ধরে, সাজায় তেমায়

- স্বসাজে লো; তোমার বিবিধ বরণে, ময়ূর পুচ্ছ
 জিনে, কাহার সোহাগে এ সাজ সেজেছ লো। তুমি
 ২। কেমন তিনটি গিরে মাথায় পরে, সদা করে বিরাজ
 লো; আবাব্ মাঝে পাঁচটি কল, চমৎকার সে স্থল,
 কাহার কোশলে সে সকল ঘুরিছে। বল,
 ৩। ফিকিরটাদে বলে কুম্ভ ফুলে, এ সাজে যে সাজা
 লো; তাঁর রচনা দেখিতে, মহিমা জানিতে, মুচ
 মন কেন না ধাইছ ॥ (বল আমার,) ॥ ১৩৩ ॥



৩৮শ গানের গ্রন্থ সুর। ভাল—গড়ধেমটা।

- কোথা তে এ সব আসে কোথা যায়; ও তা ভাব্তে
 গেলে মাথা ঘোরে, ভাবনা শেষে ভাবনা পায়।
 ১। ভাইরে, বট গাছের বীচি, ওতা নিতান্ত কুচি,
 তার ভিতরে খুঁজলে পরে জল একটু রতি; যদি
 মাটিত শড়ে দু'দিন পরে, সেই রতি জল আস-
 মান যায়।
 ২। ভাইরে! রক্ত আর বীজ, ও তা দুজনের দুই চিহ্ন,
 ও তা জানে গুনে লোকে কিস্ত হয় না তার উদ্দেশ;
 আবাব চিত্রকরে চিৎ করেছে, রং করে শূঁখ-
 পোকায়।

- ৩। ফকির ফিকিরচাদে কয়, একি কথার কথা হয়,
ওরে বাবার বাজী বোঝা কার বাবার সাধা নয়;
একবার ডুগ দে রে মন ভাব সাগরে, সঁতার
দিবার কাজটি নয় ॥ ১০৫ ॥

৪৭ শ গানের ছান্ন সুর তাল—একতালা।

ভাবতে গেলে মানুষ পাগল হয়। (রে) আহা
বাতাস না পাইয়ে, বাসায় বদ্ধ হয়ে, কেমন করে,
গুটী পোকা বেঁচে রয়। রে,

- ১। থেকে বাসার মাঝে কত সাজে, সেজে সে যে
বাহির হয়; ও তার বাসার মাঝে গিয়ে, কেবা দেয়
সাজায়ে, কোন্ কারিগরের এত কৌশল হয়। রে,

- ২। আগে কুৎসিত ছিল শেষে হলো, কি উজ্জ্বল শোভা
ময়; ও তার বিচিত্রতা কিবা, দেখলে সে শোভা,
কত মত হয় মনে ভাবোদয়। রে,

- ৩। যে জন ঘুরায় বসি রবি শশী, অসাধা তার কিছুই
নয়; কেবল তার কৌশলেতে, থাকিয়ে বাসাতে,
গুটি পোকা শেষে প্রজাপতি হয়। রে,

- ৪। দেখে এ সব ভাবে ভেবে ভেবে, কেঁদে ফিকির-
চাদে কয়; আমায় যা হয় একু তা কর, তোমার
প্রতি ভার, ইচ্ছাময় তোমার বাহা ইচ্ছা হয় ॥

(ওহে) ॥ ১০৬ ॥

১১৯ শ গানের স্তায় শ্রুত । তাল— গড়ধেমটা ।

কেমনে ভুলিব তোমায়, তুমি কি ভুলিবার ধন ।

১। যখন যে দিকে ফিরাই আঁখি, কেবল তোমারই
মহিমা দেখি হে ; দেখে আশ মেটেনা, (ওহে প্রাণ
সখা !) যতই দেখি, ততই হেরি নূতন নূতন ।

(সেই মহিমা)

২। পর্বত উন্নত শিরে, ওহে সাগর গভীর স্বরে হে ;
তোমার রবি শশী. (ওহে দীন দয়াময়) চারুকরে
মহিমা করে কীর্তন । (দিবানিশি)

৩। ডাকে তোমায় ঘন ঘন, ওহে গভীর গরজে ঘন হে ;
(তোমার, প্রেম পিপাসু. ওহে প্রেম জলধর !)
চাতক পাখী উর্দ্ধ মুখে ধায় হে তখন ।

(প্রেম বারির আশে)

৪। উঠে যখন তরুণ ভানু, দেখিয়ে তার লোহিত তনু
হে ; তোমার স্নানীতল, (ওহে জ্যোতির্ময় !)
লোহিত জ্যোতিঃ, অগ্নি আমার হয় হে স্মরণ ।

(সেই শীতল জ্যোতিঃ)

৫। ভাসি দুটি চোখের জলে কাঙ্গাল-ক্ষেপাটাদ বকীরে
বলে হে ; একবার দাঁড়াও এসে, (হে কাঙ্গালের
সখা !) হৃৎকমলে, দেখি তোমার অভয় চরণ ॥

৪। শ গানের স্থায় স্থর। তাল—একতাল।

ভুলনা রে ভুল না তাঁহার। ও য়ার্দয়ার তুলনা,
অগতে মিলে না, অগৎ প্রকাশ য়ার মহিমায় ॥ (এই)

১। তুমি বিষয় আশয় বন্ধু সহায়, পেয়েছ রে য়ার
রূপায়; তিনি বিষয়ের বিষয় সর্ব মঙ্গলময়, সম্পদে
নিপদে সকলের সহায় ॥ যিনি

২। তুমি বিষয় পেয়ে মোহিত হয়ে, ভুলে আছ তুমি
যাঁহার; যদি তিনি ভোলেন তোমায়, কি দশা হয়
হায়, তুমি কোথায়, তোমার বিষয় রয় কোথায় ॥

তখন,

৩। দুখে কাঙ্গাল বলে নয়ন অলে বন্ধঃস্থল ভেসে যায়;
আমি ভুলে আছি তাঁরে, না ভোলেন আমারে,
তিনি মধুর স্বরে ডাকিছেন আমায় ॥ (কতবার) ১৩৮ ॥

তাল—গড়খেমটা।

যদি দেখি তাঁরে, তবে ভাই! আয় রে শান্তিপূরে।

১। আমার চৈতন্য নিত্যানন্দ, সদা বিরাজ করে, দেখ
অদ্বৈতের স্বরে; একে তিন তিনে এক হয়, দেখে
বিচার ক'রে ॥

২। নিত্যানন্দ বিনে কে চৈতন্য দিতে পারে, ওরে এ
মায়া ঘোরে; আবার, দুইকে মিলায়ে দেয় অদ্বৈত
দয়া ক'রে ॥

- ৩। চৈতন্য পাবিরে অদ্বৈত চিন্তা ক'রে, ওরে নিত্যা-
নন্দে ধ'রে ; একু ধরিলে তিন্ যে মেলে, এক ছাড়া
তিন্ নয় রে ॥
- ৪। কাঙ্গাল মরে অহঙ্কারে, মনে কিকির ক'রে, বিদ্যা
গিজ্ঞানের ঘোরে ; ও সে গোড়া কেটে আশ্বাস
জল দিচ্ছে বারে বারে ॥ ১৩৯ ॥

ভাল ঐ।

- (ওরে ও) চিড়ে মহোৎসবে মজ তবে মন্ আমার ।
ওরে যথাবিধি চিড়া দধি, চিনি কর একাকার ॥
- ১। মাল্‌সা মানস ভোমার, নিতাই দয়াল্‌ অন্তার,
ওরে সাধন কঠিন হয় রে, চিড়া যে তাঁহার ; গৌর
দয়াল নিধি নিরবধি, প্রেম-দাধ দেবেন্‌ আবার ।
 - ২। তত্ত্বজ্ঞানের আধার, দেখ অদ্বৈত আমার, একমেবা-
দ্বিতীয়ন্‌ চিনি যে তাঁহার ; এ তিন মিশাইয়ে কর
গিয়ে, চিড়া দধির ফলার ।
 - ৩। ভাসি নয়নের জলে, কাঙ্গাল কিকিরে বলে, চিড়া
দধির ফলার না হয় আমার কপালে ; যদি ঘোটে
কখন, ভক্তি-লবণ বিনা আশ্বাস হয় না তার ॥

৪৭শ গানের আয় স্থর। তাল—একতালা।

কে জানে সে কোথায় রয়েছে ।(রে,) ও যার নিয়মে
ভুবন, তারকা তপন আপন আপন পথে চলিছে ।

১। একি চমৎকার কেহ কার, নাহি পরশ করিছে ; ও
যার, গগণে তপন, তপনে ভুবন, ভুবনে কতই
চাদ্ ধূরিছে । ওরে,

২। নাহি ধনী মানী, গুণী জ্ঞানী, পানী তানী তাঁর
কাছে ; ও তাঁর জলদ পবন অনল শমন, সব
ভাবে সবায় সেগিছে । ওরে,

৩। দুঃখে বলে কান্দাল, জ্যোতিরু জাঙ্গাল, চিরকাল ত
জ্বলিতেছে ; তাদের কেবা রে হজিল, কেবা জ্যোতিঃ
দিল, সুখালে সঁকলে নাহি বলিছে । ওরে, ॥ ৪০ ॥

— ০ —

তাল ধেমটা।

(আরে ও) অরুণীৰ যে স্বরূপ দেখেছে । এ সংসারে
তার কি কুলের ভয় আছে ।

১। সংসারের সং সাজে সে কি ; সে যে রং মহলে
বারাম দিয়ে ব'সেছে ।

২। সমাজ নাই সব্ সমান জ্ঞান ; হরিপদ-বৃন্দ যে
পায় মেখেছে ।

- ৩। লোক লাঞ্জে ভয় কি আছে; ত্রিলোকের যে আলোক মাঝে ব'সেছে।
- ৪। জাতের বিচার রাখে সে কি; সে যে সকল ছেড়ে অজাতে দাঁড়ায়েছে।
- ৫। ফিকিরের সে দিন কি হবে; কবে জাত হারাবে অজাতে দাঁড়াবে সে। ॥ ১৪৩ ॥

প্রথম গানের স্থার সুর। তাল—খেমটা।

বসায়ৈ সখের মেলা, রসের খেলা, দিন দুই চার
খেলে ভাল।

- ১। মেলা ত দে'খে চোখে মেলা লোকে, কিবা উপ-
দেশ পেল; বাজিল শেষের ষড়ি তাড়াতাড়ি, যার
বাড়ি সেই চলিল। (সখের মেলা ভেঙ্গে পেল)
- ২। যদি ভাই বুঝে থাক ভেবে দেখ, ভব মেলার বেলা
ডুবল; এ সংসার রসের খেলা, রেখে পাগ্লা,
ভবের ভেলা খুঁজিগে চল।

(পারে যাব যাতে রে সেই)

- ৩। এই কাদাল ফিকিরটাদে, জীবের পদে ধরে, বলে
ভাই হরি বল! ঐ দেখ ডুবল বেলা, ভাঙ্গল খেলা
রেখে খেলা সেই বাড়ী চল ॥

(যে বাড়ী হ'তে এলে মেলায়) ॥ ১৪৮ ॥

প্রথম গানের স্থায় সুর। তাল—ধেমটা।

ছুনিয়ার ভোজের বাজী, মোদ্রা কাজী ভাব্লে
শাগল পণ্ডিত জ্ঞানী।

- ১। সন্তানের সন্তাবনায়, কি বাজী হয়! স্তনের রক্ত
দুধ অমনি; ওরে দুধ ছিল কোথায় কেবা ঘোণায়
এমন দয়াল বল্ কে শুনি।
- ২। যত দিন দাঁত না উঠে সেই দুধ চাটে, মায়ের
কোলে বাছুমণি; আবার রে দাঁত উঠিলে ভাত
চিবালে, লুকায় দুধের প্রস্রবনী।
- ৩। কাদাল কয় অমৃতেরে গরল করে, গরল হয় অমৃত
জানি; দেখ রে তার প্রমাণে, গরল পানে বাঁচেন
প্রহ্লাদ গুণমণি ॥ ১৩ ॥

১৫শ গানের স্থায় সুর। তাল—একতাল।

সংসার জ্বালায় জ্বলে, সবাই মরতে চায়; ম'লে
এমন রতন কি পায়, তাই মানুষে মরণ চায়। রে,

- ১। বল্ শুনি মন সেই কথা আমার, মানুষ ম'লে শান্তি
পায় রে এমন স্থান কোথায়; জ্বলে পুড়ে মানুষ
তথায় গেলে রে, সকল জ্বালা অমনি নিবে যায়। রে
- ২। ভাই বন্ধু সংসারের মাঝে, এ সব বন্ধু হতে বন্ধু

- আবার এমন কে আছে ; সে কি এত ভালবাসে
সবায় রে, ম'রে তার কাছে যেতে চায় । রে,
- ৩। এত ভালবাসে রে বে জন, তারে প্রাণের সহিত
ভালবাসিস্ নে রে মন ; তারে ভাল না বাসিলে মন
রে, মানুষ ম'লেও শান্তি নাহি পায় । রে,
- ৪। কাঙ্গাল কাঁদে চক্ষে পড়ে জল, ও মন মরতে চাও
যে মরণের কাজ কি করিলি বল ; যে দু'দিন বেঁচে
থাকিস্ মন রে, ডাক দীননাথে সর্বদায় ॥ ১৪২ ॥

৩৮ শ গানের আশ্রয়— ভাল গড়ধেমটা ।

- এবার এ জ্বরে আমার ভরসা নাই বাঁচিতে । শতো-
পরে ছয়ের ঘরে, জ্বর উঠেছে কল কাটিতে । এবার
- ১। অহঙ্কার পারার ভাগে, ক্রমে উদ্ধ শত দাগে,
ছয়ের দাগে ষড়ষোণ্ডে, বিকার ঘটায় আচম্বিতে ;
জ্বরে ব্রহ্মচক্র টেনে ফেলে এ সংসার মর্ত্যলোকে ।
- ২। এখনকার সদ্য জ্বরে, বৈদ্য নাহি নাড়ী ধরে, জ্বরের
নির্ণয় কাটির বিচারে ; কাঁচ পারদে কাঠির গঠন,
কাঠির হাতে মরণ বাঁচন, বৈদ্যনাথে কর স্মরণ
জীব রে ! জীবন মরণ কলকাটিতে ॥
(ডাকুরে বৈদ্যনাথে, বৈদ্য ত হৃদ হয়েছে) ॥ ১৪৬ ॥

৩৩শ গানের জায় স্থর । তাল — গড়খেমটা ।

আয় রে আয় ! কে দেখিবি সাধকের সংসার
আনন্দময় । সংসারের জ্বালা ঘাবে, শীতল হবে
তাপিত হৃদয় ॥ সংসার পোড়া,

১। মায়ের কোলে ছেলে হাসে, স্তন্য পানে স্থখে ভাসে
আবার স্নেহাভাবে মায়ের মুখ কি শোভা পায় ;
সাধকু স্ত্রীর কোলে দেখে ছেলে ভেসে যায় রে
চোখের ধারায় । (গণেশ জননী বলে)

২। ছেলে কোলে লয়ে আবার, মুখে তুলে দিচ্ছে
আহার, যখন হাত পেতে 'দে দে' বলছে ছেলে যে
তার ; সাধকু আর কি রে রয়, নাচিয়ে কয় খাও
রে আমার আনন্দলাল । (প্রাণের গোপাল)

৩। মেয়েটিকে বুকে লয়ে, সাক্ষায়ে অলঙ্কার দিয়ে,
মেয়ে হেসে হেসে স্নেহরসে ভেসে বেড়ায় ; সাধকু
হৃদয় পরে মেয়ের ধরে, চক্ষু যুদে অজ্ঞান হয় ।

(এই আমার উমা বলে)

৪। ধরা চূড়া বেধে দিয়ে, ছেলে রে কৃষ্ণ সাক্ষায়ে,
মেয়েটিকে দাঁড় করে তাহার বাঁয় ; কভু শিব গৌরী
ঝাঝাইয়ে, বুগল রূপে পাগল হয় ॥ (ভক্ত সাধক)

আমন্ত্রণ ।

প্রথম গানের স্থায় হুর। তাল—খেমটা।

আয়রে ফকিরের দলে, লবাই মিলে নাচি একবার
বাহুতুলে ।

- ১। একবার তাঁর সুমধুর নাম কর রে গান, জুড়াবে
প্রাণ অবহেলে; তখন রে ছেড়ে সংসার, নাম
পাবে তাঁর, ছাড়বে না আর ছাড়তে বয়ে ।
- ২। যদি কেও শ্রবণ কীর্তন করে যতন, পাও সে রতন
সাধন বলে; তখন রে সোণার খনি পরশ মণি,
তুচ্ছ বলে দেবে ফেলে ।
- ৩। কাঙ্গালের ছেঁড়া তেনা নাইরে লোণা, কর স্বণা
কাঙ্গাল বলে; কাঙ্গালের সর্বস্ব ধন অমূল্য ধন,
ধনী হবে সে ধন পেলে ॥ ১৪৮ ॥

ঐ হুর—তাল করাণী।

যদি ভারতবাসী হবে পরিগ্রাণ। তবে, মরল হোয়ে
এক হৃদয়ে, কর নাম গান ।

- ১। যে নামে নাই শমনের ভয়, মহাদেব হলেন যত্নাঙ্কর,
(সেই নাম কর রে, লবে এক হৃদয়ে) গ্রন্থাদেব
বরণ না হয়, করিয়ে বিষ গান ।

- ২। যে নামে নারদ যোগী, শুকদেব ব্রহ্ম ভ্যাগী ; (সেই নাম কর রে, সবে এক হৃদয়ে) যে নামে হ'লে বিবেকী, গলে রে পাবাণ ।
- ৩। এ নাম নয় রে নুতন কথা, যোগী ঋষির হৃদয় গাথা, (সে নাম কর রে, সবে এক হৃদয়ে) গাহিলে যায় হৃদয় ব্যাথা, শীতল হয় রে প্রাণ ।
- ৪। কাল্জাল বলে নামে ভক্তি, হ'লে পাবে পরম শক্তি, (সেই নাম কর রে, সবে এক হৃদয়ে) সেই শক্তি জীবন-মুক্তি, বেদের বিধান ॥ ১৪২ ॥

—:~:—

৬৮ শ গানের স্তায় সুর। তাল— গড়খেমটা।

তোরা আয় রে, মায়ের কাছে, ক্ষুধা যদি ভাই হয়ে থাকে ।

- ১। ওরে, জগৎমাতা ডাকছেন ও ভাই ! চেয়ে দেখ চোখে; ও ভাই ! অন্নের থালা হাতে ক'রে, সব্বারে মা ডাকে ।
- ২। ও ভাই ! মা ভুলিয়ে কেন কাঁদিস মরিস কেন ক্ষুধাতে ; মা যে অন্ন দিবেন ক্ষুধা যাবে, মা বলে ডাক মাঝে ।
- ৩। ও ভাই ! ধন জন জ্ঞান মদে, 'আছ মত্ত হয়ে ; ও ভাই, মাঝে ভুলে আছ মোরা, মা ভোলেন নাই কা'কে । ও ভাই,

- ৪। অপরাধী ব'লে মা ভো দিবেন্ না ফিরায়ে ; ছেলে
অমান্য করিলে মাকে, মা তা কি মনে রাখে ।
- ৫। ও ভাই ! সাধু পাপী জ্ঞানী অজ্ঞান সমান মারের
কাছে ; মা বে পুত্র কন্যা কোলে লয়ে, অন্ন দেবেন
যুখে ।
- ৬। কাঙ্গাল বলে, মাগো আমি তোমার কাজাল
ছেলে ; ওমা, কিকিৎ প্রসাদ অন্ন দিবে ধন্য কর
আমাকে ॥ ১৫০ ॥

— . —

প্রথম গানের তায় সুর । ভাল—ধেমটা ।

ওরে ভাই, তাঁর নাম অবিরান, কর গান দিন
বয়ে যায় ।

- ১। ওরে, ভাই ধনী মানী গুণী জ্ঞানী, পাপী তাপী
আর রেতুরায় ; সকলে সরল হয়ে এক হৃদয়ে, প্রাণ
ভরিয়ে ডাকি রে তাঁয় ॥
- ২। এ হেন সুযোগ পেয়ে অলস হয়ে, কেউ থেকনা
ভুলে মাথায় ; ঘুচিবে সকল কুদিন পাবে সুদিন,
দীনদয়ালের নাম মহিমায় ।
- ৩। ওরে ভাই স্বরণ কালে যাঁকে ডাকলে, শমনের
দূত কাছে না যায় ; ওরে, সেই অন্তর নামে মর্ত্ত-
ধামে, ককিরু হয়ে ভর করিসু কায় ।

- ৪। এই কাঙ্গাল কিকিরিচাঁদে মনের সাধে, বাহুতুলে
নেচে বেড়ায়; ওরে, তাঁর নামের ধ্বনি শিঙ্গার
ধ্বনি, শুনিয়ে পাখাও পালায় ॥ ১৫১ ॥

—•—

১১৭শ গানের ছান্দ সুর। তাল— কায়ালী।

ভবপারের তরি তোদের লেগেছে ভীরে। সকা-
তরে ডাকুলে তাঁরে নেবে রে পারে ॥

- ১। আগার কমি নাই নায়েতে, জে'তের বিচার নাই
বসিতে; (তোরা কে যাবিনে, ভবপারের তরগীতে,
এমন স্মরণ আর পাবিনে) চলে নাও দ্রুতগতিতে
এক হা'লের জোরে ॥
- ২। যদি নেয়ে মনে করে, ব্রজাও নয় নিতে পারে,
(সামান্য নয় রে, এ তারি তারির মত, এই বিশ্ব
লংলার নিতে পারে) কিন্তু, প্রেমিক ভিন্ন নেবে
না রে, আস্তে হয় ফিরে ॥
- ৩। ফিকির্ এখন ফিকির্ ক'বে, না পেয়ে নাও
কৈদে মরে; (আগার কি হ'ল রে, ভবপারে
বাওয়া হ'ল না, আগে তাঁরে প্রেম না ক'রে)
ওহে, দয়াময় পার কর মোরে, ডাকি কাতরে ॥ ১৫২ ॥

—•—

তাল— একতাল ।

ওরে, ভয় কি আছে আমার কাছে, একবার আয়
পাখী । আয় রে সবাই মিলে তাঁর ডাকি ॥

১ । আমি, মানুষের দলে ডাকিতে গেলাম, ডেকে,
না শেলাম, আর লাভে হ'তে পাগল হ'লাম ;
তোদের, সরল জেনে বনে এলাম, পাখী তোরাই
একবার্ ডাকু দেখি ॥

২ । যে জন তোদের স্বজন করে, ডেকে ডুকে পাখী
যদি দেখা পাস্ তাঁরে ; তবে, তোরা তাঁরে দেখাস
মোরে, পাখী দিস্‌নে আমায় ফাঁকি ॥

৩ । মানুষ অতি স্বার্থপর হয়, তাই ব'লে রে পাখী
যদি, আমায় করিস্ ভয় তবে, গাছে থেকে
ডাক্‌রে তাঁরে, আমি শুনি রে দূরে থাকি ॥

৪ । কাদ্মাল বলে মানুষ হ'য়ে, যে জন তাঁরে ফুলে
আছে, পাখী ভাল তার চেয়ে ; পাখী আত্মারাম
বলে ডাকু রে, পাখী আয় তোরে হৃদে রাখি ॥

॥ ১২৩ ॥



প্রার্থনা।

৫২ শ গানের আঁর সুর। তাল—গড়ধেমটা।

ওগো মা ! সদা তাই ডাকি মা, মা আমি তোমায়
মা ব'লে। মা আমার, জুঃখ্ দূরে যাব, শীতল হয়
মা ; তোমায় ডাকুলে মা। (তাগিত হৃদয়)

১। রোগেতে শরীর জরা, ওমা, মল মূত্র অঙ্গ ভরা,
সহোদর সহোদরা কেউ না করে কোলে ; মা যে,
এমন ছেলে করেন কোলে, ঘণা ক'রে না দেন
ফেলে মা। (মা যে কোলের ছেলে)

২। রোগেতে শয্যাগত, ওমা, অনিবার্ যাতনা কত,
রোগী যে অবিরত ডাকে মা,মা ব'লে ; ওমা ডাকুলে
তোমার ভয় থাকে না, রণে বনে ভয় থাকে না,
মাগো, তোমায় মা ব'লে গো মা।

(বিপদ কালে ডাকুলে)

৩। কাসাল কয় ত্রিতাপ্ রোগে, ওমা, প'ড়েছি যে
ঘোর নরকে, মা আমার, রোগে শোকে জীবন্
গেল জ্ব'লে ; আমার আর সহোনা এ যাতনা, তুমি
একবার কর কোলে মা ! (সকল জ্বালা যাবে
স্থান দাও অন্তর চরণ তলে।) ॥ ১২৪।

ঐ সুর। তাল ঐ।

- ওগো মা ! মাগো ব্রহ্মময়ী, কি করি দাও আমায়
ব'লে । আছে যোর সেই ভরসা ফেলে না মার,
দোষী হলেও ফেলে না মা, কোলের ছেলে । মা,
- ১। এই সংসার কয়েদখানায়, ওমা ছয় প্রহরী সদায়
জ্বালায়, একটা ফাকি দে ছুলায় কত কথা বলে ;
আমি দিন রজনী যানি টানি, তবু একটার মন না
মেলে ॥ মা,
- ২। শুনে কাঁপিছে হিয়ে, এই কয়েদ হ'তে খালাস
পেয়ে, আবার ছীপাস্তুর গিয়ে যেতে হবে ভেলে ;
সেখা দিষ্ঠা মেখে ঝাটা মুখে, মারবে বলে বলে
বলে ॥ মা,
- ৩। কিকিরচাঁদ এই ভরসায়, ওমা যোড় করেতে
ডাকছে তোমায়, শুনি সেই শমন পালায় তোমার
নাম শুনিলে ; আমি ভয় করিনে, কাল শমনে,
তুমি যদি কর কোলে ॥ মা, ॥ ১৫৫ ॥

তাল—গড়খেমটা।

ওমা ! নই আমি সে ছেলে । যার আছে সাধ-
নের জোর, সে কি মা তোর ভয় করে, তুই ভয়
দেখালে ॥

- ১। ওমা, সত্যকালে জ্বরথ রাজা, রাজা হারিয়ে করে
ভোমায় পূজা, বৈরিকে বধে প্রজা রাজাধন তাহার
ছিলে ; আবার বৈশ্বকে উদ্ধারের তরে, তুমি ক'রে
কীর্তি এ সংসারে, ব্রহ্মজ্ঞান দিয়ে তারে মাগো,
ব্রহ্মজ্ঞান দিয়ে তারে মুক্তি দিলে ॥
- ২। যদিও অনেক দিন গে গত ত্রেতা, তবু আছে মা
পুরাণে গাঁথা, রাবণ হরিণ সীতা, যুদ্ধ হয় লাগর
কূলে ; সেই দেবদেবী রানগেরে, তুই কোলে নিলি
ব্রুধোশবে, কি গুণে কোলে নিলি মাগো, কি গুণে
কোলে নিয়ে দিলি ফেলে ॥
- ৩। ওমা, কালকেতু এক বাধের ছেলে, তারে অভয়
দিয়ে ক'রলি কোলে, আমার দিকু হীন ব'লে দোষ
আছে কি চাহিলে ; যদি চাইলে হয় তোরা দোষের
কথা, তবে বল মা, আমি যাণ কোথা, কলঙ্ক হবে
ভোমার মাগো, কলঙ্ক হবে আমায় কেলে গেলে ॥
- ৪। ওমা, ধীর স্মৃতিতে বঙ্গ শাসন, সেই দ্বিজপুত্র রঘু-
নন্দন, ক'রলি তাঁর দুঃখ মোচন কঙ্কের আশ্রণ
যোগালে ; আবার সত্য মিথ্যা জান তুমি, ইহা
লোকের মুখে শুনি আমি, প্রসাদের বেড়ার বাঁধন
মাগো, রাম প্রসাদের বেড়ার বাঁধন কিরিয়ে ছিলে ॥
- ৫। আজ, কিকিরচাঁদ বাজার বগল, বলে যে ধরেছি

চরণ যুগল, ছাড়ব না হোক গুণগোল, তুই যদি
না দিস্ ফেলে ; যদি না রাখিস্ এই ছেলের কথা,
তবে বাস্ মা, ও তোর ভক্তের মাথা, দেখ্ আঁ
কেমনে বাস্ মাগো, দেখ্ আঁ কেমনে বাস্
কথা ঠেলে ॥ ১৫৬ ॥

প্রথম গানের স্থায় সুর। তাল— খেমট।

ওগো মা গেলাম গেলাম, মলেম মলেম তবু
তোমার ডকু ছাড়ব না।

- ১। কি শরীর ছিল আমার করলি ছার্থার, একেবারে
চেনা যায় না ; মনেতে সদাই ভাবি মা আবাগী,
থাকলে এ দেখতে পারত না।
- ২। ছরে ছরে অরে গেলাম প্রাণে মলেম, আর্ন্তনাদ
একদিন শুনলি না ; সব জীবের সমান দয়া এ নাম
দেওয়া, সাধক কাবদের কল্পনা।
- ৩। তা নইলে দিন রাত ডাকি তবু তোর কি, কাণে
যায় না ছেলের কাণা ; যে মা আপনায় ছেলে খায়
সেই মাকে কয় ডাইন তাকি তুমি আন না।
- ৪। যদি কিকিরের জোরে চেতন করে, করতে পারে
দেখা শুনা ; তবে মা খাবি খাবে টেরুটা খাবে,
কলির ছেলে মা মানে না ॥ ১৫৭ ॥

৮৯ শ গানের ছায় সুর তাল—একতালা।

আছে কান্দালের আর কে এমন ধরায়। তার,
দর্শনে মিলনে অমনি তাপিত্ প্রাণ জুড়ায়।

- ১। আছে যে জনার অতুলিত ধন, তারে বন্ধু বান্ধব
তোষে সর্ব্বক্ষণ; অর্থ না হলে কোন্ কালে, আত্মী-
য়তা রয় কথায়।
- ২। বত আছে এই আত্মীয় বান্ধব, কেবল লাভের তরে
কেরে তারা সব; তারা লাভ বিনে কি জন্মে,
কান্দালে তুষিবে হয়।
- ৩। অর্থ না হলে আপন পরিবার সদা কথায় কথায়
করে তিরস্কার; কেবল আশা তার অলঙ্কার, নৈলে
তার মন পাওয়া দায়।
- ৪। ককির কিকিরিটাদে বলে মন তোমায়, কেবল এক-
জন আছে কান্দালের সহায়; সে জন চায় না ধন,
কেবল মন, ভক্তিতে তাঁর পাওয়া যায় ॥ ১৫৮ ॥

৮৯ শ গানের ছায় সুর তাল—একতালা।

আমার প্রাণারাম আত্মারাম কোথায়? যারে,
ছুধাই রে কাতরে, সেই ঘোরে প'ড়ে ঘোমায়।

- ১। বেদ পুরাণ আর বাইবেল কোরাণ, দল বাঁধিতে
সকলেই সমান; আসল যারে তাই মুঘল নাই,
কেবল সদাই দল বাড়ায়।

- ২। কারে বিজ্ঞানি বাধিত কে এমন, কোথায় সে
আছে যে করিল স্বজন; উপদেশ্ দানে প্রাণধনে,
মিলায়ে দেবে আশায়।
- ৩। কেহ বলিছে হৃদয়ে আছে, বসে প্রাণধন তোর
প্রাণের মাঝে; যদি প্রাণময় প্রাণে রয়, তবে সে
কেন কাঁদায়।
- ৪। কাদাল বলিছে আশ্রায় আশ্রারাম, তাঁরে না
সাধিলে হয় না প্রাণারাম; তাঁরে সাদরে সাধরে,
বিদায় দিয়ে বাসনায় ॥ ১৫৯ ॥

প্রথম গানের ছায় সুর। তাল—ধেমটা।
আমার আজ এই নিবেদন লজ্জা বারণ, কর মা
লজ্জাক্রাপিণী।

- ১। মা, তোমার যে নাম জপে হৃদয় কূপে, নিরঞ্জে
যোগী মুনি; সেই নাম আজ জনসমাজে ফকীর
সাঙ্গে, পাইতে এলাম ও জননী ॥ এ পাপ মুখে,
- ২। না, আমার হতেছে ভয় কাঁপে হৃদয়, একবার হৃদে
এস বীণাপানি; মা, তুমি বীণা বাজাও আপনি
গাও, আপনার নাম আমি শুনি ॥
- ৩। মা তুমি মা নাম দিয়ে আগাইয়ে, জাগলে কুল-
কুণ্ডলিনী; এ হৃদয় বাঁধ ছুটিয়ে চেউ উঠিয়ে, ভাবে
নাচায় ভাবক্রাপিণী ॥

৩। কাদালের গেছে সজ্জা লোক সজ্জা, তোমার
নামে পাগল দিনরজনী ; নামে না হয় কলঙ্ক সেই
আতঙ্ক, দেখিস অনন্তরূপিনী ॥ ওমা দেখিস
দেখিস ॥ ১৬০ ॥

১৫ শ গানের স্থায় সুর তাল—একতাল।

এখন, আমার মনের মানুষ কোথা পাই। বার
ভরে মন খেদে প্রাণ কাঁদে সর্বদাই। রে,

১। বার লাগি মন ভুলেছে, কে আমায় বলিলে সে জন
কোথায় বা আছে ; তারে না দেখে যে হিয়া কাটে
রে, সদা মনস্তাপে জ্বলে যাই। রে,

২। তারে দেখা পাবার আশে রে, কত যত্ন করে খুজে
বেড়াই দেশ বিদেশে রে ; দেখি কত খানে কত
অনে রে, কিন্তু তারে নাহি দেখা পাই। রে,

৩। যারে স্মধাই তার কথা রে, ঐ যে, বোলায় পড়ে
সে জন যোরে বলিতে নারে ; তার কথা ব'লে
জুড়ায় প্রাণ আমার, এমন ব্যথার ব্যথিত কেহই
নাই। রে,

৪। কিকিরিটাদ কয় মন রে তোমারে, ও তোমার মনের
মানুষ হুদে আছে খুজে নে তারে ; কেন সুরে বেড়ান
দেশ বিদেশে, এমন হাবা ত আর দেখি নাই। রে

—)::(— ॥ ১৬১ ॥

১৫৫শ গানের স্তায় সুর— তাল গড়খেমটা ।

আমার সে ধন কোথা গেল ? একবার যে দেখা
দিয়ে ভুলাইয়ে, মন হরিয়ে পাগল কৈল ।

১ । কিবা রে তার রূপের কিরণ, ত্রিভুবনে নাই রে
তেনন, রূপেতে ভূনমোহন করে আঁধার বন
আলো ; যে, একবার সে রূপ দেখেছে, সে ত অমনি
ভুলে গিয়েছে রে, ত্যাগেছে তখনি সে (রে হায় !)
কুলশীল ।

২ । হারায় সে গুণনিধি, আমি খুজে বেড়াই নিরবধি,
কত দেশ নগরাদি হায়, নদনদা সকল ; এখন আমি
কোথা ঘাই, কোথা গেলে তারে দেখা পাই রে,
যেথায় তায় করব তাপিত, (রে হায়) প্রাণ শীতল ।

৩ । খুজে কত দেশ বিদেশ, আমি না পেয়ে তার কোন
উদ্দেশ, বাড়িল জ্বালা অশেষ, কিছুই লাগে না
ভাল ; জ্বলি, যে জ্বালায় না পেয়ে তায়, আমি সে
কথা আর কব কায় রে, মনের আবেগে হিয়া,
(রে হায়) ফেটে গেল ।

৪ । অযুগা ধন হাতে পেয়ে, হেলা করে সে ধন হারা-
ইয়ে, কিকিরিটাদ পাগল হয়ে ভাবছে বসে কেবল ;
এখন যদি পাই আবার সে ধন, রাখব হৃদয়-কমলে
সযতনে রে ; ছাড়ব না বাঁচি আর (রে হায়,)
যত কাল ॥ ১৬২ ॥

৬৮ শ গানের স্তায় সুর। ভাল— গড়খেমটা।

আমারে পাগল্ ক'রে যে জন পালায়, কোথা গেলে
পাব তায়। তারে না হেরে প্রাণ্ কেমন করে, হিয়া
আমার কেটে যে যায়।

- ১। আমি সযতনে যে রতনে, রাখিলাম পূরে হিয়ার ;
আমার ঘুমের ঘোরে চুরী করে, সে রতন কে নিল
রে হার।
- ২। সে যে ছিল হৃদে নয়ন যুদে, দেখিতে তায় আঁখি
যে চায় ; সকল ঘর হাতড়ায়ে নাহি পেয়ে, জলে
যে অমনি ভেসে যায়। (চোখের)
- ৩। আমার ব্যথার ব্যথিত এমন হৃদ, বল কেবা আছে
কোথায় ; ও সেই হারাধনে ধরে এনে, দেখাইয়ে
হিয়া জুড়ায়।
- ৪। সে ধন হরে হারা পাগল পালা, প্রাণ পাখী মোর
উড়ে বেড়ায় ; ওরে, জলে স্থলে আকাশ তলে,
কোথাও দেখিতে না পায়।
- ৫। আমি সব হারিয়ে যে ধন লয়ে, বাস করিতাম এ
ঘরতলায় ; যদি গেল সে ধন তবে এখন, করে
কাদাল আর কি উপায় ॥ ১৬৩ ॥

১২০ শ গানের ভাষা সুর। ভাল—খেমটা।

বল্য কি স্বরূপে কিরূপ হয় অপরূপ, সাধকের মনে।
যে রূপে অটল হ'য়ে অটলে। (নিরঞ্জে, দেখে
সেই নিরঞ্জে)

১। বিদ্রলী মেঘের কোলে, যে রূপে ভাবেতে খেলে,
সেও কিছু স্থায়ী বলে জ্ঞান হয় আমার মনে;
আমি কি নাম ধরে ডাকি তারে, ত্রিভুবনে।
(পাইনে তার)

২। চক্ষু মুদিয়ে থাকি তখন তারে যে টুকু দেখি, যেমন
মেলিনু অশি আর তাও দেখতে পাইনে; পরে
আসমান জমিন খুজি যদি কোন খানে।
(পাইনে তার)

৩। আনমনে আছি ব'সে দেখা দেয় হৃদে এসে, যেমন
যাই দেখবার আশে অমনি পালায় কোণে; যখন
মনে করি দেখি তারি, দেখা পাইনে। (পালায় সে)

৪। কিকিরটাদ কাঁদিয়ে কয়, হবে কেউ আপনার বোধ
হয়, নইলে দেখা দিয়ে কাঁদায় এমন কে ভুবনে;
তুমি যে হও, আনায় দেখা দেও হে, এ অধীনে।
(ওহে নাথ) ॥ ১৬৪ ॥



প্রথম গানের ছায় হুর। তাল—ধেমটা।

অরূপের রূপের ফাঁদে পড়ে কঁাদে, প্রাণ আমার
দিবানিশি।

- ১। কঁাদলে নির্জনে বসে অগ্নি এসে, দেখা দেয়
সে রূপ রাশি; সে যে কি অতুলা রূপ নয় অনুরূপ,
শত শত সূর্য্য শশী।
- ২। যদি রে চাই আকাশে মেঘের পাণে, সে রূপ
আবার বেড়ায় ভাসি; আগার রে তারায় তারায়
ঘুরে বেড়ায়, ঝলকু লাগে হুদে আসি।
- ৩। হৃদয় প্রাণ ভরে দেখি বেঁধে রাখি, চিরদিন সেই
রূপশশী; ওরে, তায় থেকে থেকে ফেলে ঢেকে,
কুবাসনা মেঘরাশি।
- ৪। কাদলি কয় যে জন মোরে দয়া করে, দেখা দেয় রে
ভালবাসি; আমি যে সংসার মায়ায় ভুলিয়ে তাঁর,
প্রাণ ভরে কৈ ভালবাসি ॥ ১৬৫ ॥

৬৫ শ গানের ছায় হুর। তাল—গড়ধেমটা।

যদি ডাকার নত পারিতাম ডাক্তে। তবে কি মা
এমন ক'রে, তুমি লুকায়ে থাকতে পারতে ॥

- ১। আমি নাম জানিনে ডাকু জানিনে, আবার জানি
না মা, কোন কথা বলতে; তোমায় ডেকে দেখা
পাইনে তাইতে, আমার জনম গেল কঁাদতে ॥

- ২। ছুঃখ্ পেলে মা তোমায় ডাকি, আবার, স্বঃখ
পেলে চুপ ক'রে থাকি ডাকতে ; তুমি মনে বলে
মন দেখ মা, আমায় দেখা দাও না তাইতে ॥
- ৩। ডাকার মত ডাকা শিখাও, না হয়, দয়া ক'রে
দেখা দাও আমাকে ; আমি, তোমার খাই না
তোমার পরি, কেবল ভুলে যাই নাম্ ক'রতে ॥
- ৪। কাঙ্গাল যদি ছেলের মত, মা তোর ছেলে হ'ত
তবে পার্বেতে জানিতে ; কাঙ্গাল জোর ক'রে কোল
কেড়ে নিত, নাহি স'রত ব'লে স'রতে ॥ ১৬৯ ॥

—*—

৩৯শ গানের ছায় স্বর । তাল — গড়খেমটা ।

তুমি কি খেলা খেলিছ ব'সে আর্সির মাঝারে ।
একি লুকোচুরি খেলা মরি, ধরতে নারি তোমারে !

(হায় রে আমি)

- ১। এই আমি ধর বলে হার, তুমি কোথা লুকাও, খুঁজে
আমি নাহি পাই তোমায় ; খুঁজে নিরাশ হ'লে
কান্দ দিলে, টুক দাও আমার অন্তরে । (মধুর স্বরে)
- ২। তুমি খেলা দিয়ে খেলা শিখাচ্ছ, কিন্তু স্পষ্ট ভাবে
ধ'রতে গেলে অমনি লুকাচ্ছ ; তুমি আছ ধ'রে চরা-
চরে, তোমায় ধ'রতে না পারে । (হায় রে কেহ)

- ৩। সাধন-তত্ত্ব রাখিয়ে কাছে, ভোমায় ধরবে ব'লে
 ষোগী ঋষি ধ্যান ধরে আছে; ধরা সে পেয়েছে,
 হৃদয় মাঝে, দয়া ক'রেছ যারে। (হায় রে তুমি)
- ৪। সাধন ভজন শ্রীগুরু সহায়, কোন জ্ঞান নাই রে
 কাসাল তবু ধরতে চায়; তুমি নিজ গুণে সাধন
 হীনে, ধরা দাও দয়া ক'রে ॥ (কাসালে রে) ১৬৭ ॥

তাল— একতালা।

আরু কত দিন রবে, মা গো, আর্সিন্ মাঝে ব'লে
 আর। না দেখিয়ে কেমন করে হিয়ে, ওমা, আমার
 দেখা দাও একবার।

- ১। ও মা, না চাহিতে দিচ্ছ তুমি আপনা হ'তে, আমার
 প্রয়োজন যাতে; (মরি হায় রে) লুগয়ে দাও,
 দেখিনে চক্রেতে, ওমা এই বড় দুঃখ আমার।
- ২। যেমন অন্ধ বালক মায়ের কোলে স্তনের দুগ্ধ খায়
 মাকে দেখিতে না পায়; (মরি হায় রে) আর্সি
 সেইরূপ দেখিনে ভোমায়, সদাই দেখতে প্রাণ
 কঁাদে আমার।
- ৩। ও মা, অবোধ বালক কভু যদি আর্সি হাতে পায়,
 তাতে আপনায় ধরতে চায়, (মরি হায় রে) ধরতে
 আপনায় না পায় কেঁদে গড়ায়, মা সেই দশা
 হ'য়েছে আমার।

৪ । কাঙ্গাল বলে ভেঙ্গে দে মা আঁসির আড়াল, একবার
কোলে নে ছাওয়াল ; (মরি হায় রে) মায়ের স্বরূপ
কেমন দেখুক কাঙ্গাল, ও সে জনমে দেখে নাই
মার ॥ ১৬৮ ॥

ভাল—থেমটা ।

এউ ভালবাস থেকে আড়ালে । আমি কেঁদে মরি
ধ'রতে নারি, দুটী হাত বাড়া'লে ।

- ১ । ছিলাম যখন মার উদরে, ঘোর অন্ধকার ঘর কারা-
গারে, হায় রে ; তখন, আহা দিবে বাতাল
দিবে, তুমি আমারে বাঁচালে ।
- ২ । আবার, যখন ভূমিষ্ঠ হলেম, মায়ের কোমল কোলে
আশ্রয় পেলাম, হায় রে ; মায়ের তনের রক্ত হে
দয়াময় ! তুমি ক্ষীর ক'রে যে দিলে ।
- ৩ । দিলে বন্ধুবান্ধব দারা স্নাত, ও নাথ ! সে লব
কৌশল তোমারি ত, হায় রে ; ও নাথ ! ধন ধাত্ত
সহায় সম্পদ, পেলাম তোমার দয়া বলে ।
- ৪ । ও নাথ ! তোমার দ্বায় সকল পেলাম, কিন্তু,
তোমায় একদিন না দেখিলাম, হায় রে ; তুমি
কোথায় থাক কেন এসে, আমি কাঁদলে কর কোলে ॥
- ৫ । আমি কাঁদলে দ'সে হতাশ হয়ে, তুমি চোখের জল

দাও মুছাইয়ে, হায় রে ; আবার কথা ক'রে
প্রাণের মাঝে, কত উপদেশ দাও ব'লে ।

- ৩। ও নাথ ! দেখা নাহি দেবে আমার, এই ইচ্ছা যদি
আছে তোমার, হায় রে ; ও নাথ ! তবে কেন
শাকের ক্ষেত, তুমি বেথালে কাঙ্গালে ॥ ১৩৯ ॥

— • —

১৪৫ শ গানের স্তায় সুর। তাল—গড়ধেমটা।

তোমায় ঘন হ'তে হ'ল। তুমি যে পাতল পাতল
থাকুলে কেবল, পিপাসা কি যায় হে বল ।

- ১। ওহে, সূক্ষ্ম মেঘে চুঃখ বড়, রূক্ষ্ম শব্দ মাত্র গড়
গড়, তাই বলি হও হে দড়, নইলে আশা বিকল ;
তুমি আকাশেতে বেড়াও ভেসে, আমার অমনো-
যোগ বাতাস এসে, উড়ায়ে শূন্য দেখায় (হায় রে)
যে কেবল ।

- ২। তুমি, ঘন না হইলে পরে, আমি দেখিতে নারি বতন
ক'রে, মন প্রাণ কেমন করে, হৃদয় যে এলোমেলো ;
তুমি, ঘন হ'য়ে ঘন ঘন, প্রেমবারি কর বরিষণ,
আমার এই চাতক প্রাণ (হায় রে) হোক নীতল ।

- ৩। তুমি, সূক্ষ্মরূপে ভাবের মাঝে গিরাজ করলে, কাঁদি
আর কার কাছে, তোমা বিনে কে আছে, কাঙ্গা-
লের আর সম্বল ; তুমি আর কতকাল সূক্ষ্মরবে,

কেবল ভাব দেখায়ে কাঁদাইবে, এবার যে কাঁদিতে
মোর (হায় রে,) জনম গেল ;

- ৪। আমি শুনি, বলেন্ সাধকবৃন্দ, ও নাথ, তুমি হে
সচ্চিদানন্দ, ঘন না হ'লে পছন্দ, কিসে আমার
হয় বল ; করি তাই কাতরে এই নিবেদন, হও হে
সচ্চিৎ আনন্দ-ঘন, দেখে ঐ রূপ ধন্য (হায় রে,)
হোকু কাদাল ॥ ১৭০ ॥

তাল—একতাল ।

দীন দয়াময়ি মা, বল সে দিন কবে হবে গো ! যে
দিন সংসার বাসনা বিলাস-কামনা, পুড়িয়ে ছাই
হবে গো । (সকল)

- ১। নামসুখা পানে হৃদয়, মাতিয়ে উঠিবে গো ; সকল
বাসনা পোড়ায়, ভস্ম মাথিয়ে সরাসী সাঝিবে
গো । (কাদাল)

- ২। নীচানীচ শৌচাশৌচ, জ্ঞান না রহিবে গো ; ওমা
তব দয়া সুখা পানে যাবে ক্ষুধা, লকল বিধা ঘুচিবে
গো । (কাদালের)

- ৩। নির্ঝিকার হ'য়ে মন, মা ব'লে ডাকিবে গো ; ঐ
যে, দিবস রজনী তাই আর ভগিনী, এক রূপ
দেখিবে গো । (কাদাল)

- ৪। সীসা সোণা হীরা কয়লা, এক হ'য়ে যাবে গো ;
 বুঝা মান অপমান জ্ঞান আর অজ্ঞান, সকল্ সমান
 ভাবিলে মো। (কাজাল) ॥ ১৭১ ॥

—•—

১১৭শ গানের স্তায় শ্রব। ভাল—গড়খেমটা।

ধ'রে তোলা হে আমায় ও দরদি, দরদি ! তবে
 ছুবেছি আমি।

- ১। গড়ন্ ভাল পাঁচটি তক্তার, এ যে চৌদ্দ পোয়া
 নৌকা আমার ; এক মাঝি, তার দশ বাহনদার,
 চড়ন্দার ছিলাম আমি।

- ২। সংসারের মোহপাকে, মাঝি ঘুরাইছে পাকে
 পাকে, আমি না পারি তাকে, ডুবলাম আমি ধর
 তুমি।

- ৩। যদি বল তুমি ম'লে, আমি ধ'রবো কি তোর পুণ্য
 বলে ; তাই ডাকি হে দয়াল ব'লে, নামের গুণে
 ধর তুমি।

- ৪। ওহে, এমন ডোবা কত জনে, তুমি ধরিয়াছ নিজ
 গুণে ; প্রমাণ তার বেদ পুরাণে, পাপহারি হরি
 তুমি। (নাম ধ'রেছ)

- ৫। কাজাল বলে ডুবুক ব্যাসাৎ, তাতে দুঃখ নাই হে
 অগতির নাথ; ঘুচাও এ বাবসার উৎপাত, এক হ'য়ে
 রাই তুমি আমি ॥ (নিতালীলার, নিতাললে) ১৭২ ॥

প্রথম গানের স্তায় হুর । তাল—ধেমটা ।

তা এখন বুঝলাম আমি, ও মা তুমি ভব-সাগর
পারের নৌকা ।

১ । তুমি না করিলে পার এবার আমার, সাধ্য নাই
আর জীবন রাখা ; স্রুথের ঢেউ সিন্ধু জলে, উড়ে
তোলে, দুঃখের পাতাল যায় যে দেখা ॥

২ । ইচ্ছা না থাকলে মনে ধ'রে টানে, স্থানে স্থানে
শাক কুস্তিকা ; আবার যে স্রোতে ভাসায় তোলে
ভুয়ায়, সোজা নয় এ সাগর বঁাকা ॥

৩ । ক্রোধ হিংসা মলজন্তু অধিকন্তু, লোভের কুমীর
জলের পোকা ; ইহাদের হাতে প'লে ছুমওলে,
আচ্ছা জ্ঞানীও হন রে বোকা ॥

৪ । মাগো, তা জান তুমি, কাঙ্গাল আমি, পারের
কাড়ি নাই করিকা ; কর পার কোন ক্রমে এ অধমে,
কেউ নাই আমি আছি একা ॥ ১৭৩ ॥

—•—
এ হুর । তাল—এ

এ দীনের দীন ফুরাল সে দিন এল, দীনবন্ধু, হের
একবার ।

১ ॥ মৎস্যারের পরিজন ধন জন, যা বলিলাম আমার
আমার ; তাদের যে একে একে স্রুধাই ডেকে,
স্রুথের সাথী কেহ নহে তার । (ধন জন পরিজন)

- ২। যারা বড় সুহৃদ ছিল বন্ধু হোল, পদ পদার্থ থাকতে
আমায় ; তাদের সে সকল দেখি কেবল কাকি,
শেষের বেলা কেউ নহে কার।
- ৩। হোল রে যৌবন গর্ব ক্রমে খর্ব, অরা দেহ ব্যাধির
আগার ; ফুরাল রক্ত তামাসা দেখার আশা, দিন
দুপুরে দেখি আধার। (নয়ন থাকতে)
- ৪। শেষে নাথ দিল বিদায় সবাই আমার, কিকির স্বা
নাথ, কোথায় হে আর ; নিলাম নাথ আত্ম হে
শরণ অনাথশরণ, রাখ পদে বাঁধ এয়ার।
(সকলের স্তম্ভ বুঝে এলাম, চরণ ছাড়া করো না হে)
- ৫। কাজাল কয় ওরে কিকির দীন ফকীর, ছিল প্রাণের
সখা আমার ; যে পথে সে গেল চল চল, সেই এক
পথ হয় সবাকার ॥ (ভবে আসা যাওয়া) ॥ ১৭৪ ॥

৩৯ শ গানের জায় স্থর। তাল—গড়ধেমটা।

- এ ঘোর আধার পথে, হায় কি মতে, পাইব
নিস্তার। আমি চলতে নারি কিবা করি, এমন
লব শরণ কার। (কেউ নাই আমার)
- ১। বাক্য পথ উচু নীচু ভায়, আগে না দেখিয়ে থাকে
পড়ে, উঠা হল দায় ; আরার অজগরে এগলে
মোরে, কোন উপায় নাইরে আর। (পরিজ্ঞানের

- ২। একে পথ নাহি যায় চেনা, তাতে চোর ডাকাতে,
মাক পথেতে দিগ্ধেছে থানা ; মাথায় বাড়ি দিয়ে
লয় লুটিয়ে, মণি মুক্তার অলঙ্কার । (ছিল যে হার)
- ৩। কিকিরটাদ পড়ে ফাঁপরে, অতি কাতর হ'য়ে, দীন-
দয়াল ডাকে তোমারে ; আমার জুড়াক জীবন,
অঙ্গজীবন, আবাসে স্থান দাও আমার ॥

(তোমার চরণ) ॥ ১৭৫ ॥

তাল — একতালী ।

- তাই, থাকতে সময় দীন দয়াময়, আজি ক'রে
রাখি, তখন হয় কি না হয় মনে উদয়, পাছে
পড়ি কারি । (ওহে দীন দয়াময়)
- ১। হবে শাতল অঙ্গ, ভবেয় খেলা সাজ ; (আমার এই
খুলা খেলা সাজ হবেনে হে) যে দিন, পিঞ্জর কেলে
বাণে চলে, আমার পরাণ পাখী ।
- ২। যে দিন এই রসনা, আমার বশ হবে না ; (তোমার
মধুর নাম বলা ফুরাইবে) সেই শেষের দিনে মনে
প্রাণে, যেন একবার ডাকি ।
- ৩। যে দিন শরম এসে, আমার খ'রবে কেশে ; (যে
দিন দশেক্সিয় অবশ হবে হে) সে দিন তোমার
চরণ পায় দরশন, যেন অন্তর জ্বাখি ।

- ৪। কিকির কাঁদে ভেবে, যে দিন দিন ফুরাবে, (বলি
দীননাথ দীনের দিন মনে রেখ হে) দিও চরণে
স্থান, সজ্ঞান অজ্ঞান, যে ভাবেতে থাকি ॥ ১৭৬ ॥

ঐ সুর তাল—একতাল।

ওহে, দিন ত গেল সন্ধ্যা হল পার কর আমারে ।
তুমি, পারের কর্তা শুনে বার্তা, ডাকুছি হে
তোমারে । (ওহে দীনদয়াময়)

- ১। আমি আগে এসে, ঘাটে রইলাম বসে ; (ওহে
আমায় কি পার করবে নাহে, আমায় অধম বলে)
যারা পাছে এল আগে গেল, আমি রইলাম পড়ে ।
- ২। যাদের পথ সম্বল, আছে সাধনার বল ; (তারা
পারে গেল আপন আপন বলে হে ; আমি সাধক
হীন তাই রইলাম পড়ে হে) তারা নিজ বলে
গেল চলে, অকুল পারাবারে ।
- ৩। শুনি, কড়ি নাই যার, তুমি কর তারেও পার ;
(আমি সেই কণা শুনে ঘাটে এলাম হে) (দয়াময়
নামে ভরসা বেঁধে হে) আমি দীন ভিখারী, নাইক
কড়ি, দেখ ঝুলি ঝেড়ে ।
- ৪। আমার পারের সম্বল, দয়াল নামটি কেবল ; (তাই
দয়াময় বলে ডাকি তোমায় হে) (তাই অধমতারও

বলে ডাকি হে) কিকিরি কেঁদে আকুল পড়ে অকুল
সাঁতারে পাথারে ॥ ১৭৭ ॥

৮৬ শ গানের স্তায় হুর। তাল—খেমটা।

তুমি, আমার ভুল না হে, ও নাথ, আমার এখন
এই কথা।

- ১। ও নাথ ! তোমার অনেক, তুমি হও অনেকের পিতা
মাতা ; কিন্তু, তুমি কেবল আমার একা, আমার,
বোঝ প্রাণের বাধা ।
- ২। ও নাথ ! আমি তোমায় ভুললে তোমার, বায় না
হে মমতা ; কিন্তু, তুমি আমার ভুলে, আমার সকল
হয় যে রূপা ।
- ৩। আমি, স্তবে দুঃখে যে ভাবে হে, থাকি যেথা
সেথা ; যেন, তোমার নামের মালা আমার প্রাণে
থাকে গাঁথা ।
- ৪। আমি বুঝ না হে তন্ত্র মন্ত্র, শাস্ত্র তর্ক রূপা ; কেবল
তুমি আমার আমি তোমার, কাসালের বেদ পাখা ॥

॥ ১৭৮ ॥

বিবিধ ।

৩৮শ গানের ছান্দ হুর । তাল—গড়খেমটা ।

- এই কি সেই আৰ্য্য-স্থান আৰ্য্য সন্তান ; ও যার,
ভপোবলে যোগবলে, কাঁপিত দেবতার প্রাণ । সদা,
- ১। ও যার হেরে বীৰ্য্যবল, স্বর্গ মর্ত্তি রসাতল, সভরে
কাঁপিত গিরি সাগরের জল ; দিক্‌দিগন্তরে শূন্য
ভরে, উড়িত বিজয় নিশান ॥ ও যার,
- ২। যার, শিল্প আর বিজ্ঞান যোগতত্ত্ব আত্মজ্ঞান,
ক'রেছিল পৃথিবীর একদিন চক্ষুদান ; ও যার
বিদ্যাবলে আকাশতলে, চ'লে যেত পুষ্পজ্ঞান ।
- ৩। ও যার, যুদ্ধে যুদ্ধস্থল রক্তস্রোতে টলমল, রক্তময়
হ'ত বত নদ নদীর জল ; বসে হৃক্ষ'পরে শূন্যভরে,
পাখী কর্ত্ত রক্ত পান ॥
- ৪। নিধির বিধান চমৎকার, এখন সেই আৰ্য্যকুমার,
শৃংগালের রব শুনলে বাঁধে ঘরের জুয়ার ; দেখলে
রক্ত অবা শুকায় চিহ্না, চম্কে উঠে সবার প্রাণ ॥
- ৫। কাদাল বলে বিদ্যাবল, দেহবল কল কোশল, ধর্ম্ম
বল বিনে রে ভাই সকল বিফল ; সেই ধর্ম্ম বিনে
দিনে দিনে, সকল হারায় শোশান । ভারত ॥ ১৭৯৪ ॥

৫২ শ গানের আয় সুর । ভাল— গড়খেমটা ।

হায় রে, তোদের হাতে ধরি কাঁতরে করি রে মানা ।
তোমরা কেউ সুখা বলে হাতে তুলে, সুরাগরল
পান কর না রে । (হাতে তুলে)

১ । মদ্য হয় কাল ভুগঙ্গ, ওরে যে করে তাহার সঙ্গ,
হয় রে তার ধন সাঙ্গ জীবন রহে না ; ঐ যে গরল
পানে মলো প্রাণে, আর ত উঠে বাসিল না রে ।

(সোণার হরিশ)

২ । ঈশ্বর গুপ্ত বঙ্গ শশী, তারে খেলো ঐ রাক্ষসী, এর
মত সর্বনাশ কোথায় আর দেখি না ; খেলো কত
রতন যতনের ধন, তবু উদর ভরিল না রে ॥

(এ রাক্ষসীর)

৩ । কণিবর মধুসূদন, ছিল বজ্রের অমূল্য ধন, করিলে
সাধন এখন সে ধন আর মেলে না ; সে যে গরল
খেলো ঢলে প'ল, মা বলে আর ডাকিল না রে ।

(সাধের মধুসূদন)

৪ । আমার যে কপাল পোড়া, বেচে কাটনার সূতা
কলার ছড়া, শিখালাম লেখাপড়া পেয়ে রে যাউনা ;
এখন মত্ত মদে রও আমোদে, মায়ের কথা কেউ
শোন না রে ॥ (মদে মত্ত সদা)

৫ । কাসাল কয় মনের ব্যথা, কাঁদে বঙ্গমাতা রাধা তাঁর

কথা, ওরে তাই আপন মাথা আপনি খেঁদো না ;
ওরে কঁাদিতে তাঁর জনম গেল, মাকে আর তাই
কঁাদাও না রে । (তোদের পায়ে ধরি) ॥১৮০॥

— • —

প্রথম গানের ছায় সুর। তাল— খেমটা।

কেন রে করে নের ব্রহ্মপুত্র, আজ আমারে তাই
বল বল ।

১। ও তোমার যে প্রতাপে অগৎ কাঁপে, সে প্রতাপ
স্বকোপায় গেল ; আছ রমণীর বেশে সম ক্রেশে,
নীল সাড়ী কে পরাইল । (ওরে ব্রহ্মপুত্র)

২। ভারতের নারীর মত অধিরত, বদ্ধ হ'য়ে এই কি
হ'ল ; সর্বদাই মনছুঃখে ঘোষটা মুখে, তাই বুকে
চড়া পড়িল । (ভারতের শোকে দুখে)

৩। ব্রাহ্মণের কুলে জন্ম ব্রাহ্মধর্ম, বোকে না তাই
লজ্জা হ'ল ; তাইতে নীল বসন দিয়ে মুখ ঢাকিয়ে,
চড়ার দেখাও বক্ষঃস্থল । (মূল শুকায়ে গেছে)

৪। কাঙ্গাল কর ওরে নদ ধরি পদ, একবার ও মুখ
তুলে বল ; নদ আর নদীর ধারা যাচ্ছে তারা,
সাগরের দিকে কেবল ॥ (সকলের একই গতি) •

— • —

॥ ১৮১ ॥

• কাঙ্গাল-কিকিরচাঁদের সংগীতের দল ময়মনসিংহ স্বারস্বত

১১৭শ খানের জায় হুর। তাল— কয়ালী।

• দেশে চলিলে মহামতি রিপণ, রামরাজ্য সমপ্রজ্ঞা
করিয়ে পালন।

১। জুশাসনে এ ভারতে ছিল প্রজ্ঞা মিরাপদে ; (তব
ন্যায়পরতায়, সামান্যিতি) তোমার বিরহে কাঁদে
নরনারীগণ ॥

২। আগরা কাঙ্গাল, কাঙ্গাল বেশে এসেছি তব
উদ্দেশে ; (হের রূপা নয়নে, সাধারণ দেশের দশা)
দেশের দশা প্রকাশ বেশে, কর নিরীক্ষণ।

• । হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা, জানাতে নাহি ক্ষমতা ; (জ্ঞান
অর্থ হীন হে, আমরা পন্নীবাসী, ধর চক্ষেব জল
হে, অন্য সম্বল নাই) রাজভক্তি সরলতা,
ভারতবাসীর ধন।

৩। ভিক্টোরিয়া মাতা যখন, বিজ্ঞাসিবে বলো তখন ;
(কেবল নাম রয়েছে, সোণার ভারত, ভারত সকল
হারিয়েছে) সোণার খনি নাই আর এখন, ভারত
ভান।

৫। দুর্ভিক্ষ প্রতি বছরে, অন্নদিনা প্রাণে মরে ; (মাঝের

সম্মিলনের উৎসবে উপস্থিত ছিলেন। সেই সময়ে ব্রহ্মপুত্রের
অনঙ্গা দর্শনে গানটী রচিত হয়।

কাছে ব'ল এঠ, ভিক্টোরিয়া) ম্যালেরিয়া মহা-
জ্বরে নাশে প্রজাগণ ।

৬ । সহায়হীনা শুকরমণি, পরম সতী রমণী ; (তার
কি দশা হ'ল হায়, বলতে হৃদয় কাটে) হারিয়ে
সতীত্ব মণি বধিল জীবন ।

৭ । আর যত অত্যাচার, সকলি তব গোচর ; (কিনা
নিবেদিব হে, তুমি সকল জান) দেশে গিয়ে গুণা-
কর, করিও স্মরণ ।

৮ । ভারতের কপাল মন্ড, অস্ত্রাইনে হস্ত বন্ধ ; (তাদের
একি দশা হায়, মহারাণীর প্রজা হ'য়ে) পত্ত হতে
প্রজাবন্ধ, হারায় জীবন ।

৯ । রাজরাজেশ্বরী হ'য়ে, থাকুন মাতা ভিক্টোরিয়া ;
(প্রার্থনা করি এই বিভূষণে) এ অত্যাচার দূরী
করে, করুণ নিবারণ ।

১০ । তিনি তোমায় করুণ রক্ষে, জলে স্থলে অন্তরীক্ষে ;
(যিনি আত্মার আত্মাতে, এই চরাচরে) কান্দাল-
কিকিরের এই ভিক্ষে, কাতর নিবেদন ॥ ১৮২ ॥ *

—•—

৩৮ শ গানের স্তার স্বর। তাল—গড়খেমটা ।

হায় রে আজ একি শুনি শ্রবণে ; সেই যে দয়াল
সিন্ধু ভারতবন্ধু, কসেট নাই আর ভুবনে ।

- ১। আঠারশ চোরাশি, কি কুকুণেতে পশি, সাজই
নবেন্দ্রর শুভ্রবার দছে ফুসফুসি; সেই নিয়োনিয়া
এক মনই আঃ! বদিল তাঁর পরাগে। হায় রে,
- ২। কে আর ভারতেব হিতে, পার্লিয়ামেন্ট সভাতে,
কাঁপাইবে কাঁদাইবে বাক্য অশ্রুতে; থেকে সিদ্ধ
পারে ভারতে রে, দেখবে স্নেহ নয়নে। কে আর!
- ৩। হয়ে কৃষকের তনয়, রাজার ফেলো পরীক্ষায়,
পার্লিয়ামেন্টের হেকুনরী মেন্সর পদটী শেষে পায়;
একাত্তর বৎসরে শমন তাঁরে, শমন দিল স্বমনে।
- ৪। কোন হৃদয় সহচর, চক্ষু হানিল রে তার, তবু একটি
দিনে অন্য কাণে, না দেন খবর; যদি চাও কোন
জন আদর্শ জীবন, এই ফসেটের জীবনে। আছে,
- ৫। কিকির কয় চক্ষের জলে, আয় আজ ডাকি সকলে,
সেই পতিতপানন অনাথশরণ দয়াময় বলে; প্রভু
দয়া করে ফসেটেরে, স্থান দিও চরণে। প্রভু ॥১৮৩

—:~:—

১১৭শ গানের স্থায় স্তর— তাল গড়ধেমটা।

ধন্য হে ফসেট ভূমি মহাত্মন। ওহে, তোমার
অনমে ধন্য ইংলও ভূবন।

- ১। কোথায় ইংলও ভূমি, কোথায় ভারত কোথায়
ভূমি; (স্বহৃদ হ'য়ে কাঁদিলে, ভারতের দুঃখে)
স্মরণে ভারত ভূমি, করিলে ক্রন্দন।

- ২। প্রার্থনা করিলে যে জন, করে শুভ বন্ধু সে জন;
(বিনা প্রার্থনায় হে, ভারতের বাধার বাধিত)
তুমি হে স্বহৃদ অকারণ, বন্ধু স্বজন ।
- ৩। অনাথ ভারতের প্রতি, করি ভ্রাতৃ-স্নেহ স্রীতি,
(ক'রুলে প্রিয়কাৰ্য্য হে, সেই জগৎপিতার) জনকে
শিখালে নীতি, ভ্রাতৃভাব সাধন ।
- ৪। ক'রে পিতার প্রিয়কাৰ্য্য, লভিবে হে স্বর্গ রাজ্য;
(ব'স'গে পিতার কোলে, প্রিয় পুত্র হয়ে) তব
কাৰ্য্য অনিবার্য্য গাবে সৰ্ব্বজন ।
- ৫। কাপাল ফিকির সকাতরে, তব স্থানে ভিক্ষা করে;
(থেকে অন্তরীকে হে ভ্রাতৃভাব শিক্ষা দাও, সাম্য
নীতি) পুরাও আশা দরা করে, আমরা অভাজন ।

—):৪:(— * ॥ ১৮৪ ॥

৬০ গানের ভায় সুর। তাল—খেমটা।

দেশের দশা হায় রে কি হ'ল ! মরি ! ঘুরে ঘুরে
প্রাণ গেল ।

• উপরোক্ত তিনটি গানের প্রথমটি ভারত-হিতৈষী বড়লাট
লর্ড রিগণের দেশে স্বাধিকার সময় পোড়াদহ ঠেসনে তাঁহার সম্মুখে
দল কর্তৃক গীত হয়। শেষোক্ত দুইটি ভারতবন্ধু মহাত্মা কস্টেটের
স্বহৃদবানিত শোক-সভায় কুমারখালিতে গীত হয় ।

- ১। একে অমচিন্তা পুরাতন করে, দেখে ঘরে ঘরে পড়ে
আছে বিছানা ধরে, (লোকে) আবার নব করে,
লোকের ঘাড়ে ধরে, ট্যাকুস ক'রে সব নিল ।
- ২। ওরে, বুড় বুড়ী জোয়ান কি ছেলে, সকলেরই
পেটটি জোড়া যকৎ আর পীলে ; (রিপু) তারা
ঘরে ব'সে রক্ত চোখে সকলেই তায় দুর্বল ।
- ৩। কুইনাইনু জ্বর ভাল করে, মরি তা বলে তাই খাচ্ছে
লোকে আদর করে ; (কত) দেশের কপাল গুণে
কুইনাইনে, আটকায়ে জ্বর রাখিল ।
- ৪। কাঙ্গাল বলে, আর ত উপায় নাই, ওরে চিন্তামণি
মৃত্যুঞ্জয় জ্বরের ঔষধ ভাই (এ সব) সবে এক
হৃদয়ে তাঁয় ডাকিয়ে, জ্বরের ঔষধ খাই চল ॥
(ভাই রে এখন) ॥ ১৮৫ ॥

৫২ শ গানের স্থান স্মরণ । ভাল— গড়খেমটা ।

আরে ও এবার চ'ল ফিকির বাজিয়ে শিন্দে আস্তা-
নায় ; তার সাধন ভজন হ'ল না ভাই, আমার
আমার এই মায়ায় ।

- ১। মনে যে আশা ছিল, সব মনেতেই রহিল ; “নগেন”
তুমি রইলে বড়, সব, চালিয়ে নিয়ে চ'ল, ঐ যে বড়
ঘরে বড় বাতাস, লোকেতে বলে কথায় ।

- ২। গাপের ভীষণ মূরতি, দেখছি দিন রাতি, অগৎ
দেখুক শিখুক মদে করে কি গতি; এ সব নাটকের
কল, যেন সকল নাম করতে কাঁপে হৃদয়।
- ৩। নাটকের যে কলাকল, আমি জানি তা সকল, ইয়ার
হ'ল, ছেলে গেল অমনি রসাতল; ভয়ে, বিদ্যালয়
ছাড়িয়ে, অমনি সার কর্লেম অবিদ্যালয় ॥

॥ ১৮৬ ॥

৩৮শ গানের কায় স্বর। তাল—গড়খেমটা।

- তুমি কি সেই ভারতবর্ষ তাই বল। তোমার, ধন
ঐশ্বর্যে বলা বীর্ঘো, পৃথিবী কেঁপেছিল। (একদিন)
- ১। তুমি বৃক্ষের তলায়, বসে কি ভাবিছ হায়, কেনে
শূন্য মাথায় তোমার মুকুট কেড়ে কে নিল; তোমার
বসন ভূষণ করে হরণ, সরাসী কে সাজাল।
(হায় রে)
- ২। নাই উদরে অন্ন, তোমার সে সোণার বর্ণ, হায় রে,
ক'রেছে বিবর্ণ কেবল কঠর অনল; অভিমানে, অগ-
মানে, চক্রে বহিছে জল। (সদা)

প্রব্রুচত্র গঙ্গোপাধ্যায় ফিকিরটারে জনিতার অনেকগুলি
গান রচনা করিয়াছিলেন। এই গানটী তাঁহার জীবনের শেষ
সৃষ্টিকে রচিত।

- ৩। তোমার এই ত দশা হায়, করের শত ভার মাথায়,
বহিতে নার তবু বহায়, ক'রে কোঁশল; দিতে, নাই
সাধা, তবু বাধা, বিকায় যথাসম্মল । (তোমার)
- ৪। কাদাল কেঁদে কয় আবার, পাঁচিশ কোটি সন্তান
যার, এই দশা তার, দেখে ফাটে বক্ষঃস্থল; ভারত
অহংকারে, ধর্ম্য ছাড়ে, জাইতে এ দশা হ'ল ॥

(ও তার) ॥১৮৭॥

— ০ —
ঐ শ্রব । তাল—ঐ

সেই দিন হোতে এই দশা হ'ল । যে দিন পরস্পরে
সহোদরে, বিচ্ছেদ ডেকে আনিল । (ভ্রাতৃ)

১। পৃথু পরধনলুপ্ত, অয়চন্দ্র তায় ক্লুপ্ত, পৃথুকে করিতে
অক্ল যবনে ডাকুল; স্বর্গ রাজ্য, ধরা গিরি পূজ্য,
মাথার মুকুট খসিল । (আমার)

২। বীরকেশরী কুমার, কেহ না রহিল আর, যবন
সমরে আমার সমর স্তলো; মন্ত্রী কুমার, বিশ্বাস-
ঘাতক আবার, পৃথু যে প্রাণ হারাল । (আমার)

৩। কি আর বল্য মনস্তাপ, শেষের সম্মল প্রতাপ,
একমাত্র প্রদীপ প্রতাপ, সে দীপ নিবিল; বলতে,
আমার, কেহ না র'ল আর; অক্লকারে ডুবিল ।

(ভারত)

- ৪। পঁচিশ কোটী যে সন্তান, এখন আছে বর্তমান, অশ্ব-
তরীর গৰ্ভ বিধান, আমার কেবল ; এ কুসন্তান
হতে কাদাল বলে, নির্বংশ হওয়া ভাল । (বরং)

— — — — —

॥ ১৮৮ ॥

১০৯ শ গানের স্থায় সুর । তাল—গড়খেমটা ।

ও ভাই, বল রে বল সবাই বল রে । দলাদলি
গালাগালি, ধর্ম্মের কি ফল রে ।

- ১। স্ত্রী পুরুষে যার ঐক্য নাই, সহোদর যত ভাই ভাই,
সকল কালোতে ঠাঁই ঠাঁই, সমাজ টলমল রে ;
এখন সাকার আর নিরাকার তুলে, দিচ্ছ খড়ো
ঘরে আগুণ ধ্বলে, বাতাস দিয়ে অনলে, হাসে
শত্রুদল রে ।

- ২। অসীম আকাশ মাথার পবে, দেখ একবার বিচার
ক'রে, সূর্য্য তারা ঘোরে ফেরে, উদয় অস্তাচল রে ;
ওরে তারার মাঝে যারা আছে, দেখ তিনিও
আছেন তাদের কাছে, কেউ নাই তাঁর আগে পিছে,
সমান তাঁর সকল রে ।

- ৩। কি ভাবে কে ভাবে কোথায়, ঠিক নাই হয় রে
কথায়, ভানের ঠাকুর ভাবেতে পায় প্রকাশ যে
কেবল রে ; ওরে, যে ভাবে যে হৃদয় গড়ে, তিনি

সেই ভাবে তার হৃদ-মন্দিরে ; নিজ স্বরূপ প্রকাশ
ক'রে, করেন যে শীতল রে ।

৪ । শুন ভাই সাধুর বচন, তিনি যে সাধনের ধন,
সাধন বিনে ধর্ম্য কখন, সকলই বিফল রে ; ওরে,
যে ভাবে যে হৃদয় গড়, কিন্তু মনে প্রাণে সাধন কর,
বুঝা তর্ক বিচার ছাড়, বুদ্ধির কৌশল রে ।

৫ । যে রূপ সে রূপ স্বরূপ ধ'রে, যদি সিদ্ধ হও ভাই
সাধন ক'রে, তখন বহুতা ক'রে, থাকে না আর
জল রে ; তখন, একটী কথার তেজোবলে, কত
পাষণ শিলে যাবে গ'লে, হবে এক সত্যাবলে, পূর্ণ
ধরাতল রে ।

৬ । কাঙ্গাল কয় সন্ধ্যাতরে, ভারতের পায়ে ধ'রে, সাধন
হীন এ বিচারে, হবে গওগোল রে ; ওরে সাধন
ক'রে সম্বতনে, যিনি পেয়েছেন সেই সত্যধনে, তাঁর
উপদেশ বিনে, সকলি গ'লে রে ॥ ১৮৯ ॥

— ১ —

প্রথম গানের ছায় ঘুর । ভাল—খেমটা ।

ব্রিটিশের নিশান তুলি সবে মিলি, কর জয় মঙ্গল
স্বনি ।

১ । বল রে অনাথ মাতা পতিব্রতা, ভিক্টোরিয়া মহা-
রাণী ; ওরে বাঁর রাজ্যের মাঝে উদয় আছে, অন্তে
না যায় দিম্বি ।

- ২। ওরে আজ পঞ্চাশ বছর এক ছত্তর, রাজ্য করিলেন যিনি ; তিনি যে রোগির পাশে অনাথ বাসে, দীনজনের জননী ।
- ৩। ওরে তাঁর মুখের কথা বেদ গাথা, অন্নথা তার হয় না জানি ; তিনি যে আশা দিলেন তাই করিবেন, বিশ্বাস কর আশ্বাস বাণী ।
- ৪। এই কাঙ্গাল ফিকিরে কর, দীন দয়াময়, রাখ দীন হীনের বাণী ; সুদীর্ঘ আয়ুঃদানে, সমস্তানে রক্ষা কর দিন রজনী ॥ (মাতা ভিক্টোরিয়া) ১২০ ॥

— • —
খেমটা ।

- আরে গাও রে ওভাই, সবে মিলে গাও, মহারানী ভিক্টোরিয়ার জয় ; সবে, মনানন্দে শজ্ঞা ঘট্টা কাঁসর বাজাও ।
- ১। কদলীর তরু আনি রে, রাজপথে সার লাগাও ; জল পূর্ণ কলসীর মুখে আয়ের শাখা দাও ।
- ২। নানা ফুলের মালা গাঁথি রে, ভক্তি চন্দন ছিটাও ; (আনন্দে বিলাও) আলোকের সারি দিয়ে, তোরণ লাজাও ।
- ৩। পল্লীবাসী কুলবধু রে, কেন নীরবেতে রও ; দুর্কথা-খান চালন ডালায় হলুধনি দাও ।

৪। আলিপণে গুণিপনা রে, আজ সকলে দেখাও ;
স্ববচনী মায়েৰ কাছে শুভ ভিক্ষা চাও ।

৫। ফিকির খলে জগদম্বা গো ! একবার নয়ন ছুলে চাও;
মাকে, দীৰ্ঘজীবন দিয়ে ভারত কাঙ্গালে বাঁচাও ॥*

॥ ১৯১ ॥

— • —

রাগিণী মলিত—তাল একতাল।

ঘুমাও কত আর ভারত-কুমার বলবন্ত । ওঠ রে
নন্দন কর দৰ্শন, মায়াবিদ্রায় সৰ্ব্বশাস্ত ।

১। সাধন ভজন মণিকাঞ্চন ভক্তি-রতন শুভ্র শাস্ত ;
করে হরণ অপারণ, ভেদজ্ঞান ছুরন্ত ।

২। নানা ধৰ্ম্মে অন্ধ হ'য়ে, ভাইয়ে ভাইয়ে দ্বন্দ্ব করিয়ে
রাহিয়াছ ঘুমাইয়ে, হইয়ে নিশ্চিন্ত, হ'য়ে চৈতন্য
দেখ রে ভিন্ন, ভিন্ন ভাবে যত ভ্রান্ত ; ভগবান্ এক
ভাবিয়ে দেখ, লীলারসে ভাবান্ত ॥ ১৯২ ॥

— • —

* ভারতেশ্বরীর হীরকজুবিনী উপলক্ষে রচিত এবং নগরে
সঙ্গীত হয়।

হরিণাম সংকীৰ্ত্তন।

বিভাস— তাল ধং।

হরেকৃষ্ণ হরে হরে হরে নাম হরে নাম। বদন ভরে
বল হরি, শীতল হবে তাপিত প্রাণ ॥ (ও আমার
মন হরি বল রে ; ও কলির জীব হরি বল রে !)

১। বল হরেনারায়ণ, শমন ভয় হবে বারণ ; সরল হ'য়ে
বল হরি, পাবে নিতানন্দ ধাম। (ও কলির জীব
হরি বল রে !)

২। বিপদে সম্পদে হরি, হরি নাম ভব কাণ্ডারী ;
নামেতে পাষণ্ড পালায়, তাপিত প্রাণ হয় রে আরাম
(ও আমার মন হরি বল রে ; ও কলির জীব
হরি বল রে)

৩। অগাই মাধাই পাণী ছিল, হরি নামে তরে গেল ;
সাধু পাণী সবাই বল, নামেতে দিও না বিরাম ॥
(ও কলির জীব হরি বল রে ; ও আমার মন
হরি বল রে) ॥ ১২৫ ॥

তাল— একতালা।

বল ভাই রাম রাম, রাম বল ভাই, হবে প্রাণারাম।
রাম কহ ভাই, রাম ভক্ত ভাই, অপ রাম নাম।
(বদন ভরে বল বল রে ; সরল হ'য়ে বল বল রে)

- ১। দেখ, রাম হরি নামের মাঝে, আছে কৃষ্ণ নাম,
পরানন্দ ধাম, বল হরে নাম, বল হরে কৃষ্ণ হরে
কৃষ্ণ হরে রাম রাম । (নাম বিনে আর গতি
নাই রে ; এ ঘোর কলিযুগে)
- ২। হরি নামে পাপ হরে, তাই, কৃষ্ণ নামে জ্ঞান, নাই
নামের সমান, বল হরে রাম রাম ; আবার, রাম
নামে শমন পলায়, করে প্রাণারাম ॥
(ভয় দূরে যায় রে ; পঞ্চভূতের ভয়, দেহ) ॥১৯৪॥

গড়খমটা ।

- হরিনাম কর সাধনা, ছাড় বাসনা মন রে । নইলে,
অধামাথা নামে স্বাদ পাবে না কখন রে ॥
(হরেকৃষ্ণ হবে রাম) (শিবকৃষ্ণ শিব রাম)
- ১। ওরে, মনে থাকিলে বাসনা, হবে না রে নাম
সাধনা ; (ধন মান কীতি কুল) (আমি ধনী আমি
জ্ঞানী) ওরে, সিদ্ধনাগ বিনা না হয়, শমন ভয়
বারণ রে । (ভববন্ধন ঘোচে না রে)
- ২। ও মন, নাম ক'রে পাপ কর যদি, তবে, হবে রে
নাম অপরাধী ; (নামের গুণে পাপ কাটে বলে,
থাকে না বলে) নাম অপরাধীর কখন না হয়
মোচন রে । (নামে সকল পাপ দূরে যায়)

- । ও মন, মনের ময়লা ধুয়ে কেলে, হরি ব'লে তাঁরে
ডাকুলে; (আমি ধনী আমি জ্ঞানী, গুরুশ্রদেণ
শান্তিঅলে, আমায় দয়া কর ব'লে) একেবারে
ঘুচিলে মন অনম মরণ রে ॥ (বারে বারে যাতায়াত)

— • —

॥ ১২৫ ॥

তাল— একতাল।

হরি নাম বিনে আর গাঁত নাই কলিকালে; ডাকুলে
জীব হরি ব'লে। হরি বল্, হরি বল্, ডাকুলে জীব
হরি ব'লে ॥ (যদি পার হবি সংসার অকুলে)

- ১ । অক্ষর হরিনামের, দ্বি অক্ষরে স্মধাক্ষরে, মরা মানুষ
তাজা হয় রে নাম শুনিলে। (কাম ক্রোধ লোভে)
২ । অক্ষর হরিনামের, দ্বি অক্ষরে স্মধাক্ষরে, শুক তরু
মুঞ্জরে নাম শুনিলে। (পাপে তাণে অরা)
● । অক্ষর হরিনামের, দ্বি অক্ষরে স্মধাক্ষরে; কত
পাষণ শিলে নামে যায় গলে ॥

(আমার হৃদয়ের মত) ॥ ১২৬ ॥

কৃষ্ণলীলা সংগীত ।

রাগিণী বিভাস—তাল একতাল।

(প্রাণের) ভাই রে, রজনী প্রভাত হইল । দেখে
নীরদ তনু, উদয় হোল ভানু, বনে, যাবি কি না
কাণু, আমায় সত্য বল ॥ (খেনু চরাইতে)

- ১। মায়ের কোলে বোসে তুমি ঋণ নখনী, আমাদের
কি ভাই নাই রে জননী ; তোর, না শুনিলে বেনু.
গোষ্ঠে যায় না খেনু ; (প্রাণের ভাই রে) ও ভাই
নিতি নিতি তোরে ডাকি চিকণ কালা ।

(খেনু চরাইতে)

- ২। মায়ের কোলে মোরা সবাই শুয়ে থাকি, কানাই রে
ভাই তোরে স্বপ্নে দেখি ; বনে, পুলিনে বিগিনে,
খেলি তোর সনে, (প্রাণের ভাই রে) তোর বদনে
স্বপ্নে দেই রে বন ফল । (মোরা খেতে খেতে)

- ৩। জ্ঞানহীন রাখাল, মোরা ব্রজবাসী, সরল ভাবে
প্রাণের সহিত ভালবাসি ; নিতি নিতি তাই, নিতে
আসি ভাই, (প্রাণের ভাই রে) ও ভাই, তোর
সনে বনে থাকি মোরা ভাল । (নানা খেলা খেলে)

- ৪। রাগী তোরে সাজায় সোণার ভূষণে, রাখালগণ
তাতে মুখী নহে প্রাণে ; ওরে বনমালী বন ফল

তুলি, (প্রাণের ভাই রে) রাখাল রাজা সাজাইলে
তুমি সাজ ভাল । (ব্রহ্মের ব্রজরাখাল) ॥ ১৯৭ ॥

তাল—একতাল।

ত্রিভঙ্গ শ্রাম মনোরঙ্গে, রাখাল সঙ্গে যায় গো বনে ।
ধেনু পিছে নাচে কানু, বেনু বাজায় চাঁদ বদনে ॥
(আমার প্রাণবল্লভ ঐ বনে যায় গো)

১। সুবল সঙ্গে অঙ্গ দিয়ে, দাঁড়ায় শ্রাম ত্রিভঙ্গ হ'য়ে;
ঘন করতালি দিয়ে, রাখাল নাচে কৃষ্ণ সনে ।

(প্রাণবল্লভ ঐ বনে যায় গো)

২। যদি ব্রজ রাখাল হ'তেম, শ্রামের সঙ্গে যেনে যেতেম;
বনফুল তুলে এনে সাজাইতাম সযতনে ।

(ব্রজ রাখাল যেমন সাজায় গো)

৩। ভ্রমণ করি বনে বনে, বন ফল তুলে এনে; খেতে
খেতে মিঠো পেলো, দিতাম শ্রামের চাঁদ বদনে ।

(ব্রজ রাখাল যেমন খাওয়ায় গো)

৪। লাগিয়ে রবির কিরণ, ঘামিলে ও চল্লবদন;
ভাঙ্গিয়ে গাছের শাখা, বাতাস দিতেম সযতনে ।

(ব্রজ রাখাল যেমন বাতাস দেয় গো)

৫। খেলিতাম বঁধুর সাথে, জিনিলে করিতাম কাঁধে;
শীতল হ'ত ত্রাণত প্রাণ, শ্রাম অঙ্গ পরশনে ॥

(রাখাল যেমন শীতল হয় গো) ॥ ১৯৮ ॥

প্রথম গানের স্তায় সুর। তাল— খেমটা।

- ঐ যে, গোচারণে গহনবনে, বাজিল মোহন মুরলী।
- ১। শুনি সেই মোহন বেণু চরে ধেনু, নীন ভাসে মুখ
তুলি; রাখালমণ্ডলি মাঝে, রাখাল সাজে নাচে
কানু বনমালী। (আশন গানে আপনি ভুলি)
 - ২। যশোদা বাঁশী শুনে ভাবে মনে, বাঁশী বাজিছে মা
বলি; রাধিকার হৃদয়মাঝে বাঁশী বাজে, অয় রাখা
শ্রীরাধা বলি। (যার যেমন ভাব সে তেমনি শোনে)
 - ৩। কুটিলার মন যেমন, বাঁশী তেমন, রসে করে রস-
কেলী; ডেকে কয় জটিলারে বাঁশীস্বরে, কালা দিল
কুলে কালি। (যার যেমন ভাব সে তেমনি শোনে)
 - ৪। ফিকির কয় বাঁশী স্বরে ধেনু ফেরে, মন কেন তুই
না ফিরিলি; কাঙ্গাল কয় বাঁশী স্বরে ফকীর ক'রে,
বাঁশী কেন নিদয় হ'লি ॥ (নিকটে না ডেকে ল'য়ে)

॥ ১৯৯ ॥

কীর্তনের সুর, তাল পত্তন।

- এইখানে সখা তোমায় নাচতে হবে। আবার
নাচতে হকে, নাচতে হবে, তেমনি কোরে নাচতে
হবে ॥ (মণিমন্দির পরে) (যাযাটের পথে)
- ১। গোষ্ঠে যাবার সময়, এই পথের মাঝে; (সখা
যখন নেচে ছিলে) তখন যে চেয়েছিল, চেয়ে আছে

তেমনি কোরে । (মণি মন্দির পরে) (দেখি
ঔষধি পলক নাই)

- ২। নাচরে, রাখাল রাজা, ত্রিভঙ্গ ভঙ্গী ধরে, (সখা
তখন যেমন নেচে ছিলে) ব্রজ রাখাল নাচুক তোরে
বেড়ে তেমনি কোরে । (দেখি পলক পড়ে কি না)
(ঐ ধনীর)

- ৩। তোমরা দুজন নাচ, ফিকিরের হৃদকমলে, (মণি
মন্দির পথ ছাড়িয়ে) আজ কাঞ্চাল লোটাক, পদ-
তলে অঙ্গ ঢেলে ॥ (তনু বিছাইয়ে) ॥ ২০০ ॥

—):৪:(—

কীর্তন, ভাল—একতাল।

হৃদয় নিকুঞ্জে স্বরূপ এ কি অপরূপ হেরি ; নবীনা
কিশোরী সনে, নবীন কিশোর হরি । (যুগল
রূপের বালাই যাই রে ; নিরূপম যুগল রূপ রে ;
রূপের তুলনা নাই রে)

- ১। ত্রিভঙ্গিম শ্রাম রূপ, নট ভূপ রসরূপ ; মদনমোহন
তনু, মদনের মনহরি । (হেরিলে মদন ভোলে
রে ; হেরিলে কামনা থাকে না ; রূপ দেখে কাম
ভুলে যায় রে)

- ২। চুড়াতে ময়ূরের পাখা, তাতে আধি চন্দ্ররেখা

- বামে হেলা চূড়া বাঁকা, দেখে রাধার রূপ মাধুরী ।
 (ঈষৎ বাঁকা শ্যামের নয়ন রে)
- ৩। রাই নাচে বাঁশী শুনে, কৃষ্ণ নাচে রাধার সনে ;
 পবন হিল্লোলে দোলে পীতাম্বর নীলাম্বরী ।
 (যুগলরূপের বালাই যাই রে ; নাচে শ্যাম নটবর
 রে ; নটিনীর সাথে রাই নাচে রে !)
- ৪। নিত্যানন্দ গোলকপুরী, দ্বিভূজ মুরলিধারী ; হৃদয়
 মাঝে এই রূপ হেরি, ছনয়নে বহে বারি । (আমার
 প্রাণ কেমন করে রে ; হিয়া আমার ফেটে যায় রে ;
 গোলকধামে কবে যাব রে ; নিত্য বাঞ্ছা পূর্ণ কবে
 হবে রে ॥ ২০১ ॥

ঐ সুর। তাল-ঐ

- প্রাণবল্লভ রাধাবল্লভ, শ্রীপদ পন্নবে প্রণাম ; অন্তরে
 বাহিরে তুমি তুমি আমার প্রাণারাম । (তুমি ভিন্ন
 কেউ নাই হে ; যে দিক দেখি সেই দিক তুমি হে)
- ১। অপর জ্ঞানে হয়ে মত্ত, ভুলেছিলাম গুরু তত্ত্ব ;
 তোমার দয়ায় হে গোবিন্দ, পরানন্দ ধাম পেলাম ।
 (মোহ আঁধার দূরে গেল হে ; অজ্ঞানের আঁধার
 পলাইল)

- ২। বাহিরে যুরলীধারী, অশরূপ যে মাধুরী ; অন্তরে
সেইরূপ হেরি, নবীন নীরদ শ্যাম । (নটরাজ
পীতাম্বর হে ; বংশীধর চূড়া মাথায় হে ; অন্তর
বাহির এক হোল হে !)
- ৩। যেকূপ চতুর্ভুজের প্রাণ, দেব ঋষি নারদের ধ্যান ;
করে বাসের নয়ন দান, এই কি সেই ত্রিভঙ্গ ঠাম ।
(আমায় তাই বল বল হে ! রূপ দেখে প্রাণ
শাপল হ'লো হে)
- ৪। বামে রাখা নাহি হেরে, প্রাণ আমার কেমন করে ;
বামে লয়ে কিশোরীরে চিত্তে কর নিত্য নিরাম ।
(নিজ দাসের দয়া কর হে ; তোমার দাসের
দাসের দয়া কর হে) ॥ ২০২ ॥

রামলীলা ।

প্রথম গানের আয়তন । তাল—খেমটা ।

ওরে ভাই নাই রে শঙ্ক। খাও রে লঙ্কা, চিবাইয়ে
মুড়ির সাথে ।

- ১। সাধনের শক্তি সীতা ভক্তি মাতা, ছিল পঞ্চবটীতে ;
রাক্ষস ছুরি ক'রেছে মা কাঁদিছে, প্রহারিছে
রাক্ষসীতে ॥

- ২। ভাই ভাই এক প্রাণ ধ'রে, টান, পাথর শিলে
ছুই হাতেতে ; দিয়ে রে শক্তির দোহাই পথ কর
ভাই, পারবে সীতা উদ্ধারিতে । (মুখে রাম জন্ম বল)
- ৩। যদি ভাই, রাম নাম ভোল পাথর তোল, ভাসিবে
না তা জলেতে ; হৃদয়ে থাকলে ভক্তি পাবে শক্তি,
যুক্তি হবে আচম্বিতে । (আমাদের মা আনকী)
- ৪। দীনহীন কাদালে কয়, রাম দয়াময় আমায়, হশু
কর কটাক্ষেতে ; আমি এ বুক চিরিয়ে দেই দেখায়ে,
রাম দেখে যে চায় দেখিতে ॥ (সীতা উদ্ধারিতে)



॥ ২০৩ ॥

কীর্তন, তাল— একতাল।

সীতা রামরূপের তুলনা, ভুবনে আর কি আছে ।
(আমার রাম সীতা ব্রহ্মময় রূপ ; এক পূর্ণব্রহ্ম
শক্তি স্বরূপ) হৃদয়, ছাদশ্ দল্ সরোজ, (দেখ রে)
পরিকর মাঝে, শ্রীরামচন্দ্র বিরাজিছে ।

(সীতা সতী বামে)

- ১। কিবা, রাম সীতা শিরে, ছত্র ধরে লক্ষ্মণ, চামর
ব্যঞ্জন করে ভরত শক্রিয় ; ধন্য, অঞ্জনা নন্দন,
(দেখ রে) ভক্তি মহাঞ্জন, যুগল চরণ সেবিতোছে ।
(রামের, আমার সীতা রামের)

২। যিনি নবদুর্বাদল, শ্রীরাম মুরতি, হরিৎ মেঘে
জড়িত, তড়িত সীতা সতী; চারি রাম পরিজন,
(দেখে রে) শশী স্তম্ভোভন, ভুবন মোহন করিছে ।
(সীতা রামরূপে)

৩। কাঙ্গাল কিকির বলে শুন, মম মন ভুঙ্গ, বিষয় ফুল
রসে ব'সে কত কর রঙ্গ ; সীতা রাম চরণে ধাও,
(ভুঙ্গ রে) অমৃত মধু খাও, কেনে জীবন হারাও
বিষয় বিষে ম'জে ॥ (সীতারাম চরণ ছেড়ে) ॥২০৪॥

কীর্তন ভাল—ধামাল।

মধুর রামরূপে ঘে দেখেছে নয়নে । (হৃদকমলে সীতা
সতী সনে) ॥ সেই ত, সর্বভাগী বৈরাগী, অনু-
রাগী চরণে ॥ (রামরূপের দাসানুদাস)

১। সে ত, নবদুর্বাদলমেঘে, সৌদামিনী জড়িত দেখে,
আছে অনিমিখে; প্রেমধারা বহিতেছে সঘনে ।
(বক্ষঃস্থল ভাসাইয়ে)

২। ওরে, যে জন রামরূপ না দেখেছে, সেত অন্ধ-
কারে আছে, কাঙ্গালকিকির বলিছে; দেখেছে যে,
জয় কোরেছে শমনে ॥ (রামের বামে সীতা
মাকে দেখে) ॥ ২০২ ॥

১৯১ গানের আর সুর । তাল—ধেমটা ।

ও ভাই ! বল বল রাম, রাম রাম রাম প্রাণারাম ।
আমার, রাম প্রাণারাম, প্রাণারাম রাম ॥ (রাম
নামের তুলনা নাই রে ;) (রাম) (প্রাণ রমণ)

- ১। আমরা যত কুলের মেয়ে জল আনিতে যাই,
(সরষুর বাঁধা ঘাটে) পথে রাম গুণ গাই ; (প্রাণ
সই রে) জলে ডেউ দে দেবি, রাজীব জাঁখি, ছুঁই-
দল শ্রাম । (রাম নব) (ধনুর্ধারী)
- ২। যে জন সত্য রক্ষা করে, তারে রাখে রাম, (সত্যই
রাম, রাম সত্যই রে) সেত, কারু নহে বাম ;
(প্রাণ সই রে) সত্য যে না রাখে, সত্যই নাশে
তারে কেবল বাম । (রাম ধনুর্ধারী, রুদ্ধরূপে)
- ৩। সত্য জ্ঞান প্রেমের সেবা করিলে সাধন, (রাম
সত্য জ্ঞান রে, রাম প্রেম) রাম হৃদয় রমণ ;
(প্রাণ সই রে) সত্য যে না ভজে, নরকে মজে,
তার প্রতি বাম । (শাসন তরে ধনুঃ ধরে, রুদ্ধরূপে)
- ৪। ভূত ভয়বারণ পতিতপাবন, (ভয় আর থাকে না
থাকে না, পঞ্চভূতের, রামনামে) ভক্ত-হৃদয়রমণ ;
(প্রাণ সই রে) কাঙ্গাল-ফিকির বলে, রাম ভজিলে,
করে পলায়ন ॥ (ভূতের দেহ থাকে না আর, পঞ্চ,
কাম ক্রোধ) (জীব নিত্যদেহ ধারণ করে) ॥২০৬॥



গৌরান্দ্র লীলা ।

কীর্তন, তাল তেওট ।

এস এস হে গৌর হরি দয়াময় । হে শচীনন্দন !

একবার কীর্তনের মাঝে এসে হও উদয় ॥

(গৌরান্দ্র হে)

১। ওহে, আমি যে জ্ঞানহীন, ভক্তিহীন অকিঞ্চন, (হে শচীনন্দন!) আমার ভরসা কেবল তব পদদ্বয় ।

(গৌরান্দ্র হে)

২। ওহে কৃপানিধান কর কৃপাদান; তোমার নাম-
লীলা রস করি গান; তোমার করুণা বিনে জীব,
ভক্তিগান অসম্ভবে, (হে শচীনন্দন) ! প্রেম ভক্তিতে
মাতাও ওহে প্রেমময় ॥

(কাদাল ডাকে, গৌরান্দ্র হে) ॥ ২০৭ ॥

কীর্তন, — তাল গড়ধেমটাল

শ্রীবাস অঙ্গনে নাচে শ্রীগৌরান্দ্র রায় । গৌরান্দ্র রায়
আমার নিত্যানন্দ রায় ॥ গদাধর মুরলী গুপ্ত, ভক্ত
সমুদয় । ভাবাবেশে ঢ'লে পড়ে নিত্যানন্দের গায় ॥
(রাধা রাধা রাধা ব'লে) (ধা বলবে কি রা নর
না রে)

- ১ । গদাধরে বেড়া দিয়ে, আপনীর ভুলে যায় ; (ভাবা-
বেশে মাতোয়ারা রে) দাসে দয়া কর ব'লে ধুলাতে
লুটায় । (নিশ) (আর আমার কেউ নাই হে)
- ২ । আহা, অন্য কে বুঝিবে গোরার, না জানে আপ-
নায় ; (হেম্ সিন্ধুতে প্রেমের তরঙ্গ) কভু হাসে
কভু কাঁদে, কভু নেচে খায় । (প্রেমে উন্মত্ত
হ'য়ে রে ;) পেলাম পেলাম ব'লে রে)
- ৩ । সুরধনীর তীরে গোরা কভু খেয়ে যায় ; (গোয়ার
ভাব গোরাই জানে রে) সুনিশাল বকঃস্থল, ভাসিল
খারায় ॥ (খারার বিদায় নাই রে) (নয়ন)
(প্রেম জল) (দুই খার এক হোল রে)
- ৪ । কিকিরচাঁদ বলে গোরা পাশরি আপনায় ; (আজ
গোরা আমার জ্ঞান হারা রে) গঙ্গাকে যমুনা স্মরি
কাঁপ দিতে যায় । (কালীয়াদমন মনে বুঝি পল রে)
- ৫ । কাঙ্গাল বলে, গোরা আমার, স্মরি রাসতত্ত্ব ;
(যমুনাতে জলকেলী রে) আপনার রসোন্মাদসে
আপনি হয় মত্ত ॥ (শ্রীকৃষ্ণ লীলা স্মরিয়ে) ॥২০৮॥



শ্যামা সংগীত ।

কীর্তন, - তাল ৪৭ ।

তবে, মন রে আমার কর আয়োজন, যদি পূজি
মায়ের চরণ । আছে, মলা ধ'রে যতন কোরে মাজরে
ক'খানা বাসন । (যেন থাকে না থাকে না,
পূজার বাসনেতে মলা)

১। ওরে, এমনি কোরে মাজবি বাসন, দেখা যায় রে
আপন বদন (মন আমার) ; তখন বাসন মাঝে
দেখি মায়ের সেই চরণ ; ওরে, বাসনে মলা
থাকিলে সেই মায়ের চরণ নাহি মেলে, মলিন
আয়নাতে দেখলে হয় না কভু মুখ দরশন ।

২। ওরে, সত্ব রজঃ, তম ব'লে, আন রে বিলুদল তুলে
(মন আমার) ; সেই বিলুদল ধোও নয়ন-গঙ্গাজলে ;
ভক্তিকে করিয়ে চন্দন, তাইতে আবার কর লেপন,
নইলে পূজা হবে না মন, বৃথা যাবে সন উপকরণ ।

৩। কাঙ্গাল বলে নয় রে সোজা, খাটনি বিনে হয় না
পূজা (মন আমার) ; খাটে যে জন, পার হয় সে জন
বিরজা ; বিরজা পার হ'লে পরে, বাসনেতে ছায়া
পড়ে, রূপে ভুবন দীপ্তকরে, শীতল হয় রে তাপিত
জীবন ॥ (তখন থাকে না থাকে না, সংসারকুলা)

রাগিণী বিভাস—তাল একতাল।

শিব জগত গুরু, কল্লতরু কালী আমার ; যে যাচিছে
সে পাইছে, ফল যেমন ইচ্ছা যাহার ॥ ওরে,
আনন্দ স্বরূপ ধ'রে, আনন্দে বাঞ্ছা করে, মা আমার
আনন্দময়ী, আনন্দ বিতরে তারে ; শিব উক্তি যুক্তি
ধ'রে, পরাভক্তি বিতরে তাহার ॥

১। ওরে, যে যাচে সংসার সুখ, বিষকুল পয়োধুখ ;
পরিণাম গরল দুখ, অত্যাচার ব্যাভিচার হে ; ওহে
অত্যাচারে পূর্ণ ধরা, সত্য যে জীয়েন্তে মরা, প্রশান্ত
রূপিনী তারা, রুদ্ধ কালী অসি ধরা ; কাঙ্গাল-
কিকির বলে হরা, হর হর অধিশ্বাস এবার ॥২১০॥

দাশরথি রায়ে— (আছি মা তারিণী খণি তব পায়) গানের হর ।

আলিয়া—তাল তেতাল।

এ মা, ভ্রাস্তি হর হর মনমোহিনী । মানস অবশ,
যশ পরবশ হ'য়ে, ভ্রমি অশান্ত হৃদয়ে ; শাস্তি
দে মা ওগো শান্তিরূপিনী ॥

১। মা বিনে কে জানে পুত্রের মমতা, মম মনোব্যথা
তাই নিবেদি জগন্মাতা, ছ জন করিছে সদা শত্রুতা ;
সাধ্য নাই নিগারি তাদের বাধ্যতা, শম দম অন্ত
হার্য, শত্রু কিসে নাশি তারা, হরি জ্ঞান বল হারা
তারিণী ॥ ২১১ ॥

রাগিণী আলিয়া তাল—একতাল ।

- ঐ, সমরে বিহরে শ্রামা । কিবা, বিশদ মবিড়,
 নীরদ কান্তি, নবীন নীল, নলিনী ভ্রান্তি ; জীব
 শান্তি তরে, রণ শ্রান্তি করে, শবে শিব রমা । শ্রামা
 ১ । ত্রিতাপ হরা তারা, ত্রিনয়ন ধরে, সূর্য্য শশী অগ্নি
 উদ্ধাপন করে ; পঞ্চাশত বর্গ, মুণ্ডমালা পরে,
 প্রশান্ত প্রতিমা । (শ্রামা)
 ২ । সুধা পানে রক্ত আধ ফুল আঁধি, শ্রামাজ ত্রিভঙ্গ,
 পূর্ণ চন্দ্রমুখী ; কাঙ্গাল-কিকির বলে, হৃদয় মাঝে
 দেখি, ওরূপ নিরূপমা ॥ (শ্রামা) ॥ ২১২ ॥

রাগিণী মল্লার তাল—কাঁপতাল ।

- কে ঐ নিরূপমা শ্রামা, নৃত্য করে সমরে । খঞ্জন
 নয়নী, অঞ্জন বরণী, কালী, নররক্ত রঞ্জিনী, বোম্
 বোম্ হরে হরে ॥
 ১ । নরমুণ্ড ভূষণ পরা, দিগম্বরী অসি ধরা, পদ চাপে
 কাঁপে ধরা, ধরাধর ভেঙ্গে পড়ে ।
 ২ । দেখ, সঙ্গিনী নাহিক অন্য, বিভূতি স্বরূপা গণ্য,
 ভৈরবী ভৈরব নৃত্য, এ বিশ্ব অশ্বরে ; কালীর স্তুতো
 নাচে তারা, গগনে অগণ্য তারা, কালী তারা,
 তারা কালী, তারা কালী চরাচরে ।
 ৩ । ওরে, কালীপদ কলবারণ, তরণ তরি তারা চরণ ;

আয় রে জীব্ কর আরোহণ, ভক্তি হৃদে ধরে ;
কাসাল কয় ঐ চরণ তরি, নিজেই নাবিক নিজেই
তরি, আয় রে কিকির ঘরা করি, তরি ভব-সিন্ধু
নীরে ॥ ২১৩ ॥

(ষট্চক্রতত্ত্ব সংগীত)

রাগিণী ভাঁয়রো, তাল একতালা ।

জাগো একবার জাগো, মূলাধারে জাগো, বুল-
কুণ্ডলিনি মাগো ! ভ্রমরা গুঞ্জে, কোকিল কুহরে
প্রভাত হোল রজনী গো ॥

১। অযুত পিয়ায়ে, নিদ্রিত হইয়ে, আবৃত রহিলে
জননি ! জাগে না জাগালে, এ ঘোর কলিকালে,
যুমায় অকালে সব প্রাণী গো ।

২। মূলেতে আগিয়ে, স্তম্ভ বাহিয়ে, সহস্রার ভেদিয়ে
আপনি । বোস নিজধামে, সদাশিববামে জীব-
শিব-প্রদায়িনী গো ।

৩। আধ হর হরি, আধ রাধা গোঁরী, ত্রিভুবন মনো-
মোহিনী । শূগলমাধুরী, নয়নে নেহারি, নরনারী
ব্রহ্মজ্ঞানী গো ॥ (হোক) ॥ ২১৪ ॥

রাগিনী সুরট মল্লার, বাঁপতাল।

কালি কুওলিনি ! শঙ্কুভাবিনী, আগো গো অন্তরে
শ্রামা, আগো গো অন্তরে ।

১। সার্ক-ত্রিবলয়াকারে, শঙ্কুননে মূল্যধারে, চিৎস্মি
চৈতন্যহারী কি ছলে ; একবার, ছাড়িয়ে ছলনা
শ্রামা, চতুর্দলে দোল গো মা, এলোকেশি মহাকাল
হৃদিপরে ।

২। স্বাধিষ্ঠানে অধিষ্ঠান, হ'য়ে পুরাও অনুষ্ঠান, চিন্তা
হর চিন্তাহরা চিন্তামণিপূরে । শব্দব্রহ্ম অনাহতে,
গতি করি অনাহতে, ত্রাণ কর আহত এ জীব মা;
ওমা, বিস্তুদ্ধাথ্যে হোয়ে বিকাশ, ত্রিপুরা গো পুরাও
আশ, কর মা বিস্তুদ্ধ আমায় করুণা কোরে ।

৩। আজ্ঞাচক্রে প্রজ্ঞাময়ী, হও গুরু-ব্রহ্মময়ী, আজ্ঞা
কর সংজ্ঞাদা গো প্রজ্ঞাহীন জনে । সহস্র কিরণ-
ভাতি, সহস্রারে করি গতি ত্রিকোণ-সরসীকূলে
চল গো ; ওমা হর-হংস-উন্মাদন, হংসীকূপে কর
রমণ ; সমান গণি জীবন মরণ, রমণ ছেলে ॥২১৫॥

রাগিনী ভৈরবী, তাল কহালী ।

মহাকাল-বিলাসিনী । কুল-মূল্যধারে কালী, কুল-
কুওলিনী ॥ (আগো কালী)

- ১। মূলপদ্ম চতুর্দলে, সিঙ্গুরবর্ণ উজ্জ্বলে ; শত্ৰুসহ কুতু-
হলে, শিবসৌমন্তিনি । (দোল গো মা)
- ২। ষড়্দল-স্বাধিষ্ঠানে, এসো গো মা বিষ্ণুস্থানে; তড়িদ-
বর্ণ ষড়্বেবে, তড়িদবিকাশিনী । (ঘনরূপে হও মা)
- ৩। ওমা, মণিপুর-দশদলে, এস মা বহ্নিমণ্ডলে;
শ্রীচরণচ্ছায়াতলে, শীতল কর প্রাণী । (সংসারদগ্ধ)
- ৪। ওমা, হংকমল দ্বাদশদল, আরক্তবর্ণ উজ্জ্বল, মা
আমার তায় নেচে চল, তুনি নৃপুরুষনি ।

(মায়ের পায়ে) অনাহত-হৃদয়পদ্মে)

- ৫। বিত্তকাখা ষোড়শদলে, শূন্য গগণমণ্ডলে; বিরাজ
ওমা বিমলে! শূন্যবাণিনী । (পূর্ণরূপে)
- ৬। আন্তঃপদ্মের দ্বি-দলে, বিত্তকসত্ত্ব-উজ্জ্বলে, গুরু-
রূপে কুতুহলে, আন্তঃসংসারিণী । (গুরুরূপে হও মা)
- ৭। ওমা, সর্বভক্ত হইয়ে পার, সহস্রারে কর বিহার;
অমৃত দাও মৃতে এবার মৃত-সঞ্জীবনী ॥

(কিকির ডাকে, হও) ॥২১৬॥

রাগিণী মুলতান, তাল একতাল ।

জীব রে, চিত্ত একবার । বিশ্বত্রঙ্গাও দেহভাঙে
তোমার ।

- ১। দেহে, গ্রহ উপগ্রহ তারক তপন, ধরা গিরি নদী

বন উপবন ; দেহে, চতুর্দশ-লোক, (জীব রে)
বৈকুণ্ঠ গোলক, কৈলাস-লোকসার ।

- ২। জীব রে, চক্রে চক্রে দেখে দেবতার আলয়, আধার-
পদ্ম ব্রহ্মার রূপে আলোময় ; বামে, বিশ্বসৃষ্টিকর্ত্তী,
(ব্রহ্মাদেবের) ডাকিনী সাদিকী, কোটিষাদিত্য
রূপাধার । স্থাধিষ্ঠানে অধিষ্ঠান পীতাম্বর, চতুভূজ
বিষ্ণুরূপ মনোহর ; বামে, শ্যামাঙ্গী রাকিনী, (বিষ্ণু-
দেবের) ব্রহ্মাণ্ডপালিনী, মহিমা অপার ।
- ৩। জীব রে, মণিপুরে রুদ্রমূর্ত্তি মনোহর, ভয়াভয়দাতা
ভস্মভূষাধর ; জীব রে, বামে শ্রীলাকিনী, (রুদ্র-
দেবের) বিশ্বসংহারিণী, শুভঙ্করী গৌরী শাস্ত্রে
প্রচার । অনাহতপদ্মে শোভেন জ্ঞান, বরাভয়কর
করুণানিধান ; তাঁর, বামে সর্বেশ্বরী, (জ্ঞানদেবের)
কাকিনীসুন্দরী, করেন বিহার ।
- ৪। শোভেন, বিশুদ্ধাখ্যে সদাশিব ত্রিলোচন, অর্দ্ধনারী-
শ্বর পঞ্চবদন ; বিশ্বের, সৃষ্টি স্থিতি লয়, (জীব রে)
তাঁর ইচ্ছায় হয়, শাকিনীশক্তি মূল্যধার । আভ্রা-
চক্রে দেবী হাকিনীর লীলা, শুদ্ধসত্ত্বরূপে ত্রিলোক
উজ্জ্বলা ; শোভেন, ইতর নামে শিব, (পদ্মকর্ণি-
কায়) ভক্তে সদাশিব, দিছায়ালা-অলঙ্কার ।
- ৫। জীব রে, সহস্রারকমলের সহস্রকদলে, নিখিল

দেবতার লীলানন্দস্থলে ; দেখ, কিবা মহোৎসব,
(জীব রে) নিতারাসোৎসব, ব্রহ্মানন্দরস অপার ।
ব্রহ্মময়-রূদে ব্রহ্মময়ীর খেলা দেখ রে ও কিকির !
ব্রহ্মানন্দলীলা ; দেহতত্ত্বে জীব, (ষট্‌তত্ত্বভেদি)
হও রে সদাশিব, জীবব্রহ্ম একাকার ॥ (তখন)

—:~:—

॥২১৭॥

রাগিণী জংলা মূলতান, একতাল ।

অসার সংসার জীবনায়, এবার, বুঝা যে মা যায়
জীবন । আগে মা যোগীন্দ্র-জায়া, মূলধারে হও
চেতন ।

- ১। ষট্‌পদ্যে ষট্‌শক্তি রঙ্গে, বিরাজে ষট্‌ শিব সঙ্গে ;
ষট্‌পদ্যভেদ-প্রসঙ্গে, তাঁদের সঙ্গে কর্‌ মিলন ।

(ভবসঙ্গ ঘুচাইয়ে)

- ২। ও তার, পঞ্চপদ্যে পঞ্চতত্ত্ব, পঞ্চেন্দ্রিয়ের মূল সত্য,
তাতে ষটাও এ জীবত্বধারণের সার্থকত্ব ; ওমা,
জীবত্ব উৎপত্তির কারণ, ষট্‌পদ্যে মা কর হরণ ;
কর মা, শিবত্বে সহস্রার মিলন, শক্তিওত্বে বিসর্জন ।

(আমায় দে মা)

- ৩। ওমা, পৃথিতত্ত্ব মূলপদ্যে, মা তোর অঙ্গগন্ধ তত্ত্বে,
প্রাণেন্দ্রিয়ের সার্থকত্বে, দুর্গন্ধময় জুড়াও জীবন ।
মা তোর, রসতত্ত্ব স্বাধিষ্ঠানে, চরণপদ্য-মধুপানে ;

আমার, রসনার তৃপ্তিসাধনে, করাও রস আশ্বাদন ।

(নিত্য নুতন)

- ৪ । মা তোর, মণিপুর-রূপতত্ত্বে, যোগ কর এ নেত্রতত্ত্বে
চিৎখন-ব্রহ্মায়সত্ত্ব-রূপে হোক মা ধন্য নয়ন । ওমা,
হৃদিপদ্ম অনাহতে, যোগ কর পবনতত্ত্বে ; ওমা,
ঐশ্বর্য পদশনদে, স্পর্শেন্দ্রিয় কর মোহন ।

(বায়ুর স্পর্শ-তত্ত্বযোগে)

- ৫ । ও মা, কণ্ঠপদ্ম আকাশতত্ত্বে, রূপ রস স্পর্শ গন্ধে,
যোগ করি যোগেশ্বরী, যোগে ব'স যোগীন্দ্রহৃদে ।
ও মা, চূলাও ও বিধুবদন, কথা ব'লে জুড়াও শ্রবণ ;
আবার, বাকুশক্তি দে আমায় তেমন, জুড়াই এ হৃদয়
বেদন । (পদে বেদন নিবেদিয়ে) (স্তব স্তুতি গানে)
- ৬ । ও মা, আজ্ঞাপত্রে মনস্তত্ত্ব, চতুর্বিংশ জীবতত্ত্ব,
মা তোমার ঐ শূন্যতত্ত্বে, কর তাদের বিলয়সাধন ;
ও মা, সহস্রারে নাদতত্ত্বে, লয় কর এ কিকিরঘে ;
বসি, বিন্মুশক্তিরূপে হৃদে, সার্থক কর নাম গ্রহণ ॥

(কিকির শক্তিসাধক) ॥২১৮॥

রাগিণী ধাম্বাজ, তাল একতালী ।

বদি, পূজিবে রে শ্রামাচরণ । তবে, যতনে কর
মুর্তি গঠন ; উন্নী সহিতে, (জীব রে) মনকারিকর
সাথে, যোগাড় দিতে রত হও অনুক্ষণ ॥ (নিজে)

- ১। জীব রে, মনের সঙ্গে এস মূলাধারক্ষেত্রে, প্রয়ো-
জন মত লও পৃথিতত্ত্বে ; স্বাদিষ্ঠানপুরে, (জীব রে)
স্বচ্ছসরোবরে, বারিতত্ত্ব-সার কর গ্রহণ ।
- ২। চিন্তামণিপুর-তেজ-তত্ত্বাধার, গ্রহণ কর তথায় তেজ
তত্ত্বসার ; অনাহতপুরে, (জীব রে এসে) লওরে
প্রাণ পুরে, বায়ুতত্ত্ব প্রাণপ্রতিষ্ঠাকারণ ।
- ৩। ও জীব, বিত্তুদ্ধাখ্যে আকাশতত্ত্ব গ্রহণ করি, মনঃ
সঙ্গে সঙ্গে এস আজ্ঞাপুরী ; গুরুর সম্মতে,
(জীব রে) বিত্তুদ্ধাচিৎসত্ত্বে, মনের মত মূর্ত্তি কর
গঠন ।
- ৪। জীব বলে একি ! মূর্ত্তি গড়াইয়ে, বিলীন হ'ল মনঃ
রূপ নিরখিয়ে ; তখন, উন্মত্তী বলিছে, (জীব রে)
সহস্রার মাঝে, কর শিবে শ্রীমা মূর্ত্তি স্থাপন ।
- ৫। কিকিরচাঁদ বলে সহস্রার কমলে, সাজ্জে ভাল
মহাকাল-বন্ধঃস্থলে ; পূজা কর গ্রহণ, (মাগোঃ)
আত্মসমর্পণ, ত্রিতত্ত্বে এ আত্মতত্ত্ব-বিসর্জন ॥

॥২১৯॥

১৩শ গানের স্তায় সুর। একতালা।

নিদ্রাগত কঁত কাল রবে জননি ! মূলাধারে কুল-
কুণ্ডলিনি !!

১। যদি, মা তুমি ঘুমাও, জেগে না আগাও, তবে ত

আগে না কোন প্রাণী ; একবার হোয়ে সুপ্রসন্ন,
(মাগো) হও মা চৈতন্য, চৈতন্য আনন্দস্বরূপিণী ।

(আগে। মূলাধারে)

২। মূলাধারে অন্নকোষ, ছেড়ে একবার এস, প্রাণময়-
কোষে, প্রাণতোষিণী ; আমার মনোময়কোষে,
(মাগো) মনানন্দে ব'সে, তন্দ্রা হর তন্দ্রাক্রুপিণী ।

(মনো-রাজ্য গঠন)

৩। ওমা, করুণা প্রকাশ, মনকোষ নাশ, জ্ঞান কোষে
এস, জ্ঞানদায়িনী ; জীবের জ্ঞানকোষস্থল, (মাগো)
শ্বেতশতদল, বীণা বাজাও মাগো বীণাপাণী ।

(জ্ঞানের পদদলে)

৪। ওমা, আনন্দময় বাসা তাতেও বন্ধ দশা, প্রাণের
ভালবাসা না পায় জ্ঞানী ; মম এ কোষ ভাঙ্গিয়ে
(মাগো) প্রণব ভেদিয়ে, সদাশিব গিয়ে মা
আপনি ॥ (নিজধামে বোস)

৫। ওরে, কাঙ্গাল বলে নাম, সদাশিব ধাম, রাসচক্র
নাম, সাধকের বাণী ; তথা, শিবে শোভে গৌরী,
(মরি হায় রে) শ্যামে রাধা প্যারী, নেচে বেড়ায়
গোপিনী যোগিনী ॥ (রাসচক্র-ইচ্ছায়) ॥২২০॥

রাগিণী বেহাগ, তাল—একতাল।

বাঁশী, বাজিল রে। অলস বিভল, আঁধি ঢল ঢল,
রাই-কুণ্ডলিনী জাগিল রে ॥

- ১। সহস্রারকমলে শ্রীযমুনা-কূলে, বাঁশী বাজে শ্রামের
অধরকমলে; প্রেম-আকর্ষণ কলধ্বনিমূলে, ত্রিজনত
মাতিল রে।
- ২। মূলাধারে শ্রামবংশীধ্বনি ধায়, জাগিল নিদ্রিতা
কুণ্ডলিনী রাই, চকিত-চপলা-বাকুলহিয়ায়, বাসিল
রে। এ ঘোর নিশীথে সংসার বাগনা, নিদ্রিতা
জটিল। বিরাগকামনা; সংসারআসক্তি-কুটিলার
যাতনা, নাই রাই বুঝিল রে।
- ৩। অমনি, বাম দক্ষে ইড়া পিঙ্গলার পথ তাজে, গুপ্ত-
পথে রাই স্মৃষ্নার মাঝে, আসি ধীরে ধীরে বাসি
মূলাধারে, ডাকিল রে। রাইয়ের সঙ্গে সঙ্গে চলে
সহচরী, আধারপদশক্তি ডাকিনী স্মন্দরী; সখি-
সনে প্রেম-গীতি গায় কিশোরী, শত মন্ত অলি
গুঞ্জরিল রে।
- ৪। প্রেমভরগতি-হংসীবিভম্বিনী, স্বাদিষ্ঠানপদে রাই
নিতম্বিনী; বাসি, শ্রান্তি ছর করি, শ্রীরাকিনীসখি,
সঙ্গে নিল রে। মণিপুরে আসি বাসি দশদলে, কন-

লিনি ভাসেন প্রেমকুতুহলে ; শ্রীলাকিনীশক্তি পড়ি
পদতলে, সখী হোয়ে সঙ্গে চলিল রে ।

৫ । হৃদে আসি রাই ছাদশপদ্যদলে, নৃত্যানন্দে বিভোর
সখী সঙ্গে মিলে ; লুটাইয়ে এলোকেশ পদতলে,
পড়িল রে । হৃদিপদ্যশক্তি কাকিনী সুন্দরী, সে
আনন্দদলে হোল সহচরী ; নিশুঙ্কাধাপদ্যে আসিয়ে
কিশোরী, সখী-শাকিনীরে সঙ্গে লইল রে ।

৬ । আজ্ঞাপুরে বসি দ্বি-দলপদ্যবরে, ত্রিলোকমোহিনী
মনের মনোহরে, হাকিনীর সঙ্গে সঙ্গে সহস্রারে,
রাই ধাইল রে । সহস্রারুকমলের শ্রীযমুনাকূলে,
বাঁশী বাজায় শ্রাম্বরতরু মূলে ; শ্রামজলধরের
হৃদয়কমলে, রাই-সৌদামিনী মিলিল রে ।

৭ । দেখে রে, প্রেম নয়ন, করি উন্মীলন, শ্রীযমুনাকূলে
রাধিকারমণ, রাসরসোৎসবে হইয়ে মগন, কিবা
নাচিতে লাগিল রে । সখীগণ রাধাকৃষ্ণ-যুগল ঘিরি
রাসে নাচে কেমন করে করে ধ'রি, কিকির বলে
সখির চরণকমল বেড়ি, রাই কি আমারে ভুলিল রে ॥

— • —

॥ ২২ ॥

মূলতান, একতারা ।

বটচক্রভেদ করি জীব ! কাট মায়াবন্ধনে, মূল্যধারে
সংযত অগ্নি, কুণ্ডলিনী দরশনে ॥ (কুল) (মু-শক্তি)

১। জী-ইন্দিয়-প্রাসকারিণী, জাজ্জল্য-বিছাদবরগী,
চিন্তা কর দিন্ রজনী, মাকে স্বাধিষ্ঠানে ॥

(কুলকুণ্ডলিনী)

২। মণিপূরে কুণ্ডলিনী কোটিবিছ্যাৎ-প্রকাশিনী অনা-
হতে কামার্থ-নাশিনী। জ্ঞ-মধোতে পদ্মদ্বিদল, গুরু
মা পরমযুগল ; ভেদ করিয়ে ব্রহ্ম-অর্গল, মহামিস্র
আসনে ॥ (শক্তিকে বিরাম করাও)

৩। পরমশিবের সনে, কুণ্ডলিনীর সন্মিলনে, বিযুক্ত
হও ভববন্ধনে ; ফিকির দেখরে, ফিকির কাদ্জাল,
ব্রহ্মার্গলের নীচেতে কাল, কালাতীত রূপের
আদাল, নিতালীলা সেই স্থানে ॥ (বৈকুণ্ঠ
গোলোক কৈলাস) ॥২২২॥

৬৪ শ গানের স্থায় হুর। তাল গড়খেমটা।

ভয় কি আছে, বিরজাতে, পদ্ম ফুটেছে। পদ্ম,
জ্বনিরমল, সহস্রদল, টলমল ঐ করিছে। (ভক্তিরসে)

১। সহস্রদল পারে যে জন যায়, সেত, অনন্তদল পদ্ম
আবার দেখিবারে পায় ; ও সেই, পদ্মের গোড়া,
আকাশ ছাড়া, ফুলে আকাশ ছেয়েছে। (ব্রহ্মাও বল)

২। পদ্মদলে আছে নিরন্তর, হর হরি রাখা গৌরী

নাগরী নাগর ; তারা, নটের মত, অবিরত, অভিনয় যে করিছে । (এ ব্রহ্মাণ্ডের)

৩। ভবের সাধন সাজ করিয়ে, অনন্তদল পদে সাধক বসিছে গিয়ে ; সাধক, ইচ্ছামত, অবিরত, দলে দলে ফিরিতেছে । (প্রেমানন্দে)

৪। কাকাল আছে পদের গোড়ায়, পদ কোথা দেখিবে কি, কাদাতে গড়ায় ; পদের মৃণাল ধ'রে, কাকাল মরে, পায়ে কাঁটা ফুটিছে ॥ (অসাবধানে) ২২৩ ॥

রাগিণী বিভাস । তাল একতাল ।

কে বলে আ মরি ! তোমায় দিগম্বরী বিবসনা, শবাসনা ভয়ঙ্করী । জ্ঞান নেত্রে আমি, চেয়ে দেখি তুমি, সর্বভূতে সর্বমঙ্গলা ঈশ্বরী ॥

১। বিশ্ব তবোদরে তুমি বিশ্বোদরী, পালন করি বিশ্ব নাম বিশ্বন্তরী ; অসীম অক্ষরে সম্বরিতে নারে, জননী গো, তাইতে নাম ধরেছ ব্রহ্মময়ী দিগম্বরী ।

২। অক্ষর সংহারে উদাত অশনি, ভক্ত সাধকের হৃদে প্রশান্তরূপিনী ; সভয়ে অভয়া, সম্পদে বিজয়া, জননী গো, তুমি মহা নিদ্রা নিদ্রা মায়া মহেশ্বরী ।

৩। লোকে দেখে তোমার চরণ তলে শব, আমি দেখি

তোমার চরণেতেই সব ; শিনের প্রকৃতি, শিনে
কর স্থিতি, জননী গো ! তোমার চরণ-চন্দ্রে প্রকাশ
শিব চন্দ্র হরি ॥ ২২৪ ॥

রাগিনী ললিত বিভাস, তাল একতাল।

মাগো ! রজনী প্রভাত হোয়েছে । ডাকিছে বিহঙ্গ
পবন তরঙ্গ, গঙ্গভরে মন্দ মন্দ যে বহিছে ॥

১ । ভাষু যত তবু প্রকাশ করিছে, বিদায় দিতে তোমার
বিজয়া বলিছে ; বিদায় দি কেমনে, ভেনে সেই
ভাব মনে, আধি বুঝে আমার হৃদয় কাটিছে ॥

২ । চৈতন্যরূপিনী তুমি ব্রহ্মময়ী, তুমি নাই যথা এমন
স্থান আর কই ; তোমায় দিলে বিদায়, সকলই যে
যায়, তোমায় অবলম্ব করি অগত রয়েছে ॥

৩ । লোকে বলে নিশি প্রভাত হোয়েছে, আমি দেখি
সেত ঘেমন তেমনি আছে ; নিশি প্রভাত হলে,
আঁধার যেত চলে, তবে বিদায় দিত তোমায় এমন
বা কে আছে ॥

৪ । কান্দাল বলে মাগো সোজা বুঝ আমার, আবাহন
বিলম্বন নাই তোমার ; তুমি নিত্য নিরঞ্জনী, ভবভয়
ভঙ্গিনী, নিত্য হৃদিপদ্মে আগ, পুন্নি হৃদি মাঝে ॥

১১০ শ গানের গ্রায় সুর ও তাল ।

মরিরে, হর গৌরী রূপে আজ কে শোভিছে । আধ
অবর্ণ আধ সুরবর্ণ মন প্রাণ হরিতেছে । (যুগলরূপে)

- ১ । আধ অঙ্গ অনঙ্গ তাই, দিগম্বর হইয়াছে ; আধ অঙ্গে
নীলান্বর গেড়া আছে । ঐ যে, নীলান্বর মাঝে শশী
সৌদামিনী খেলিতেছে । (অনঙ্গে স্থিতি ক'রে)
- ২ । সৃষ্টির শেষ দক্ষিণ অঙ্গ, ভস্মে ঢাকা রহিয়াছে ; কারণ
সুরধুনীর ঢেউ জটায় উঠিতেছে । বামে, গৌরী অঙ্গ
অলঙ্কারে, ভুবন মন মোহিছে । (যুগল রূপে)
- ৩ । চেষ্টাহীন দক্ষিণ আঁখি, স্থির ভাবে বিরাজিছে ;
বাম একাপাঙ্গে সৃষ্টি স্থিতি হইতেছে । অন্য, পল-
কেতে যার বস্তু, তাতেই আবার গিশিতেছে ।
- ৪ । কাঙ্গাল কয়, হর গৌরীর রূপ যে জন বুঝিয়াছে ;
সেত, ঐ যুগলরূপে পাগল হইয়াছে ; ও তার,
মানসেতে, আধ নিগুণ, আধ সগুণ জাগিছে ॥

(চেয়ে দেখ) ॥ ২২৩ ॥

কীর্তন আলেয়া, তাল গড়ধেমটা ।

দেখ হরিহর রূপ আহা মরি কি সুন্দর রে । শশি-
শেখর আধ কলেবর, আধ নবজলধর রে ॥ (ওরূপ)

- ১ । শুভ্র সত্য সুন্দর, নিগুণ হর রে ; সগুণ আকাশে

- নীলিমা প্রকাশে, আধ শ্রীমকলেবর রে ॥ (কিবা)
- ২ । শিবরূপ অধর, নিগুণ দিগম্বর রে ; ভক্ত হৃদয়ে
বেড়ে আসিয়ে, পরিধেয় গীতাম্বর রে ॥ (আধ)
- ৩ । মহাকাল সুবিশাল স্বর্বাঙ্গ শিখাধর রে ; আহা,
মদনমোহন মুরলীবদন, জন-অনিন্দকর রে ॥ (ভক্ত)
- ৪ । শিবে শিবশক্তি গৌরী, রূপ মনোহর রে ; কিবা
ছবি-অলপরে সুনীল অনুরে, সৌদামিনী নিরন্তর
রে ॥ (আদ্যাশক্তি, রাধা)
- ৫ । সগুণে নিগুণ মিলি, রূপ মনোহর রে ; ঐ যে
সগুণে ব্যাপিয়ে নিগুণে লুকায়ে, হৃদয় রূপ
সাপর রে ॥ (কাঙ্গালের) ॥ ২৭ ॥

— ০ —

৬৩ শ গানের ত্রায় সুর । ভাল গড়খেমটা ।

অনন্ত সাপের পরে, বাবা ঐ শুয়ে আছে ॥

- ১ । ওরে, যে মা ছিলেন বক্ষঃস্থলে, ওরে, সেই মা এখন
পদতলে রে ; পদভার লয়ে কোলে, (মহালক্ষ্মী-
রূপে) করতলে অবিরত সেবিতোছে ॥ (দশহস্তে)
- ২ । পদ্মের গোড়া নাভিপদ্ম, সৃষ্টির কোণল বোকে
কাহার সাধ্য রে ; লক্ষ্মী না দেখালে, (চরণ
সেবিকা সে) কমলদলে, কে দেখে ব্রহ্মা সহজে ॥
(জগৎ সৃষ্টির কোণল)

- ৩। সাপের অনন্তকণায়, কত দিধি বিষ্ণু নেচে বেড়ায়
রে ; নাচে পঞ্চদন. (বাবার কাছে কাছে) দেব
লগণন, মহিমা তার গাইতেছে ॥ (নিরন্তর)
- ৪। সিদ্ধপুরুষ যোগিঋষি, তারা, হাতে করে বাণী
বাঁশী রে ; শুব করে সকলে. (সুমধুর স্বরে)
প্রেমজলে, বক্ষস্থল ভাসিতেছে ॥ (সেই ভক্তবৃন্দের)
- ৫। চৈতন্যদেব শ্রীঅষ্টৈত, ওরে নিত্যানন্দ অশ্রোত
রে ; নিত্যার ভেরির রোল. (মাঠে মাঠে কেবল)
প্রেমে বিভোল, বোল হরিবোল বলিতেছে ॥
(অষ্টৈত গৌর)
- ৬। বিজয়ডঙ্কা বাজিতেছে, অষ্টৈতের নিশান উড়িছে
রে ; তাতে লেখা আছে, (একমেবাদ্বিতীয়ম্)
(আর দ্বিতীয় নাই) যে পড়িছে, মাতিয়ে সেই
উঠিতেছে । (ভক্তিরসে)
- ৭। নানকাদি রূপসনাতন, তুলসীদাস মহাজন রে ;
মহম্মদ মুশা, (হেথা সবাই আছে) শ্রীঃ ঈশা,
যোগধ্যান করিতেছে । (ভক্ত সকল)
- ৮। যে হোয়েছে বিরজা পার, সেত, সদা দেখে এই
সব ব্যাপার রে ; কাজাল গুরুত কৃপায়, (মহা-
যোগাসনে) দেখিতে পায়, একটী কলকু হৃদয়ে
মাঝে ॥ (তাঁর অনন্তলীলা) ॥ ২৮ ॥

ব্রহ্মসংগীত ।

রাগিণী ললিত বিভাস, তাল একতাল।

জাগ, জাগ ভাই পোহাল রজনী । ও ভাই, আর
কতকাল, ঘুমাইবে বল, গাও মঙ্গল আরতি কর
মঙ্গল ধ্বনি । (উঠ উঠ রে ভাই)

১ । সারা নিশি মায়ের কোলে ঘুমাইলে, ঘুমের অলসে
একবার মা বলে না ডাকলে ; আপ্নি না জাগিলে,
জেগে না কাঁদিলে, ঘুমন্ত সন্তানে না জাগান জননী ।

২ । চৈতন্যের সন্তান হইয়া সকলে, চিরদিন মায়া নিদ্রা
বশে র'লে ; ও ভাই, একবার দেখ জেগে, এক-
বার দেখ ভেবে ; ওরে, মা আমাদের ব্রহ্ম চৈতন্য
রূপিনী । (একবার জেগে দেখ)

৩ । ঘুমের অলসে কত কথা বল, ব্রহ্ম, বলিতেই কেন
আলস্য কেবল ; ওরে, সরল হ'য়ে ভাই, ব্রহ্ম বল
সবাই ; ব্রহ্মনাম কেবল ভবের তরঙ্গী ॥ (এ ঘোর
কলিযুগে) (ইহ পরকালে) ॥ ২২৯ ॥

—):৪:(—

ভায়েরা, তাল একতাল।

তুমি হে অনন্ত ভোমারই অনন্ত, সত্য শাস্ত-মহিমা ।
মানব জ্ঞান 'বেদবেদান্ত, না পারে করিতে সীমা ॥

১ । তুমি অঙ্গর অগর অনিন্দ সুন্দর, অমৃত হ'তেও

অনুত, এক অদ্বিতীয় নিত্য সত্য, কোথাও নাই
উপমা ॥

- ২। লোকেশ চৈতন্য, ময়াধিদেব, মঙ্গলময় বিভো হে ;
তব আঙ্কুরে অবুসারে লোকহিত তরে, প্রণাম করি
তোমাংরে, তব প্রীতির নিমিত্ত হই হে প্রবৃত্ত,
করিতে সংসার যাত্রা ॥ ২৩০ ॥

রাগিণী বিভাগ তাল একতাল ।

থাকিতে সবল, হইয়ে সরল, মম মানস হরি বল
রে বল, (মন রে) হরিনাম কেবল পথের সম্বল ।
ফুরালে অজপা, হবি রে অজপা ; জপা তপা তখন
কোথায় রবে বল ।

- ১। নিশি প্রভাত হ'ল, জাগ রে মানস, হরি বল এক-
বার ভাজিয়ে অলস ; হরি হরি রবে, ত্রিতাপ দূরে
যাবে, নামে তাপিত হৃদয় হবে রে শীতল ।
- ২। ওরে, পরনিন্দা গানে সবল রসনা, হরি বলতে মন
তোর রসনা সরে না ; রাখরে মিনতি, ছাড় রে
দুর্ন্যতি, হাতে তুলে আর খেওনা গরল ।
- ৩। হরি ব'ল্লে প্রেম ভরে পাপ তাপ হরে, ত্রিতাপিত
হৃদয় হয় রে শীতল ; হরিনাম শ্রবণে ক'রে, মহা
পাপী গেল তরে ; এমন নামে লোকে নাহি তরে,
নিজ দোষে কেবল ॥ ২৩১ ॥

রাগিণী ধামাজ, তাল একতাল।

বল মা ! আগার হোল একি । থাক্তে নয়ন, অন্ধ
হ'লেম একি । আমি মরি ডেকে ডেকে, তোমার
কোলে থেকে, কেন মাগো তোমায় নাহি দেখি ॥

- ১। অন্ম অঙ্গ পুত্র কোলেতে রাখিয়া, স্তনা দেন জননী
মুখে স্তন দিয়া; সেইরূপ আমি মাগো) তোর কোলে
থেকে, তোর দেওয়া ভোগে সর্বদা ভোগী ॥
- ২। অন্মাবধি আমি আছি দৃষ্টি হীন, কোলে থেকে
তোমায় না দেখি একদিন; আর ক'দিন বাকী
(মা আমার) খুলে দে মা আঁখি, প্রাণ ভ'রে এক-
বার তোমায় দেখি ॥ ২৩২ ॥

রাগিণী ধামাজ, তাল মধ্যমান।

জননীর কোলেতে সস্তান, আহা মরি রে । প্রাণ
ভ'রে করে শিশু মায়ের স্তন্য পান রে ॥

- ১। স্তন্য পান করে মুখে, চেয়ে থাকে মায়ের দিকে;
মা আবার দেখেন তাকে, (কেমন) সুন্দর বদান রে।
- ২। কোলেতে রেখেছ তুমি, মা তোর অঙ্গ ছেলে আমি;
তুমি দেখ দেখি না আমি, কেমন করে প্রাণ রে।
- ৩। অন্ধ হ'য়ে অধিরত, বল আর ডাকিব কত, দে মা
আমায় পদাবৃত, ফুটুক নয়ন য়ে ॥ ২৩৩ ॥

কীর্তন আগিয়া, তাল গড়ধেমটা।

অনন্ত রূপের সিন্ধু উথলি উঠিল গো। কিবা, ভুবন
মোহন রূপের তরঙ্গে, ভুবন ডুগাল গো।

১। হৃদে ছিল রূপ বিন্দু, ক্রমে সিন্ধু হ'ল গো; মগনে
পশিয়ে, ধরনী ভাসাবে, হিমগিরি ডুবিল গো।

২। রূপের তরঙ্গে আবায়, গগণ ছাইল গো; আহা,
হিমল-বাতাসে, আকাশে আকাশে, সে তরঙ্গ
ছুটিল গো। (রূপের)

৩। ভাবু শশী সৌদামিনী, সে রূপে ভাসিল গো;
সংখ্যাশূন্য তারাদলে, রূপশ্রোতে চলে, রূপমদে
পাগল গো। (কাজাল]

৪। অনন্ত এ রূপসিন্ধু, নাহি ইহার কূল গো;
রূপে, সন্তরণ দিয়ে, কূল নাহি পেয়ে, মাতিয়ে
রহিল গো ॥ (কাজাল) ॥ ২:৪ ॥

কীর্তন ছুট, তাল একতাল।

আমি, মাধে কি তোমার নাম রাখি, অনামিক
অরূপের পাখী। আমি, যেমন দেখি, তেমনি ডাকি।

(হৃদয়-পিঞ্জরে) তুমি অরূপ, স্বরূপ, বহুরূপী ছে ॥

১। যখন, জিতাপ-হরণ কর তুমি, (বহুরূপের পাখি)

- তখন, হরি বলে ডাকি আমি । (তুমি পাপহারী)
 ২ । যখন হৃদয় আকর্ষণ কর তুমি, (অনামিক ব্রহ্ম তুমি)
 তখন, কৃষ্ণ বলে ডাকি আমি । (বহুরূপের পাণি)
 ৩ । যখন, প্রাণে রমণ কর তুমি, (মন প্রাণ টেনে লয়ে)
 তখন, প্রাণীরাম বলে ডাকি ॥ (প্রাণ আরাম কর)

— • —

২০২

১১৯শ গানের স্তায় শ্রব, ভাল গড়খেমটা ।

লহে না যাতনা আর, মা আমায় বাঁচাও বাঁচাও ।

- ১ । অসত্য এই দেহ-দুর্গে, আমি রয়েছি অসৎ সংসর্গে
 মা ; ত্রাণ নাই কোনরূপে, (তোমার দয়! বিনে)
 দয়া কোরে, সংস্কারপে লইয়া যাও । (অসৎ হোতে)
 ২ । অসৎ দুর্গে ঘোর অন্ধকার, আমি, আপ্নি দেখিনে
 আপনায় মা ; দেখ'ব কি আর তোমায়, (ওগো
 ব্রহ্মময়ী) ওমা আমায়, জোতিতে আজ লইয়া
 যাও । (এই আধার হোতে)
 ৩ । স্বাধীনতা না আছে যার, ওগো সেই ত বৃত্ত সন্তান
 তোমার মা ; রিশুর অনুগত, (আমার দশা দেখ'মা)
 (মা তোর সন্তান হোয়ে) আমি বৃত্ত, অমৃততে
 লইয়া যাও । (এই বৃত্ত হোতে)
 ৪ । অশ্রাবণি অপরাধী, রুদ্রমুখ তাই নিরবণি মা ;
 কাজল সদা দেবে, (তোমার রুদ্রমুখ) মা আমাকে

প্রসন্নমুখ দেখাও দেখাও ॥ (হাসিভরা) (শরীয়তে
সুধার হাসি দেখাও দেখাও) (দয়ামাথা, ক্ষমা-
মাথা, শান্তিমাথা) ॥ ২০৬ ॥

— • —

প্রথম গানের স্থায় সুর । তাল খেমটা ।

ব্রহ্মধর্ম কি পদার্থ তাহার অর্থ, যে বুঝে মাই সেই
বুঝেছে ।

১ । বলে য়ে যে সা জ্ঞানী ব্রহ্ম জানি, জানে না সে
বলে মিছে ; যে বলে জানিনে রে জানি তাঁরে,
সেই যে তাঁর কিছু জেনেছে ॥

২ । এই যে ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ড কত কাণ্ড, অবিশ্রান্ত ঘুরি-
তেছে ; এই সকল ভাণ্ডের মাঝে ব্রহ্ম আছে, কেই
তাঁরে না দেখেছে ॥

৩ । মানব-জ্ঞান বেদে দাস্ত না পায় অন্ত, মনে বুদ্ধি
হার মেনেছে ; কাঙ্গাল কয় ব্রহ্ম যারে দয়া করে,
ব্রহ্ম কেবল সেই জেনেছে ॥ ২০৭ ॥

কাঙ্গাল-সংগীত । ॥

প্রথম গানের স্থায় সুর । তাল খেমটা ।

এই শুভ তিথিযোগে, মহাযোগে, কাঙ্গাল লম্বাধি
নিরেছে : ত্যজিয়ে মায়াযোগ, সংসার-ভোগ, সুখে

কাদ্দাল নাচিতেছে ॥ (যোগেশ্বরের কোলে উঠে)

- ১। সংসারে অবোধ যারা বলে তারা, কাদ্দাল যে
হায় মরিয়াছে ; জানে না শাস্ত্রের উদ্দেশ্য কীৰ্ত্তি-
যন্ত, সে জীবিত রহিয়াছে ॥ (জগতে যার কীৰ্ত্তি
আছে, কীৰ্ত্তি যত দিন আছে)
- ২। ঘাহার প্রাণের কথায় ধর্ম্ম গাথায়, (কত) মৃত
জীবন বাঁচিতেছে ; সে যদি ম'রে গেছে, ভবের
মাঝে, তবে বেঁচে কে আর আছে ॥ (সে যদি
ম'রে গেছে, যার কথায় মরা বাঁচে)
- ৩। কাদ্দালের ধর্ম্ম-জীবন ক'রে আসন, যারা ধর্ম্মে
প্রাণ জুঁপেছে ; তারা এই, সংসার-তরঙ্গে বিষয়-
রঙ্গে, ধর্ম্মজীবন ঠিক রেখেছে ॥ (শোক তাপ
বিপদ ছুখে)
- ৪। ফিকির কয় কাদ্দাল গেছে বাঁর কাছে, তাঁর নায়ে
যে মজিয়াছে ; সে ত সেই হরির সঙ্গে প্রেম-রঙ্গে,
নাচে কাদ্দাল দেখিতেছে ॥ (হরি-সংকীৰ্ত্তন-মাঝে,
প্রোমে মাতোয়ারা মূর্ত্তি) ॥ ২৩৮ ॥

৫২ শ গানের জায় স্মর । ভাল গড়খেমটা ।

আরে, ওঁরে ও সেই, অক্ষয়তৃতীয়া আবার এল ভাই !
আগরা যে তিথিতে, কাদ্দালবন্ধু কাদ্দালধনে হারাই ।

- ১। গভ হ'ল সন বর্ষ, মোদের প্রাণে নাই হর্ষ, সদা
নিরানন্দ-নীরে ভাসি হ'য়ে বিমর্ষ; সেই হৃদয়স্পর্শী
তত্ত্বকথা, আর কোথাও না শুন্তে পাই।
- ২। মায়ে'র যত মমতা, কান্দাল জানিত রে তা, নাড়ীর
টানে, মায়ে'র প্রাণে ছিল প্রাণ গাঁথা; নিলেন,
কোলে তুলে কোলের ছেলে স্নেহময়ী মাতা তাই।
- ৩। দেখ! দেখরে চেয়ে প্রাণকুমারে পেয়ে, খলখল
হাসে ঐ প্রাণতোষিণী মেয়ে; কান্দাল, চিৎকার
হাসিতে তন্নয়, চিনিবার আর সাধ্য নাই।

(মা কি ছেলে)

- ৪। দুটি চক্ষের খারায় পাগ্লার বন্ধ: ভেসে যায়;
বলে, এ দীনের এ দিনের ক দিন আছে ব্রহ্মময় ?
কবে, ব্রহ্মানন্দে মরণানন্দে, চরণারবিন্দে পাব ঠাই।

॥ ২০৯ ॥ •

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত।

• ১৩০৩ সালের ৫ ই বৈশাখ অক্ষর তৃতীয়াতে কান্দালের
দেহ ত্যাগ হয়। প্রতি বর্ষে দেহত্যাগ তিথি অক্ষর.. তৃতীয়ার
মীন কান্দালের সাধন-কুটীরে মহোৎসব হয়। উল্লিখিত দুইটি গান
ভদ্রপলকে গীত হয়।

কাম্পাল-ফিকিরচাঁদ ফকীরের অধ্যাত্ম-আগমনী ।

অর্থাৎ

ভগবন্ত, বিষয়-সেবায় ভগবতীকে ভুলিয়া থাকিলে,
তিনি যাচিয়া কিরূপে ভক্তকে চৈতন্য করেন
এবং ভক্ত চৈতন্য হইয়া কিপ্রকারে সাধন
করিয়া ভগবতীকে লাভ করিয়া থাকেন,
তদ্বিষয়িনী কতিপয় গীতি ।

পদকর্তার উক্তি—

১ নং গীত । রথের গানের সুর ।

শিব এক, ও তার শক্তি দুটী, তাদের হয় ভাব
বুঝা কঠিন । একজন যে, বুকের পরে, আর জন
শিরে, বিবাদ রাত্রি দিন ॥

১ । ভবের গুতিক দেখিয়ে, রাগে গৌরী অমুনি
কালী হয়ে, খাঁড়া ঢাল হাতে লয়ে, লেংঠা মেয়ে
জানহীন ; শিব, বুকের পরে, তারে ধরে, শাস্তি
করে প্রলয়কালীন ॥ [শিব]

২ । আর এক জন জটায় থাকে, তাকে মা
বলিয়ে যে জন ডাকে, কোলেতে করেন তাকে,
নাহি কারু ভাবেন হীন ; ও তাঁর, সকল সমান,
জ্ঞানী অজ্ঞান, পাপী তাপী ধনী আর দীন ॥ [ওরে]

৩ । কাদাল কয় সকাতরে, শক্তি এক, রুদ্ররূপে
অসি ধরে, এক শক্তি দয়া করে হ'রে দয়ার
অধীন ; দুইটি শিবশক্তি, বেদের উক্তি, গঙ্গা
গৌরী নামে দুই সতীন ॥ [দেখ]

—*—

পদকর্তার উক্তি—

২ নং গীত । ঐ গুর ।

মা বোল, কি সুমধুর বোল, ঐ বোলে পাবাণ
স্বয়ং গ'লে । তাইতে যে, পাবাণী রে, মধুরস্বরে,
উমা মা বলে ॥

১ । দেখতে চঞ্চলা মেয়ে, ওরে পাবাণীর অঞ্চল
ধরিয়ে, জগতের মা হয়ে মা, কাদেন উমা মা
ব'লে ; মাগো, বিষয় পেয়ে, পাবাণ হয়ে, ওমা
আমায় রয়েছে ভুলে ॥ (পাবাণি গো)

২ । মরি কি কঠিন হিয়ে, আহ সাঝা বৎসর
পালকিয়ে, আমায় কেউ আছে ব'লে, মনে না

করিলে ; আমি ভালবাসি, আপনি আসি, চেতন
হয়ে কর মা কোলে ॥ [আমি আপনি এলাম]

৩। কাকাল কর কাতর হয়ে, ওমা । মা ডাকিছেন
মা বলিয়ে, পামনি । চেতন হয়ে, একবার কর
কোলে ; যাবে সকল দুখ, জুড়াবে বুক, ও বিধুমুখ,
একবার দেখিলে ॥ (পামনি গো)

—*—

গিরিরাণী মেনকার উক্তি—

৩ নং গীত । কোথা'তে এসব আসে গানের সুর ।

আমি ত ভুলে আছি প্রাণ উমায় । আমার,
ভোলে না সে, উমা এসে, স্বপ্নে ডাকে মা
আমায় ॥ [মা বোলে]

১। স্বপ্নে না ব'লে ডাকুল, সেত আমার জাগাল,
জাগিয়ে ঐ জাগ্লেম আমি উমা লুকাল ; এখন
না দেখিয়ে, ফাটে হিয়ে, কেঁদে মরি প্রাণ যায় ॥

[সদা]

২। কেমন কঠিন প্রাণ আমার, আপনি এসে
বারে বার, উমা আমার ডাকে, আমি না জিজ্ঞাসি
উত্তর ; আমি, নিবর জলে, ডেলে ফেলে, মরি-
তেছি পিপাসায় ॥ (সদা)

৩। কাঙ্গাল কাঁদে কাতরে, এসে হৃদয়-মন্দিরে,
ওরে কতবার ডাকিলেন মোরে স্তমধুর-স্বরে,
আমার, এ মন প্রাণ, এমন পাষণ, শুনেও তা না
শুনে হয় ॥ (প্রাণ)

—*—

পদকর্তার উক্তি—

৪ নং গীত । ঐ সুর ।

শ্রবণে দুর্গা নাম যেই শুনিল । ওরে হীন-
প্রাণ, পেল প্রাণ, পাষণ অম্বনি গলিল ॥ [গিরি-]
১। একে তিন, তিনে এক বোলে, গিরি বিল্ব-
দল তুলে, ওরে নয়ন-মন্ডাকিনীর জল দিল সেই
দলে ; আবার, যাত্রাকালে, কুতূহলে, দুর্গানাম
তায় লিখিল ॥ [জয়]

২। ওরে মনের উল্লাসে, প্রেমে অচল ভাসে,
প্রাণ উমাকে আনিতে চলে উমেশের বাসে ;
গিয়ে, কৈলাসে, সেই শিববাসে, আপনাকে
ভুলিল ॥ [গিরি]

৩। কাঙ্গাল করিছে ক্রন্দন, কর্লাম কপ্পাস্তুর-
বোধন, আমার কপালদোষে কুণ্ডলিনীর হল না

চেতন ; ভূর্গাপূজা আমার, দেখি এবার, বিকল
যে হইল ॥ (পূজা)

— * —

নন্দীর উক্তি—

৫ নং গীত । ঐ সুর ।

বাবার এ বাজী বোঝে সাধ্য কার । এই যে,
জগদ্বিষ, জলবিষ, আছে অগ্নি নাই আবার ॥
(জগৎ)

১ । আকাশ-আরামের তলে, কত ঝড় লঠন
জ্বলে, তারা চন্দ্র সূর্য্য কেতু ঘুরিয়ে চলে ; এ সব,
একবার গড়ছে, একবার ভাঙ্গছে, ভাঙ্গা গড়া
কার্য্য তাঁর । (দেখ)

২ । যদি বাবা হন সদয়, কিছুই অসম্ভব নয়,
ঘোর অমাবস্যার রাত্রিকালে টাঁদের হয় উদয় ;
জলে, ভাসে শিলে, অচল চলে, অশ্বের ঘোঁচে
অঙ্ককার ।

৩ । বাবার ভেল্কীর বলে, সূচের ছিঁদের স্থলে,
কত হাতী ঘোঁড়া পাহাড় পর্ব্বত যাচ্ছে রে চ'লে ।
আবার, মশা ঘোরে, সিংহদ্বারে, নাহি পারে
হ'তে পার । (মশা)

৪। নাই রে তুলনাতে তুল, কোটে আকাশেতে
ফুল, বাবার বাজী দেখে শুনে কাকাল হর
বাতুল; যত অসম্ভব, সুসম্ভব, সকল কীর্তি
একজনায় । (দেখ)

—X—

মন্দী-ভুজির উক্তি—

৬ নং গীত । ভাব মন দিবানিশি গানের সুর ।

ওরে ভাই হিমগিরি, বিনয় করি, বল এক-
বার আমার কাছে ।

১। কেবা রে আদর ক'রে, তোমার শিরে,
সোহাগঝুঁটি বাঁধিয়াছে । আরার সেই চুড়ায়,
কেবা তোমায়, হীরার টোপর পরায়েছে ॥

২। যখন রে পড়ে আলোক, মারে বলকু, চুণি-
মণি টোপরমাঝে । ওরে তোর মাথার উপর, এমন
টোপর কোন্ কারিগর গড়ায়েছে ॥

৩। এত যে সোহাগ তোমার, তবু আবার, দুর্গি
নয়ন ঝুরিতেছে । তাহাতে বর বর, নিরন্তর,
নিবরের জল পড়িতেছে ॥

৪। কাকাল কর, ওরে আঁধা, ও নয় কঁাদা,

প্রেম গিরি গলিতেছে । অথবা ভারতের দুখ,
দেখে রে বুক, কাটে পাষাণ গলিতেছে ॥

— + —

পদকর্তার উক্তি—

৭ নং গীত । ঐ সুর ।

কোরে ভ্রুকুটী ভঙ্গী, বলে ভঙ্গী, অচলরাজ
হিমাচলে ।

১ । তুমি পৃথিবীর গোড়া, উচ্চ চূড়া, হয়েছ যার
রূপাবলে ; পাষাণে বেঁধে হৃদি, বৎসরাবধি, সেই
মাগেরে আছ ভুলে ॥

২ । তোমাদের রাজরাজড়ার, থাকে না আর,
কোন জ্ঞান বিষয় পেলে ; বিষয়ের বিষয় যিনি,
তুচ্ছ তিনি, ভাবিলে বিষয়ের বলে ॥

৩ । তুমি যে বসন ভূষণ, ধন রতন, দিচ্ছ যার
ভুলাতে ছলে ; ও ত সব দেওয়া যে তাঁর, দেখি
তোমার, গঙ্গাপূজা গঙ্গাজলে ॥

৪ । পেলে মিষ্টার অন্ন, সুপ্রসন্ন, না হন তিনি
কোন কালে ; তিনি হৃদয়ের নিধি, নিরবধি,
সদয় হন হৃদয় দিলে ॥

৫ । কান্দাল কর, ভঙ্গীর ভঙ্গী, দেখে শ্রুতি ।

গিরিরাজ ! কি ভয় পেলে ; তুমি মনোবিষ্মদলে,
নয়ন জলে, পূজ, ডাক দুর্গা বলে ॥

গিরিরাজ হিমালয়ের উক্তি—

৮নং গীত । আমি করব এ রাখালী গানের সুর ।
রাখ, কোথা গো অভয়ে সভয়ে । ভূঙ্গীর
কুভঙ্গী দেখে ভয়ে কাঁপে এই হিয়ে ॥ মা—

১। রাজ্যধন বিষয় পেয়ে, ওমা, পাষণ হসে
হিলাম আমি তোমায় ভুলিয়ে ; চেতন হয়ে
তোমায় দেখতে এলাম মা ; তোমার দুর্গা নামে
প্রাণ পেয়ে ॥ মা—

২। দেখব ব'লে এলাম নিকটে, ওমা, না
দেখিয়ে প্রাণ কাঁদে, হৃদয় ফাটে ; ভূঙ্গী আমার
ফিরে যেতে বলে মা ; যাব কেমনে না দেখিয়ে ॥
মা—

৩। কান্দাল বলে, দেখ মা এসে, একটি দীন-
হীন কান্দাল কাঁদে ছুয়ায়ে বোসে ; সে তোর
প্রসাদ বিনে কিছুই চায় না মা ! দিস্নে, কান্দ লে
আজ কিরায়ে ॥ মা—

অধ্যাত্ম-আগমনী ।

পদকর্তার উক্তি—

৯ নং গীত । দোকানি ভাই গানের সুর ।

আনন্দ বদনে নন্দী কয় । বল সিদ্ধেশ্বর
শিবের জয় ॥

১। ভুঞ্জি ভঙ্গী দেখে ভয় খেও না আর,
এলে যে ধন তরে কৈলাসপুরে তুমি ডাক তাঁর ;
(গিরি) । ডাকলে হৃদয় খুলে, [ও গিরিরাজ ।
ওহে ও গিরিরাজ] তাঁয় মা ব'লে, থাকবে না
আর ক্লোন ভয় ॥

২। ডাক ভক্তিভাবে সরল ক'রে মন, ওরে
সদানন্দময়ী শক্তি দিবেন দরশন : (তোমায়)
তখন শিরজলে, পদ্মদলে, হবেন সদা শিবোদয় ॥

৩। কাজাল বলে যে জন বুকিয়াছে সার, সেত
ভুঞ্জি দেখে নাই ছাড়ে শক্তির দুয়ার ; [শিব]
সেত অবশেষে, অনায়াসে, জগৎ দেখে শিবময় ॥

—*—

জয়ার উক্তি—

১০ নং গীত । ঐ সুর ।

কারে চিন্ত ভ্রান্ত হিমাশয় । তুমি চিনিলে না
চিন্ময় ॥

ছেড়ে গাছের গোড়া, আগার চড়া, আশা
কেবল বিফল হয় ॥

১। যদি গৌরীধনে বাসনা তোমার, তবে
মানসে মহেশে পূজ দিয়ে উপহার, [ভক্তি]
বিনে শিবপূজা, [গিরিরাজ ! ও গিরিরাজ]
দশভূজা, কখন না হন সদয় ॥

২। আছে, বেদপুরাণে লেখা চিরদিন, ওরে
সর্বশক্তিঘর শিব, শিবের অধীন, [শক্তি] বিনে
শিবারাধন, শক্তিরতন, শুনেছ কে পায় কোথায় ? ॥

৩। ওরে, যে জন বিদ্যা বুদ্ধির কৌশলে, ওরে,
শক্তিলভের ইচ্ছা করে বিজ্ঞানের বলে, [জ্ঞান]
তার সে আশা ভুল, আকাশের ফুল, ফোটে যথা
তথায় লয় ॥

৪। কাদাল বলে যদি শক্তির অভিলাষ, ভক্তি-
ভরে ভজ শিব, শক্তির প্রকাশ, [হবে] ও সেই
শক্তি পেলে, ভ্রমওলে, থাকবে না আর মহাভয় ॥

—*—

গিরিরাজ হিমালয়ের উক্তি—

১১ নং গীত । কলুর বলদ গানের শুর ।
স্বয়ং হে শঙ্কুদেব মহেশ্বর । নিত্য সত্য শিবশুন্দর ॥

১। তুমি সকল জ্যোতির জ্যোতিঃ, সকল পতির পতি, অগতির গতি হরিহর ; এই অসীম অঘরে (হর হে) সঘরিতে নারে, তাইতে তোমার নাম দিগঘর ॥ (অঘর ধরতে নারে)

২। তুমি অমর নাশিতে, সাধক রাখিতে, ভয়াভর দুটি শক্তি ধর ; মহাভয় কালী-কায়া, [হরণে] গঙ্গা-অভয়-দয়া, শিরে করে হিতি নিরন্তর ॥ [নাম তাই গঙ্গাধর]

৩। তুমি জ্ঞানের শেখরে, বিশ্বাস-মন্দিরে, ধর্ম-বণ্ড পরে হিতি কর । তোমার অনঙ্গেতে ছাই, [হর হে] সৃষ্টির শেষ তাই, তুমি বিশ্বস্তর বিশ্ব-হর ॥ (পালন সংহার তরে)

৪। ওহে তুমি সর্বজয়, ভয় আর অভয়, নিরাময় অজর অমর । ওহে তুমি সদানন্দ, [হর হে] হর নিরানন্দ, কান্ধালে আনন্দ দান কর ॥ (ওহে আনন্দময়)



শব্দকর্তার উক্তি—

১২ নং গীত । গুটিপোকা গানের সুর ।

বিজয়ার বিজয়া-বাণী । গিরি, পঞ্চভূতময়, পঞ্চমীতে কয়, যতী-যোগে দৃষ্টি-বোধন আপনি ॥

১। মন-বিল্বদলে, বিল্বমূলে, পূজ্লে ন দিবা-
রজনী। গিরির, সেই পুণ্যফলে, ডাকেন পিতা
ব'লে, এসে বসেন কোলে, জগৎ-জননী ॥

[অমনি]

২। যখন, হৃদয়ে বঁার, জনম তাঁর, তখনই
তাঁর নন্দিনী। ওরে, পিতা বলি তাইতে, গিরির
চরণেতে, প্রণাম করেন দুর্গা জগদ-বন্দিনী ॥

[এসে]

৩। কন্ঠায়, দেখে পদে, তুলে হৃদে, নিলেন
গিরি অমনি। দেখ, যেই শক্তি পদে, সেই শক্তি
হৃদে, তিনি হন সকল শক্তিদায়িনী ॥ [দেখ]

৪। ভেসে নয়নজলে, কাঙ্গাল বলে, ভাল মন্দ
না জানি। কিছু তিনি ছাড়া নয়, সকল তিনিই
ময়, প্রণম্য প্রণত প্রণাম তিনি ॥ [দেখ]

—*—

পঞ্চকর্তার উক্তি—

১৩নং গীত। রাইরূপে অঙ্গ বাঁপিল গানের সুর।

ঐ দেখ, গিরিপু্রে গৌরী যায়, তোরা কে
দাবি রে আর। ওরে, দক্ষিণেতে, লক্ষ্মী চলে,
সরস্বতী চলে বায় ॥ [আবার]

১। ঐ যে, সিদ্ধিদাতা, গণেশ দাদা, যারের
আগে আগেতে ধায় ; আবার, পাখীত্ চড়ে,
চলে উড়ে, বড়ানন ভায়ের জামা গায় ॥
[দেখ]

২। নন্দা যাবে না রে, রহিল সে, সিদ্ধেশ্বরের
সিদ্ধি ঘোড়ায় ; ভুজুর, বড় আপদ, বড় বলদ,
রহিল সে ঘাসকাটার ॥ (ওরে)

৩। কাকাল, দীন দৈত্য, না পায় অন্ন, জগদস্থায়
কাদিয়ে কয় ; যদি, দিয়ে অন্ন, কর ধন্য, তবে
কাকাল সঙ্গে যায় ॥ [যাগো]

—*—

গিরিমালা হিমালয়ের উক্তি—

১৪ নং গীত । ভবপারের তরি গানের সুর ।

ভূমি, কেঁদনা আর উঠ পাষাণি । দেখ, এলেন,
প্রাঙ্গনে তোমার, প্রাণের ঈশানী ॥

১। কোরে কল্প, কল্পান্তর, বিশ্বমূলে নিরন্তর,
(ত্রুত পূজা করিলাম) [বোধন ক'রে] পূজি
দেব বিগমর, পেলাম নন্দিনী ॥

২। সামান্য ঘেয়ে নয় উমা, ত্রিজগতে নাই
উগমা, (একবার কোলে কর রে) [উমাধনে]

[হৃদয় শীতল হবে] মহাশক্তি জগতের মা,
ত্রিগুণ-ধারিণী ॥

৩। দশদিক্ রক্ষাতরে, দশভূজা নাম ধরে,
[পাপাসূরে নাশিল] (মহিষাসূরে) (সুর রক্ষা-
তরে) দশ অস্ত্র দশকরে, রিপুনাশিনী ॥

৪। দক্ষিণে কমলাসতী, বামে শোভেন সরস্বতী,
[মায়ের কিবা শোভা রে] ধর্ম-সিংহ পরে]
[শক্তিরূপা] [শিবশক্তিরূপা] সিদ্ধিদাতা
গণপতি, গুহ সেনানী ॥

৫। কাক্সাল বলে শিববাণী, যে পূজে মহেশ রাণী,
(দশভূজা রূপিণী) [মহা শক্তি] [তার ত ভয়
নাই রে] [রণে বনে] সে পায় লক্ষ্মী নারায়ণী,
বিদ্যারূপ বাণী ॥



গিরিরানী মেনকার উক্তি—

১৫ নং গীত । রাগিণী আলিয়া, তাল একতালা ।

কোন্ দুর্গা আমার নন্দিনী । আমি, যে দিকেতে
চাই, দুর্গা দেখতে পাই, দুর্গা বই আর অগ্র
নাই; দেখ, ত্রিজগতের লোকে, দুর্গা বলে ডাকে,
করে জয়দুর্গাধরিনি ॥

১। যরে যরে দুর্গা পূজা করে যটে, আবার
আমার দুর্গা দেখি চিত্রপটে ; এ সব দুর্গা কি
আমার মেয়ে বটে, সত্য বল তাই শুনি ।

২। আমার উমাধন দ্বিভুজধারিণী, এ যে দশ-
ভুজা সিংহবাহিনী ; ছলনা করিয়ে ভুলাতে রমণী,
আনন্দে কার রমণী ।



গিরিরাজ হিমালয়ের উক্তি—

১৬ নং গীত । রাগিণী আলিয়া, তাল ধামাল ।

রাণি । শুনি বেদবাণী । দুর্গা তব নন্দিনী,
দশভুজা, অষ্টভুজা, দ্বিভুজধারিণী ।

১। বহুরূপা দুর্গা নাহি আদি অন্ত, নিরন্তর
ধ্যানে না পায় অনন্ত, পাপীর পক্ষে রুদ্ধে, সাধুর
চক্ষে শাস্ত, আনন্দদায়িনী ॥

২। অনাদি অচিন্ত্য দুর্গা চিন্তামণি, চিন্তাহরা
তারি চিন্ময়রূপিণী, কথ্যভাবে তাঁরে ভেবেছিলে
রাণি, তাই তব নন্দিনী ॥



গিরিরাজী মেনকার উক্তি —

১৭ নং গীত । রাগিণী অহং, তাল একতালী ।

গিরিরাজ ! একি কাজ, নাহি লাজ ভাবিছ ।
প্রাণ উমাধনে ; [এই জন্যে তোমায় পাষণ বলে]
তুমি, আনিয়ে যতনে বাহিরে রেখেছ ।

১ । তুমি, আপন ইচ্ছায় এনে, আপন ইচ্ছা-
ক্রমে, বাহিরেতে মাকে বসিয়েছ ; বিবেচনা
কিছু নাই, [এই জন্যে তোমায় পাষণ বলে]
আবার, বিসর্জন দেবে মনেতে করিছ ॥

২ । এবার, আর আমি বাহিরে, রাখিব না
মা রে, অন্তঃপুরে উমায় লয়ে যাব ; দেখ্‌ব অন্তঃ-
পুরে, [প্রাণভ'রে উমার চন্দ্রবদন] ওরূপ,
বাহিরেতে তুমি যেমন দেখিতেছ ॥

৩ । তুমি, বারে বারে আন, বাইরে দিয়ে স্থান,
বারে বারে মাকে হারাইতেছ ; এবার তা হবে
না, [ওহে পাষণরাজ ! গিরি তোমায় বলি]
মাকে দিব না হে যেমন বিদায় দিতেছ ॥

৪ । আমি, দিবনা হে বিদায়, শুন হে গিরিরাজ,
এবার, যে এনেছ সেই এনেছ ; যে জন ভাসার

জলে, [এনে যতন কোরে উমা প্রাণধনে] এ দীন
কাদাল বলে, সেই ত গিরি পাষণরাজ ॥

— + —

গদ্যকর্তার উক্তি—

১৮ নং গীত । ভবপারের তরি গানের সুর ।

মরি, কি আনন্দ আজ গিরিভবনে ॥ ওরে,
আনন্দে উন্মত্ত নর-রমণীগণে ॥

১। আনন্দময়ী রে হেরে, আনন্দ গ্রাম নগরে,
[কি আনন্দ হেরি রে] (জলে স্থলে) (স্বর্গে
মর্ত্যে) আনন্দ আজ ঘরে ঘরে, বনে বিপিনে ॥

২। অভয়ার আগমনে, সকলেই অভয় মনে,
(কেবল ভারত সভয় রে) [কপাল দোষে]
(অভয়ারে না চিনিয়ে) কোন ভয় নাই রণে বনে
শ্মশান্ মশানে ॥

৩। ভারতের কপাল মন্দ, এ আনন্দে নাই
আনন্দ, (কেনে নিরানন্দ রে) [কিসের অভাব]
[এ আনন্দের দিনে রে] পায়ে বেড়ী মুখ বন্ধ,
ধারা নয়নে ॥

৪। কাদাল কয়, যে দশভূজে, লঙ্কাত শ্রীরাম

পূজে, (করেন সীতা উদ্ধার রে) (শক্তি বলে)
(দশভুজার বলে) বিশভুজে, রাবণরাজে, বধিল
রূপে ॥ —————

৫। সেই দুর্গা দশভুজা, চিরদিন করিয়ে পূজা,
(কেন হীনবল রে) (নব্যভারত) শক্তিহীন
রাজা প্রজা, ভক্তি বিহনে ॥

— X —

শব্দকর্তার উক্তি—

১৯নং গীত । দীনদয়াময়ী গানের সুর ।

অনন্ত রূপের সিন্ধু, উথলি-উঠিল গো । কিবা,
ভুবনমোহন, রূপের তরঙ্গে, ভুবন ভুলাল গো ॥

১। হৃদে ছিল রূপবিন্দু, ক্রমে সিন্ধু হোল গো ।
আহা, নয়নে পশিয়ে, ধরণী ভাসায়, হিমগিরি
ডুবিল গো ॥ [রূপে]

২। রূপের তরঙ্গে আবার গগণ ছাইল গো ।
আহা, বিমল বাতাসে, আকাশে আকাশে, সে
তরঙ্গ ছুটিল গো ॥ (রূপের)

৩। ভারু শশী সৌদামিনী সে রূপে ভাসিল
গো । সংখ্যা-শূন্য তারাদলে, রূপস্রোতঃ চলে,
রূপমদে পাগল গো ॥ (কাকাল)

১। অনন্ত এ রূপসিদ্ধ, নাহি ইহার কূল গো ।
রূপে, সন্তরণ দিয়ে, কূল নাহি পেয়ে, মাতিয়ে
রহিল গো ॥ (কাঙ্গাল)

— + —

২০ নং গীত । রাগিণী বেহাগ, তাল আড়া ।
হলো পূজা সমাপন । জ্ঞানপ্রতিবন্ধে করিলে
বোধন ॥

১। ষষ্ঠীতে দৃষ্টি দরশন, সপ্তমীতে আত্মসমর্পণ,
অষ্টমীতে অষ্ট সিদ্ধি, শিবের লক্ষণ ॥

২। সঙ্কিতে সন্দেহ যায়, ভ্রমজ্ঞান দূরে পালায়,
উমা আর মহেশ্বরের যুগল-মিলন ; নবমীতে নদীর
জলধি, ফুরাল সমাধি বিধি, দশরায় প্রতিমা
পূজার, এই ত বিসর্জন ॥

— * —

প্রার্থনা গীতি ।

২১নং গীত । রাগিণী ললিত-বিভাস, একতালী ।
অন্ন দে গো মা দে মা ! দীন দৈন্তে অন্ন ।
কে আর আছে, ভুবন মাঝে, জীবন রাখে তোমা-
ভিন্ন ॥

যথা যাই, যথা চাই, দেখিতে পাই, নাই
আর অন্য ; জগৎ-মাতা, যথা তথা, অন্নপূর্ণা
জগতের জন্য ॥

১। জলে স্থলে আকাশতলে, সকলেই জননী
কোলে, কুতূহলে অন্নজলে করে উদরপূর্ণ ; ভিন্ন-
ভাব নাই, সমান সবাই, তোমার ভালবাসায় গণ্য,
নর নারী, যে ভিক্ষারী, তোমার দ্বারে সেই হয়
ধন্য ॥

২। যে অন্নে হয় দেহ রক্ষা, ক্ষুধিত আত্মার
পক্ষে, তোমার কাছে সে অন্নের ভিক্ষা হয়
সামান্য ; ক্ষুধা আমার, নাহি যায় আর, বিনে
তোমার প্রসাদ-অন্ন, তাই ডাকি মা, অন্ন দে মা,
অন্নহীনে হোয়ে প্রসন্ন ॥

— * —

২২নং গীত । রাগিণী রামকেলী, তাল একতালা ।

অন্নহীন সন্তানে রাখ মা বিপদে । যাগো,
তোমার দয়া ভিন্ন, নাহি মিলে অন্ন, বরদে গো মা
অন্ন-বরদে ॥

১। যে অন্ন বিহনে দেহীর দেহ শীর্ণ, জননী
গো সে ত হয় সামান্য অন্ন ; বিনে, তোমার

প্রসাদ-অন্ন, যম আত্মা খিন্ন, দীন দৈন্যে মাগো
অন্ন দে অন্নদে ॥

২। প্রসাদ-অন্নের জন্য ত্রিভুবন ভ্রমিলাম, এক
মুষ্টি অন্ন কোথায় না পাইলাম ; তাই, কাতর
হোয়ে তোমার দ্বারে ধেয়ে এলাম, অন্নপূর্ণে
আমায় স্থান দে ঐ জ্রীপদে ॥

৩। মা আমি দুকৃতি অতি অভাজন, বিপথে
ভ্রমিছে সদা আমার মন ; আছে, কুসন্তান অনেক,
কু-মাতা নাই কখন, এই ভয়সায় ডাকি এ ঘোর-
বিপদে ॥



২৩ নং গীত । মূলতান, একতাল ।

মাগো, এই দশা কি তার । তুমি, সদানন্দ-
ময়ী জননী বাহার ॥

১। পুণ্যসুখা-অন্নে ভাণ্ডার পূরিয়ে, পৃথিবীতে
আমায় আনিলে ডাকিয়ে ; আমি, সে সুখা
কেলিয়ে, (মাগো) গরল খাইয়ে, জ্বলিতেছি
অমিবার ॥

২। দেখে, আমাদের দশা, কে বলবে সহসা,
আমরা তোমার সন্তান ; তুমি, নিত্যনিরঞ্জনী

সত্য সনাতনী, আমরা যে ঘোর জ্ঞান । নিত্যা-
নন্দময়ীর সন্তান হইয়ে, নিরানন্দে আমরা রয়েছি
ভুবিয়ৈ ; ওমা, এ কুলক হর, (মাগো) আনন্দ
বিতর, আনন্দময়ি এবার ॥

— ৪৪ —

২৪ নং গীত । ওমা আনন্দময়ী নাচ গো গানের সুর ।

ঐ দেখ্, দয়াময়ী মা আমাদের আজ এসেছে
গো । [জীবের দুঃখ দেখে]

তাই, প্রেমানন্দে ভক্তবৃন্দ নাচিছে গো ;
ঐ দেখ্, মায়ের সঙ্গে ধ্রুব প্রহ্লাদ নাচিছে গো ;
রামপ্রসাদ রামকৃষ্ণ নাচিছে গো ॥

১ । সবে, মা এসেছে মা এসেছে, বলিছে আর
নাচিছে গো ; ভূটী, নয়নজলে বক্ষঃস্থল ভাসিছে
গো ॥ [মা এলো২ ব'লে সবে ভাসিছে গো]

২ । গন্ধবহ মন্দ মন্দ, গন্ধ বহিছে আর ছুটিছে
গো ; পবন, গন্ধভার মাথায় কোরে বহিছে গো ॥
(মায়ের চরণ পূজব বোলে পবন বহিছে গো)

৩ । একমেবাদ্বিতীয়ম্ মায়ের নিশান উড়িছে
গো ; ও সেই, নিশান দেখে একহৃদয় হইছে
গো ॥ (জগতের নর নারী মা মা বোলে)

৪। সাধু পাপী দুখী-ভাপী দূরে কেউ না রহিছে
গো ; মা যে আয় আয় বোলে, ডেকে কোলে
লইছে গো ॥ (মা যে দয়াময়ী)

৪। মা দয়াময়ীর দয়া দেখে, কান্দিল ডেকে
বলিছে গো ; আমি পাপে ভারি যেতে নারি,
কাছে আয় গো ॥ [একবার দয়া কোরে দয়াময়ী]
[ওমা দয়া কোরে বোস হৃদয়-কমলমাবে গো]

— X —

২৫ নং গীত । ডুবছে কি ডুবতে আছে র সুর ।

ওমা, যদি এলে ক্ষুদ্র কুটীরে । (আনন্দময়ি গো)

১। কণেক দাঁড়াও দয়া ক'রে, ওমা তোমার,
দেখি ২ প্রাণ ভরে, বাস নে মা তুই অমন ক'রে,
রেখে শূন্য ঘরে ॥

২। বলিবার স্থান নাই আর হেথায়, চেরে দেব,
চণ্ডালের ঘর আবর্জনার, পূর্ণ আছে পরনিন্দা-
হিংসায়, বস'বি মা কেমন ক'রে ॥

৩। চরণ দোলাও দাঁড়াইয়ে, নয়ন জলে, চরণ
দেই মা ধোয়াইয়ে ; শীতল করি তাপিত-হিরে,
অপরূপ রূপ হেরে ॥

৪ । কি দিবে কান্দাল পুঞ্জিবে, ওমা এ জগতে,
সকল তোমার, তোমায় কি দিবে; মা ব'লে
তোমায় ডাকিবে, দিবে আপনারে ॥

—৪৪—

২৬ নং গীত । লুম্বি'বিট. একতালা ।

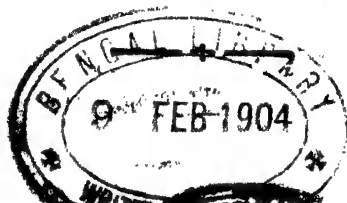
জয়া, বিজয়া জয়তি । তুমি পুরুষ প্রকৃতি,
ওমা, পুরুষ তুমি প্রকৃতি ॥

১ । তুমি কাল, তুমি কালিকা, তুমি বালক,
বালিকা, ওমা, তুমি পালক পালিকা, তুমি যুবক,
যুবতী ॥

২ । তুমি হর, তুমি হরি, তুমি রাধিকা গৌরী,
ওমা, তুমি কারণ, কারণবারি, ভূতপতি বিভূতি ॥

৩ । তুমি দিবস, তুমি রাত্রি, তুমি বেদ সাবিত্রী,
ওমা, তুমি গায়ক গায়ত্রী, কর্তা কর্ত্রী ভারতী ॥

৪ । তুমি গমন তুমি গামী, অন্তর অন্তর্যামী; ওমা,
তুমি আমি আমি তুমি, ধনো কান্দালের মতি ॥



নিবেদন পত্র

কাদালের ব্রহ্মাণ্ডবেদ

কাদালের ব্রহ্মাণ্ডবেদ সমগ্র হিন্দুশাস্ত্রের সারি সংগ্রহ এবং হিন্দুশাস্ত্রদিগে তাৎপর্যের ব্যাখ্যান গ্রাহিতা জগতে প্রচলিত ব্রহ্মবন্দ্য প্রণেতা, ঋষিগণিতমণ্ডিক প্রবর, মহাত্মা কাদাল কিকিরচাঁদ হরিনাথ মজুমদার ইহার সম্পাদক। হিন্দুশাস্ত্রোক্ত প্রধান সহ আত্ম ও সাধনতত্ত্ব অবলম্বন করিয়া নিত্যা অপ্রকাশিত একত্ব চহিতে, ব্রহ্ম ব্রহ্মণ, স্রষ্টা, বসু, গুণ, সাকার নিরাকার, সীমাতত্ত্ব ও যোগ সাধন প্রক্রিয়া প্রভৃতি ধর্মজ্ঞান সম্বন্ধীয় নানা প্রয়োজনীয় বিষয় যাহাতে যথেষ্ট বোধিত্তে পারে যাহা একরূপ সহজ ভাষায় সন্নিবিষ্ট। কিকিরচাঁদের বাউল সংগীত ইহার গুরু; ব্রহ্মাণ্ডবেদ তাহার ক্রম বিকাশ। ব্রহ্মাণ্ডবেদ প্রকাশে যে কি কাদাল চাইয়াছে, তাহা আমরা নিজে বলিতে চাই না সে যথেষ্ট কয়েক জনি পত্রের সারিগণে সত্য প্রকাশ করিয়াছি। তাহাদের উপরদি খুঁবে ব্রহ্মাণ্ডবেদ মানবের আবশ্যকীয় তুল্য বস্তু। বিদ্যাত প্রভাণ্ড ডিগুটা ম্যাগিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত পার্শ্বনাথ চন্দ্র দত্ত, এ, এম, জি, লি, এইত লিখিয়াছিলেন :—

“..... আপনার ব্রহ্মাণ্ডবেদ পাঠ করিয়াছি। উহাতে অনেক বিষয় আছে, উহা পাঠ করিয়া অনেক উপকৃত হইবেন।”

চারভাঙ্গার উদ্যান শ্রীযুক্ত কুমার দত্ত বি, এল, লিখিয়াছেন :—

“..... ব্রহ্মাণ্ডবেদের বিষয়ে কি আর লিখিব? আশ্রনা ইত্যাদি মন্ত্র পূর্ণাবয়ববিশিষ্ট হইবে এবং ব্রহ্মাণ্ডে বহুল পরিমাণে প্রচারিত হইয়া অসংখ্য নীল কর্তব্য।”

উদাহীন শ্রীপ্রসন্নকুমার চক্রবর্তী গিয়াগেল
পাশ্চাত্য আশ্রম হইতে লিখিয়াছেন :—

“.....ইহাতে বেরূপ ভৃত ও অধ্যাত্মতাবের সামঞ্জস্য
সহিত প্রস্তাবাবলী লিখিত হইয়াছে, ইহা তৎক্ষণাতঃ মানবেন
পক্ষে উপাদেয় গ্রন্থ। ...”

সামাখালী কলেটরী আকিস শ্রীঅন্নদাচরণ মুন্সী লিখিতেছেন :

“.....তদ্ভাওবদের পাঠে অতীব শান্তি লাভ করিতেছি। আশি
সহা খুঁজিতেছিলাম, তাহা ভাগ্যক্রমে আপনার সর্বকল্যাণ
সকির সুলিতে সকলই মিলাইছে। ...”

শান্তিপুত্রের শ্রীবীরেশ্বর গামাথিক লিখিতেছেন :—

“.....তদ্ভাওবদের কোন কোন বিষয় পড়িয়াছি। উহা
আমাদের ভাষা কান্ডালের পক্ষে মহামূল্য রত্ন স্বরূপ। সারান্ত
অর্থে এই রত্ন-লাভ বড়ই লাভ বলিয়া বোধ হইল। ...”

কলীন গ্রামের শ্রীনবীননাথের দ্বারা রক্ষিত লিখিয়াছেন :—

“.....ধর্ম সম্বন্ধে আপনার ভাষার ভাব ও দৃশ্যের সম্বন্ধে আপনার
কতি উদার মত দেখিরা আমার পরিভূট হইলাম। ...”

নলচিটার নিউনিদিগাপিটার ভূতপূর্ব তাইল-চারারম্যান
ঐজমিকাচরণ সেন লিখিতেছেন :—

“.....বেদ প্রচার কার্যে হিন্দুনাগেরই সাহায্য করা অতীব কষ্টসা
ধ্য। কাহাল মহাশয় প্রকৃতই একজন দানবী, তিনি অধ্যাত্ম
তবে সম্যক উদ্রত, ধর্মপথে একজন উদ্রত অগ্রবর্তী পথিক।
কাহার পাতিত্বো, তাঁহার পরিনিষ্ঠায় আপামর সকলেই মুগ্ধ।”

টান্ডাইলের উকাল শ্রীঅক্ষয় দাস লিখিয়াছেন :—

“.....বিভূত হিন্দুশাস্ত্র হইতে দার উদ্ধার করিয়া কোন একটা লক্ষ্য

করিয়া তঁা আমাদের ভায় লোকের কষ্টকর। এমন
সবহার অনেক সময় এইরূপ মনে আন্দোলন হইয়াছে যে, কোন
ব্রাহ্ম্য কর্তৃক হিন্দুশাস্ত্রের ব্যাখ্যা ও উপাসনা প্রকাশ্য লব্ধ
সকল হিন্দুশাস্ত্রমত একখানা গ্রন্থ প্রচারিত হইলে, অনেক
একাকারে হিন্দু সমাজের উন্নতির কারণ হয়। মহাশয়ের প্রচারিত
পুস্তকে সেই ভাব লক্ষ্য করিয়া সম্ভাব্য লাভ করিলাম।

ঢাকা হইতে শ্রীজয়চন্দ্র দাস লিখিয়াছেন :—

“... ব্রহ্মাণ্ডবেদে আমার কত উপকার হইতেছে, তাহা আমি
এক মুখে কত বলিব? এধানিক উপাসনা, কথায়, পুঁজা কঠিনতা
বিষয় অধ্যয়নে আমার হৃদয়ের অনেক অন্তকার মোচন হইয়াছে।
প্রসিদ্ধ শ্রীযুক্ত নোক্ষদাস মিত্র বারানসী হইতে লিখিতেছেন :

“... আপনার দ্বারা সম্পাদিত ব্রহ্মাণ্ডবেদ পাইয়া, তাহা
কষ্টিয়া অতুল আনন্দ পাইলাম। সাহায্য দশটাকা পাঠাইয়া
শ্রীমদনমোহন চক্রবর্তি ষোলঘর ঢাকা হইতে লিখিয়াছেন :

“... আপনার ব্রহ্মাণ্ডবেদের প্রথম খণ্ড পাঠ করিয়া যার পর না
স্বপ্নী হইয়াছি। অনেকেই আপনার ব্রহ্মাণ্ডবেদ লইতে ইচ্ছুক।

সংস্করণের হইতে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বাবু রাধাকান্ত
বসু ব্রহ্মাণ্ডবেদের হ্রস্বস্থা অবগত হইয়া লিখিয়াছিলেন :—

“... ব্রহ্মাণ্ডবেদের একপ শোচনীয় অবস্থা হইয়াছে ও নিরা
সত্যত্ব প্রমাণিত হইলাম, ইহাতে যে লোকের কত উপকার
হইতেছে, তাহা বর্ণনা করা যায় না। ...”

রামপুর বোয়ালিয়া শ্রীযুক্ত হামজর বাগদী লিখিতেছেন :—

“... ব্রহ্মাণ্ডবেদ আন্তর্য পাঠ করিয়া চমৎকৃত হইলাম।
আপনি সাধু ব্যক্তি, কথ্যবাদের উপায় সাধন পথে অনেক দূর

অগ্রসর হইয়াছেন।

এই অমূল্য রত্ন বেদ রচনারতন রয়েল প্রায় ৩০০ কথার মুদ্রিত
হইয়াছে। যাহাতে এই উপদেশ বেদ সকলের গৃহেই দিন পশ্চি-
মার আলো বিস্তার করে, সেই জন্য ইহার মূল্য যথা সম্ভব কমাইয়া
ছয় টাকা স্থির কর্তব্য গেল। কাশ্মীরের এই জ্ঞানভাণ্ডার
যাহাতে ধনী দরিদ্র সকলেই অধিগম্য হয়, সেইজন্য কোন
প্রকার অর্থায়নের দিকে দৃষ্টি না করিয়া আমরা ইহার এত কম
মূল্য ধার্য্য করিলাম। এই মূল্য ব্যতীত ডাকমাস্তুল খরচা এক
টাকা লাগিবে। সাধক প্রবরের সাধনলব্ধ মহাভদ্র প্রচারিত
আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য। বেদ আমাদের নিকট তির অর্থ
কোন স্থানে পাওয়া যায় না।

কৃষ্ণ কালী-লীলা।

শ্রীমদ্ভগবৎগীতা-র সপ্তদশ অধ্যায় কৃষ্ণকালী-লীলাতন্ত্রে ভেদজ্ঞান
করিলে অধঃপতিত এবং হিন্দুধর্মের মূলে কুঠারাঘাত করিতেছেন
এই ধর্মপ্রাণ “কামাল কিকিরচান” বিবাদ ভঞ্জনর জন্ত
হা প্রচার করেন। একাধারে কৃষ্ণকালী-লীলা স্বর্গীয় ভাবে
অপূর্ণ সমাবেশ। কাব্যমুত রসের সহিত কৃষ্ণকালী-লীলার
বিস্তৃতি ইহা যে অতুল্য আনন্দেরসোদাগর করিতেছে
তাহা একবার অত্যন্ত ত্বকেরই আবাদন করা উচিত। মূল্য ৩
পয়সা।। পালি ডাঃ নং: ১০ পয়সা।

প্রকাশক
শ্রীমতীশচন্দ্র মহুসদার।
কলিকাতা (নদীয়া)।